১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

# নবলমেলা

■ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের গল্প দলমা পাহাড়ের হাতি

■ কেরিয়ার গাইড মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং, নটিক্যাল সায়েন্স ও অন্যান্য

■ রঙিন পোস্টার কপিলদেব নিখাঞ্জ

টিনটিনের সম্পূর্ণ কমিক্স (শেষাংশ)

## চন্দ্রলোকে অভিযান

পুরোটাই রঙিন

এ ছাড়াও গত সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে টিনটিনের নতুন কমিক্স

কানভাঙা মূর্তি

এখন

# কেম্ব্রিজ প্রস্তুত করছে বম্বে থেকে মেল অর্ডার মারফৎ আধুনিক ফ্যাশনের শার্ট্

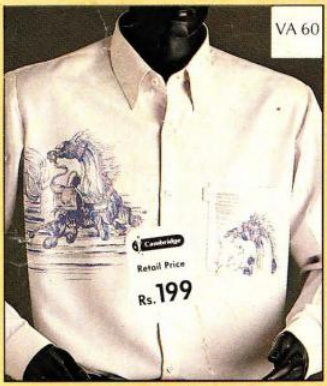

এ এক মেল-অর্ডার-সার্ভিস। তাঁদের জন্যে যাঁরা বম্বেতে এসে কেম্ব্রিজের শো- রুমে দ্যাখা করতে পারেননা - যেখানে আছে নানা ধরণের অনন্য শার্টের সম্ভার যেগুলি সঠিক ভাবে তৈরী করা হয় উচ্চমানের ফ্যাব্রিক এবং নিখুঁত সেলাই-এর দ্বারা।

পূরো দামের ৫০% এখন পাঠান। বাকীটা দিতে হবে ভী.পী.পী.-র দ্বারা ডেলিভারীর সময়। কুপনটি বিবরণ-সহ ভরুন এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, এ্যাকাউণ্ট কেম্ব্রিজ টেক্সটোরিয়াম নামের ৫০% দামের মানিঅর্ডার/ড্রাফ্ট সহ ডাক মারফৎ এই ঠিকানায় পাঠান -

কেম্ব্রিজ টেক্সটোরিয়াম,
করতার ভবন,
১২১, শহীদ ভগতসিংহ রোড, কোলাবা,
বম্বে ৪০০ ০০৫।

ছবিতে দেখানো শার্টগুলি পূরো হাতার শার্ট

**৪২ সাইজের শার্টগুলির জন্যে শার্ট প্রতি ৫ টাকা ক'রে বেশী লাগবে।**

**Cambridge** বম্বের সর্বাধিক বিক্রীর শার্ট্স্

NAME : ______________________

ADDRESS : ______________________

| ITEM CODE | NO OF PIECES | COLLAR SIZE | COLOUR | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| VA 2 | | | RED ☐ BLUE ☐ BLACK ☐ | Rs. |
| VA 3 | | | RED ONLY ☐ | Rs. |
| VA 60 | | | WHITE ☐ CREAM ☐ BLUE ☐ | Rs. |
| VA 54 | | | RED ☐ BLUE ☐ | Rs. |
| | | | Add Rs.10/- per shirt as mailing costs. | Rs. |
| | | | TOTAL | Rs. |
| | | | 50% of TOTAL Rs. | |

* ডেলিভারীর জন্যে অর্ডার পাবার পর ১৫টি কাজের দিনের সময় লাগতে পারে।
* টেক্‌নিক্যাল কারণে শার্টের রং-এ সামান্য হের-ফের হতে পারে।

VENART 071 BN

৩ ফাল্গুন ১৪০০ ❑ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ❑ ১৯ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

# আনন্দমেলা

## বিশেষ কমিক্স সংখ্যা


**টিনটিনের সম্পূর্ণ কমিক্স (শেষাংশ)**

চন্দ্রলোকে অভিযান হার্জে ১১

**সম্পূর্ণ কমিক্স**

রহস্যভেদী তুতুন ও মিমি ৮

**নিয়মিত কমিক্স**

গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স ৯, অরণ্যদেব ২৭, টিনটিন ২৯, আর্চি ৫১, টারজান ৫৩, গাবলু ৫৪

**ধারাবাহিক উপন্যাস**

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না বিমল কর ৩৫

শিউলি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭১

**গল্প**

দলমা পাহাড়ের হাতি এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৩১

**কবিতা**

কন্‌খলের পথে সুপ্রসা রায় ৩২

**কেরিয়ার গাইড**

মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং, নটিক্যাল সায়েন্স ও অন্যান্য কোর্সে ভর্তির এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা অমর দাশ ৭৪

**খেলাধুলো**

টেনিস প্রতিভারা কি খেলায়··· আশিস উপাধ্যায় ৪৩

বিশ্বকাপ ফুটবলের সেরা আকর্ষণ··· নির্মল ঘোষ ৪৫

খেলার খবর ৪৬

এ-বছরের ক্রীড়াসূচি ৪৮

রঙিন পোস্টার : কপিলদেব নিখাঞ্জ ৩৯

**নিয়মিত বিভাগ**

চিঠিচাপাটি ৪, কুইজ ৫, শব্দসন্ধান ৩৬, বিজ্ঞান : গবেষণা ৭০, আঁকিবুকি ৭২, হাসিখুশি ৭২, বইয়ের খবর ৭৭, নানারকম ৭৮


সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

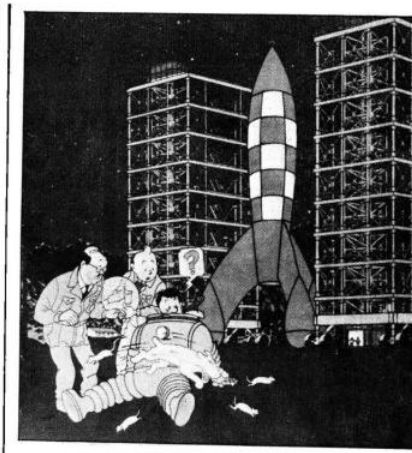

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা



টিনটিনের সম্পূর্ণ চিত্রকাহিনী 'চন্দ্রলোকে অভিযান'-এর শেষাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। রকেট যাতে শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে, তার জন্য কী ব্যবস্থা করা হল ? টিনটিনের পরামর্শে কোন রকেটের মধ্যে বোমা রেখে দেওয়া হয়েছিল ? শেষপর্যন্ত কী হল ? রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা আশ্চর্য এই চিত্রকাহিনী 'চন্দ্রলোকে অভিযান'। এর পর আছে আর-একটি চিত্রকাহিনী 'চাঁদে টিনটিন'। প্রকাশ করা হবে ৩০ মার্চ ও ১৩ এপ্রিল সংখ্যায়। ওই সংখ্যা দু'টি সংগ্রহ করলে টিনটিনের পুরো আর-একটি বই সংগ্রহের সুযোগ পাওয়া যাবে। 'চাঁদে টিনটিন' বই হয়ে বাংলায় এখনও প্রকাশিত হয়নি।

### ■ আগামী সংখ্যায় ■

রূপক সাহার প্রচ্ছদকাহিনী

**গ্রামের ছেলে কপিল বিশ্বসেরা**

হরিয়ানার এক অখ্যাত গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে কপিলদেব। ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভাবের পর এই কপিলদেবই মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের সেরা বোলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাসিমুখে জয় করেছেন সব প্রতিকূলতা, তাঁর প্রতি অন্যের বিদ্বেষ। সুখ, দুঃখ, হাসি, আনন্দ, বেদনায় ভরা তাঁর জীবন গল্প-উপন্যাসের নায়কের মতো। আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী সেরা বোলার, অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার কপিলদেবকে নিয়েই।

এ ছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

## মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে

১০ নভেম্বর সংখ্যার 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল জ্যাকসন' বেশ ভাল লাগল। তবে লেখক মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে পিটার প্যানের মিল খুঁজেছেন বারবার। কিন্তু সেখানে এ-কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল, পপ সঙ্গীত জগতে 'পিটার প্যান' বলা হয় আর-এক কিংবদন্তি ক্লিফ রিচার্ডকে, যাঁর জন্মস্থান ভারতের লখনউ শহরে।

(১) 'এই আমি, মাইকেল'-এ বলা হয়েছে পাঁচ ভাইয়ের কথা। কিন্তু জ্যাকসন ভাইয়ের সংখ্যা ছয়। প্রচ্ছদকাহিনীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ছবিতে বামদিক থেকে যথাক্রমে দাঁড়িয়ে আছেন মার্লন (আসল নাম মার্লন ডেভিড), জ্যাকি (সিগমাণ্ড ইস্‌কো), মাইকেল (মাইকেল যোশেফ জ্যাকসন), টিটো (টোরিয়ানো অ্যাডারিল), র‍্যাণ্ডি (স্টিভেন র‍্যাণ্ডাল) ও জারমেইন (জারমেইন লাজাইন)।

(২) 'সোলো অ্যালবাম'-এ বলা হয়েছে ১৯৮২ সালে 'থ্রিলার' আটটি গ্র্যামি পুরস্কার পায়। তথ্যটি ভুল। থ্রিলার আটটি গ্র্যামি পায় ১৯৮৪ সালে।

(৩) 'আমরাই পৃথিবী'-তে যেসব তথ্য বাদ গেছে, তা হল জ্যাকসন ও রিচি গানটি শুধুমাত্র 'ইউ.এস.এ ফর আফ্রিকা' ট্যুর-এর জন্যই লিখেছিলেন। গানটি তাঁর কোনও অ্যালবামের অন্তর্ভূত নয়। এবং এই গানের সঙ্গে ড্রামসেট বাজিয়েছিলেন বিখ্যাত গায়ক ফিল কলিন্স।

(৪) 'ফলো দ্য স্টার'-এ উল্লেখ আছে ১৯৮০ সালে 'ট্রায়াম্ফ' অ্যালবাম বের হয়। কিন্তু ট্রায়াম্ফ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। 'জ্যাকসন ফাইভ' থেকে জারমেইন বিদায় (১৯৭৬) নেওয়ার পর তাদের কনিষ্ঠ ভাই র‍্যাণ্ডি 'দ্য জ্যাকসনস্' নামে নতুন গ্রুপ-এর অন্তর্ভূত হন। এই সময় তাঁদের বিখ্যাত অ্যালবাম 'ডেসটিনি' মুক্তি পায়। এর পর জারমেইন দলে আবার ফিরে এলে (১৯৮২) গ্রুপের নাম আর পালটানো হয়নি। কিন্তু লেখক বলেছেন, "১৯৮৪ সালে জারমেইন আবার যোগ দেন ভাইদের সঙ্গে।" স্বভাবতই 'জ্যাকসন্স ভিকট্রি' (যা ভাইদের সঙ্গে গাওয়া জ্যাকসনের শেষ অ্যালবাম) ট্যুর-এ লেখক যে পাঁচ ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই তথ্যটিও ভুল। 'ফলো দ্য স্টার'-এ এ-কথার উল্লেখ আছে যে, 'অব দ্য ওয়াল' গানটি জ্যাকসন পল ম্যাককার্টনির সঙ্গে লিখেছেন কিন্তু গানটির লেখকের নাম আর. টেম্পারটন, যিনি জ্যাকসনের অনেক স্মরণীয় গানের লেখক। 'সে, সে, সে' বাদে পলের সঙ্গে মাইকেলের অন্য গানটি হল 'দ্য গার্ল ইজ মাইন'। তা ছাড়া 'উইজার্ড অব ওজ' অবলম্বনে 'উইজ' তৈরি হয়নি। মূল লেখাটির নাম 'এল ফ্রাঙ্ক বম'-এর 'দ্য ওয়াণ্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ' (১৯০২)।

(৫) জ্যাকসনের বিখ্যাত কয়েকটি অ্যালবামের নাম বাদ গেছে অ্যালবামের তালিকা থেকে, যদিও লেখক সোলো অ্যালবামের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'এ বি সি', 'ডান্সিং মেশিন', 'গেট ইট টুগেদার', 'স্কাই রাইটার'-এর মতো অবিস্মরণীয় অ্যালবামগুলির নাম অবশ্যই করা দরকার।

*বিপুলশঙ্কর বসু,*
*রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।*

## অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল জ্যাকসন

মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী (১০ নভেম্বর, ১৯৯৩) বেশ ভাল হয়েছে। এই নিয়ে আনন্দমেলার প্রচ্ছদকাহিনীতে আমরা দ্বিতীয়বার মাইকেল জ্যাকসনকে পেলাম। তবে ১০ নভেম্বর সংখ্যায় কিছু ভুল চোখে পড়ল। জ্যাকসনের 'সোলো অ্যালবাম'-এর তালিকায় 'লিভ মি অ্যালোন' গানটিকে 'ব্যাড' অ্যালবামের অন্তর্ভূত করা হয়েছে। এই তথ্য ঠিক নয়। কারণ ব্যাড অ্যালবামে মোট যে ১০টি গান আছে, সেগুলি যথাক্রমে: ১. ব্যাড ; ২. আই জাস্ট কান্ট স্টপ লাভিন ইউ ; ৩. লিবেরিয়ান গার্ল ; ৪. ম্যান ইন দ্য মিরর ; ৫. ডার্টি ডায়ানা ; ৬. দ্য ওয়ে ইউ মেক মি ফিল ; ৭. স্পিড ডেমন ; ৮. অ্যানাদার পার্ট অব মি ; ৯. স্মুদ ক্রিমিনাল ; ১০. জাস্ট গুড ফ্রেণ্ডস। এ ছাড়া, 'ডেঞ্জারাস' অ্যালবামে 'নিল দ্য হিল' নামে একটি গানের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অ্যালবামে ওই নামে কোনও গান নেই। ডেঞ্জারাস অ্যালবামের 'হিল দ্য ওয়ার্ল্ড' গানটির সঙ্গেই আগে গাওয়া 'উই আর দ্য ওয়ার্ল্ড' গানটির মিল ধরা পড়ে।

*দীপায়ন চৌধুরী*
*শহিদ নগর, কলকাতা-৭৮*

মাইকেল জ্যাকসন প্রচ্ছদকাহিনীটি সত্যিই ভাল হয়েছে। 'আনন্দমেলা'র প্রচ্ছদকাহিনীগুলিতে কোনও একটি বিষয়ের ওপর নানা ধরনের তথ্য দেওয়া হয়। সুসম্পূর্ণ এক-একটি প্রচ্ছদকাহিনী। 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল জ্যাকসন'ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পত্রিকার ওই সংখ্যাটি আর কিছুদিন পরে প্রকাশিত হলে ভারতে জ্যাকসনের 'ডেঞ্জারাস' সফর বাতিল হওয়ার কারণগুলিও হয়তো আমরা জানতে পারতাম।
শুধু এই নয়। নতুন কমিক্‌স 'গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স'ও ভাল লাগছে।

*সুপ্লব নন্দী ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য*
*বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ*

## লেখকদের প্রতি

'আনন্দমেলা' পত্রিকায় লেখা পাঠালে, অবশ্যই তার কপি রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা কোনওমতেই ফেরত দেওয়া হয় না। লেখা মনোনীত হলে তা যথাসময়ে চিঠি দিয়ে জানানো হয়।

**ভ্রম সংশোধন** : 'আনন্দমেলা' ১৯ জানুয়ারি সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিটি সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের। ছাপা হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

কুইজ

# কমিক্‌সের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর

নিল ও'ব্রায়েন

**অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর চেয়েও জনপ্রিয় কমিক্‌সের চরিত্ররা।**

কমিক্‌স-এর অনেক নায়কই বিশ্বের যে-কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী কিংবা শিল্পীর চেয়ে জনপ্রিয়। টিনটিন, সুপারম্যান, টারজান, স্পাইডারম্যান কিংবা আর্চির নাম জানে না, এমন কিশোর কিশোরীর সংখ্যা হয়তো হাতে গোনা যায়। কমিক্‌সের জনপ্রিয় নায়কদের অনেকেরই জন্ম আমেরিকায়। যেমন সুপারম্যান, হি-ম্যান, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান, আয়রনম্যান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কমিক্‌স সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২-এ সুপার স্নাইপ-এর ব্যঙ্গের পর এই জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তারপর ছয়ের দশকে আবার কমিক্‌সের জয়যাত্রা শুরু হয়। আমেরিকা ছাড়াও ব্রিটেন, জাপান, এমনকী ফিলিপিন্‌সেও কমিক্‌স তৈরি হতে থাকে। তবে বিশ্বযুদ্ধ কমিক্‌সের ওপর যেভাবে প্রভাব ফেলেছিল তা এককথায় অকল্পনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে বব মল্টানা সৃষ্টি করেছিলেন আর্চি। হাই স্কুলের ছাত্র আর্চি কমিক্‌সের প্রথম কিশোর নায়ক। বেটি ও ভেরোনিকা এরাও কিশোরী। কমিক্‌সে অতিমানবদের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা এতদিন শিশু ও কিশোর মনকে মাতিয়ে তুলেছিল। এবার আর্চি এসে তাদের নিজস্ব দৈনন্দিন পৃথিবীটিকে অধিকার করে নিল। পাঁচের দশকের মাত্র একটি মাসেই আর্চির বই বিক্রি হয়েছিল ১৬ কোটিরও বেশি। ফ্ল্যাশ গর্ডন যিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই আলেক্স রেমন্ড মার্কিন নৌবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি যুদ্ধেও গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি সৃষ্টি করেন আর-একটি কমিক্‌স চরিত্র— রিপ কার্বি! রিপ কার্বির মধ্যে স্রষ্টা আলেক্সের ছায়া দেখা যায়। রিপ কার্বি গোয়েন্দা হলেও তিনি ছিলেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন এক মেজর।

তবে কমিক্‌সের জনপ্রিয়তায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে টিনটিন। এর স্রষ্টা হার্জের নাম ঘরে-ঘরে। কিশোর আর্চির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া বলতে হয় চার বছরের ছেলে 'ডেনিস দ্য মেনাস'-এর কথাও। ডেনিস দ্য মেনাসের স্রষ্টা হাঙ্ক কাচেম। এই চিত্রকাহিনীটিও সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকায়। ডেনিস দ্য মেনাসকে নিয়ে ছবিও তৈরি হচ্ছে এখন। ডেনিস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রযোজক-পরিচালক একজন উপযুক্ত শিশু অভিনেতাকে খুঁজছিলেন। কয়েকশো শিশুর মধ্যে থেকে চলচ্চিত্রের ডেনিসকে বেছে নেওয়ার কাজটি তাঁদের পক্ষে সহজ হয়নি।

সুপারম্যান, টারজান, হি-ম্যান, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান— এদের সবাইকেই দেখা গেছে চলচ্চিত্রে। টিনটিনকে নিয়েও ছবি হয়েছে। আর এখন ব্রিটেনে 'রেডিও ফোর' টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চারকাহিনী নিয়মিত সম্প্রচার করছে। কমিক্‌স বইয়ের টিনটিনের জনপ্রিয়তা বেতারনাটকেও বিন্দুমাত্র কমেনি। আসলে বই, চলচ্চিত্র কিংবা নাটক যা'ই হোক না কেন, কমিক্‌সের চরিত্ররা সবসময়ই সমান জনপ্রিয়। কমিক্‌স বই পাঠকদের যত সহজে আকৃষ্ট করে, তেমনটি আর কোনও কিছুই করে না। ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে মানানসই ছবিই হয়তো এই আকর্ষণের প্রধান উৎস। টিনটিনের বইয়ের ছবি এদিক থেকে সত্যিই অতুলনীয়। গল্প, ছবি এবং প্রকাশনার মান— সবদিক থেকেই হার্জে চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

*টিনটিনের ভূমিকায় রিচার্ড পিয়ার্সে : 'রেডিও ফোর'-এর বেতারনাটক*

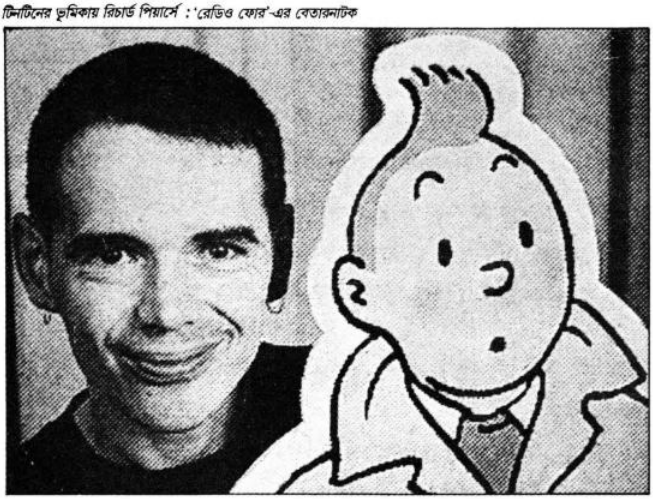

## প্রশ্ন

(১) এক বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের ৭৫ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর একগুচ্ছ ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর নাম কী ? **বিশ্বজিৎ নন্দী**, গরফা, কলকাতা।
(২) 'এ বয় উইদাউট এ বয়হুড' কার আত্মজীবনী ? **অতনু মাইতি**, ধুলিয়াপুর, মেদিনীপুর।
(৩) 'মোসেড' কোন দেশের গুপ্তচর সংস্থার নাম ? **তন্ময় রায়**, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।
(৪) 'গুয়ের্নিকা' নামে একটি ছবি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছিল। ছবিটি কার আঁকা ? **শিবেন্দু সাহা**, সন্তোষপুর, কলকাতা।
(৫) চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সাম্প্রতিকতম ছবিটি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মনোনীত হয়েছে। ছবিটির নাম বলতে পারো ? **রূপন পাল**, মডার্ন পার্ক, কলকাতা।
(৬) জাপানের গুপ্তচর সংস্থার নাম কী ? **ঊর্মি দে**, আমতা, হাওড়া।
(৭) একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক করার নজির রয়েছে কোন খেলোয়াড়ের ? **কামরুজ্জমান**, খড়্গপুর।
(৮) এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেছেন কে ? **অনিন্দিতা ভট্টাচার্য**, যাদবপুর, কলকাতা।
(৯) সমরেশ বসুর শেষ উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'-র অলঙ্করণ করেছেন কে ? **কৌশিক সেন**, নাকতলা, কলকাতা।
(১০) 'ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া' বইটি কার লেখা ? **অমৃতেন্দু রায়**, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
(১১) সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের আত্মজীবনীর নাম কী ? এর অনুলিখন কে করেছেন ? **অভিরূপা ভাদুড়ী**, নাকতলা, কলকাতা।
(১২) বিশ্বের কোন দেশে ইউরেনিয়াম প্রথম উৎপাদিত হয় ? **রথীন্দ্রনাথ দে**, কোন্নগর, হুগলি।
(১৩) সার ডন ব্রাডম্যান জন্মেছেন ২৭ অগস্ট তারিখে। ওই একই দিনে জন্মেছেন আরও এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম কী ? **নির্মলেন্দু চক্রবর্তী**, কোচবিহার।
(১৪) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ? **অঞ্জন সেন**, ভোগপুর, মেদিনীপুর।
(১৫) 'চাও-মিন' কথাটির আক্ষরিক অর্থ কী ? **রূপান্তর বসু**, বালিগঞ্জ, কলকাতা।
(১৬) প্রথম জীবনে চেয়েছিলেন চার্চের সঙ্গে যুক্ত থেকে গরিব মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করতে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনিই হয়ে উঠলেন বিখ্যাত এক চিত্রকর। জন্মসূত্রে ডাচ এই চিত্রকরের নাম বলতে পারো ? **বিশ্বদেব ভট্টাচার্য**, কাঁথি।
(১৭) 'পোলাও' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ? **রাজশ্রী দাস**, রামচন্দ্রপুর, হাওড়া।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

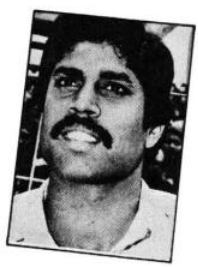

## গত সংখ্যার উত্তর

(১) গীতা মেহতা, 'এ রিভার সূত্র'।
(২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
(৩) বাঙ্গালোর।
(৪) মুসৌরির।
(৫) কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।
(৬) নাইজিরিয়া।
(৭) অস্ট্রেলিয়ার কেরি প্যাকার।
(৮) ১০ ডিসেম্বর।
(৯) দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্ড্রু হাড্‌সন।
(১০) পিটার পার্কার।
(১১) কেনিয়ায়।
(১২) কেদার ভট্টাচার্য।
(১৩) টনি মরিসনের।
(১৪) মেসোপটেমিয়া।
(১৫) সুন্দরী গাছকে।
(১৬) স্বেচ্ছাসেবক গুপ্তচর।
(১৭) পাইথন।
(১৮) অ্যাডাম স্মিথকে।
(১৯) অজিত ওয়াদেকরের।

অজিত ওয়াদেকর

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

গীতা মেহতা

কুমার শানু

**প্রশ্ন**

(১) পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সংযুক্তির সময় দুই দেশের প্রধান কারা ছিলেন ?
(২) ইজরায়েল-অধিকৃত প্যালেস্টাইনের গণ-আন্দোলন ও অভ্যুত্থানকে কী নামে ডাকা হয় ?
(৩) ১৯৮৬ সালের 'পিপ্‌ল পাওয়ার রিভোল্ট'-এ ক্ষমতা হারাতে হয়েছে কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে ? তাঁর নাম কী ?
(৪) কোন রাজনৈতিক নেতার মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য গ্রিন বুক' নামে পরিচিত তিন খণ্ডের বইয়ে ?
(৫) 'স্টার্ট' চুক্তি কাকে বলে ?
(৬) কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মগোপনকারী নেতারা 'মাউ মাউ' নামে পরিচিত ?
(৭) জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) সূচনা হয়েছিল কোন শহরে ?
(৮) সিরিয়ার শাসক পার্টির নাম কী ?
(৯) কোন দুটি দেশের সংযুক্তি ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক তানজানিয়া গঠিত হয়েছে ?
(১০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীকে একসঙ্গে কী নামে ডাকা হয় ?
(১১) কোন বিপ্লবী রাষ্ট্রনেতার প্রিয় স্লোগান 'হিস্ট্রি উইল অ্যাবসল্‌ভ মি' ?

(ক)

(খ)

(গ)


**প্রশ্ন**

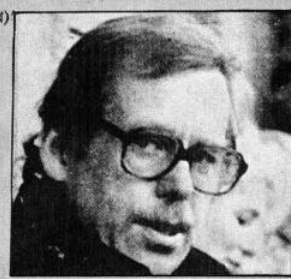

(ক) সমাজসেবামূলক কাজ ও মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য এঁকে ১৯৯২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। এঁর নাম কী ?
(খ) চেকোস্লোভাকিয়ার এই রাষ্ট্রনেতা লেখক হিসেবেও সুপরিচিত। এঁর নাম বলো।
(গ) ইনি অভিনেত্রী। পরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এঁর নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) রিগোবার্তা মেনচু। (খ) ভাক্‌লাভ হাভেল। (গ) গ্লেন্ডা জ্যাকসন।

(১২) কাশ্মিরের যে অঞ্চলটিকে নিয়ে ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সীমান্ত সংক্রান্ত বিতর্ক চলছে, তার নাম কী ?
(১৩) কোন দেশে গড়ে উঠেছে 'সান্দিনিস্তা ফ্রন্ট' ?
(১৪) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায়ই খবরের শিরোনামে উঠে আসে 'সোয়েটো'। এর পুরোটা কী ?
(১৫) কতদিন ধরে চলেছিল উপসাগরীয় যুদ্ধ ?
(১৬) ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?
(১৭) 'কমনওয়েল্‌থ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট্‌স'-এর প্রতিষ্ঠা হয় রাশিয়ান ফেডারেশনের তিনটি স্লাভিক প্রজাতন্ত্র এবং আরও দুটি দেশ মিলে। সে-দুটি কোন দেশ ?
(১৮) আন্তর্জাতিক বিচারালয় ('ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস') কোথায় অবস্থিত ?
(১৯) আধুনিককালের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কোনটি ?
(২০) লুইস টি. প্রেস্টন বর্তমানে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান ?
(২১) 'হোয়াইট হাউস ইয়ারস্‌' আর 'ইয়ার্‌স অব আপহিভ্যাল' কার জীবনী ?
(২২) পেট্রোলিয়ম রফতানিকারী দেশগুলির যে সংগঠনটি রয়েছে ('ওপেক'), তার আদি-সদস্য কোন পাঁচটি দেশ ?

উত্তর : (১) এরিখ হোনেকার এবং হেলমুট কোল। (২) ইন্তিফাদা। (৩) ফিলিপিনের রাষ্ট্রপ্রধান মারকোস। (৪) লিবিয়ার মুয়াম্মার গদ্দাফি। (৫) স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন টক্‌স, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। (৬) কেনিয়া। (৭) বেলগ্রেডে, ১৯৬১ সালে। (৮) বাথ। (৯) টাঙ্গানাইকা ও জাঞ্জিবার। (১০) বিল অব রাইট্‌স। (১১) কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো। (১২) আকসাই চিন। (১৩) নিকারাগুয়া। (১৪) সাউথ ওয়েস্ট টাউন। (১৫) ৪৩ দিন, ১৭ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১। (১৬) লি কুয়ান ইউ। (১৭) ইউক্রেন ও বেলারুশ। (১৮) নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে। (১৯) ভিয়েতনামের যুদ্ধ। (২০) বিশ্ব ব্যাঙ্ক। (২১) হেনরি কিসিঞ্জার। (২২) ভেনেজুয়েলা, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক ও কুয়েত।

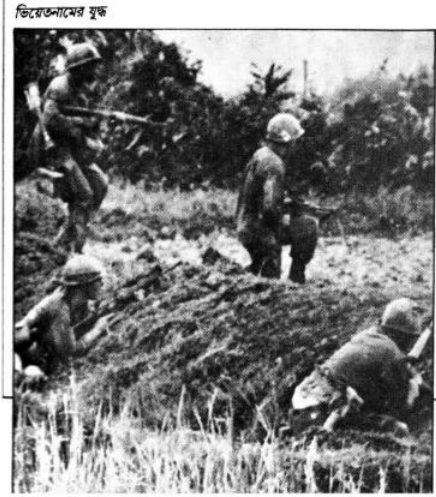

*ভিয়েতনামের যুদ্ধ*

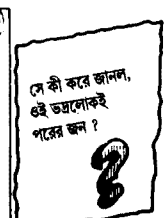

আয়নায় পড়ো ।
সমাধান করতে পারবে কি ?
কে আগে এসেছিল
রহস্যভেদী তুতুন ও মিমি
লেখা ও ছবি এম. মাস্টার্স ডি. বার্নহার্ট
বাবা বলছিলেন, মাথার চুলটা বাবুইয়ের বাসার মতো দেখাচ্ছে
সেলুনে চুল কাটাতে যাব, বিশ্রী দেখাচ্ছে
তাড়াতাড়ি যাই
সেলুনে তখন
দেখুন, কেমন লাগছে...
পরের জন !
আমি আগে এসেছি...
ওঁর পরেই আমি !
BARBER SHOP
আমি এসেছি আপনাদের দু'জনেরই আগে
11-3
কথা কাটাকাটির পর, একজন বিরক্ত হয়ে চলে গেল...
আপনারা ঝগড়াঝাটি করুন, আমি চললাম !
যাবেন না, এবার আপনারই পালা ! আমি প্রমাণ করে দিতে পারি
সে কী করে জানল, ওই ভদ্রলোকই পরের জন ?
আয়নায় পড়ে নাও
সমাধান
ধাঁধা
দক্ষিণমুখী একটি বাড়ি একজন তৈরি করেছে । জানলা দিয়ে সে একটা ভালুক দেখল । ভালুকের রং কী ?
উত্তর

# গোয়েন্দা শার্লক হোমস

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্রাঙ্ক জকোলা

# গোয়েন্দা শার্লক হোমস্

## সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্র্যাঙ্ক ডকোনা

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# টিনটিন * হার্জে

# চন্দ্রলোকে অভিযান (শেষাংশ)

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম...
রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে।
রকেট ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের মতলব হাসিল হল না।
কাগজপত্র চুরি হওয়ায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, শত্রুপক্ষ আমাদের রকেট হাতাতে চায়। প্রোফেসরকে সে-কথা বলতে উনি এমন একটা ব্যবস্থা করেন, যাতে দরকার হলেই রকেটটা আমরা ধ্বংস করতে পারি।
কিন্তু আমার সমস্ত পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হল।
ঠিক কথা।
না, প্রোফেসর, কিচ্ছু ব্যর্থ হয়নি। পরমাণু-মোটর ঠিকমতো কাজ করেছে, রকেটও চন্দ্র-পরিক্রমা করেছে, তাই না?
টিনটিনের কথাই ঠিক। কালই আমরা নতুন রকেটের কাজে হাত দেব। আর তাতে উঠেই আপনি চাঁদে যাবেন।
চাঁদে! হুররে!
দু'সপ্তাহ বাদে...
দুর, দুর, কিচ্ছু করবার নেই।
বেকার বসে আছি এখানে। কেন যে এলুম। আর ওই ক্যালকুলাসটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া।
ওহে প্রোফেসর, আর কতদিন এইভাবে বসে থাকব।
বলি, কবে আমরা চাঁদে যাচ্ছি?
সত্যি?...তুমিও?...আশ্চর্য!
আমার অবশ্য বাঁ কাঁধে ব্যথা। তোমার তো ডান কাঁধে? সেরে যাবে।
সুপ্রভাত, মিঃ ব্যাক্সটার।
সুপ্রভাত। ওটা কী? রকেটের ব্লু-প্রিন্ট?
না, না, এটা আমাদের রকেটের ব্লু-প্রিন্ট। এই দেখুন।

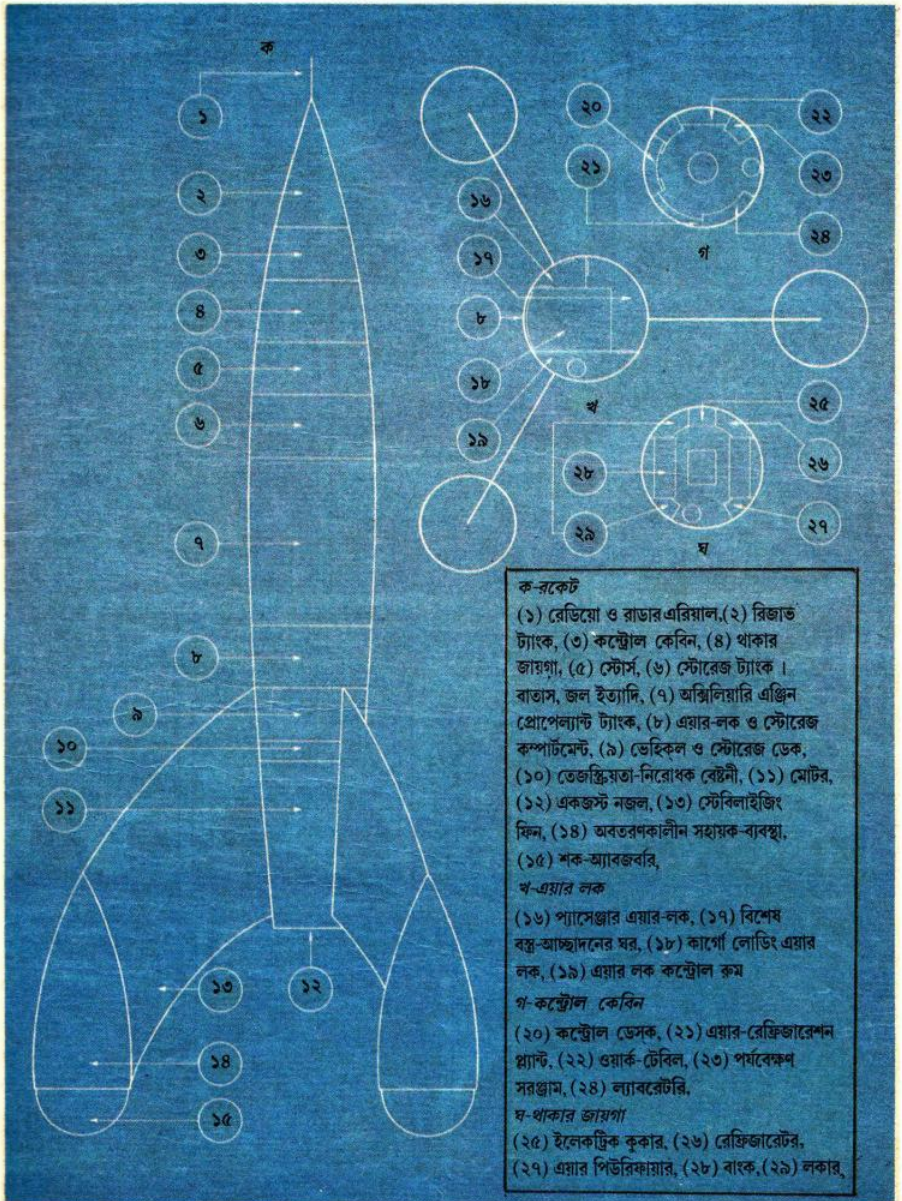


*ক-রকেট*

(১) রেডিয়ো ও রাডার এরিয়াল,(২) রিজার্ভ ট্যাংক, (৩) কন্ট্রোল কেবিন, (৪) থাকার জায়গা, (৫) স্টোর্স, (৬) স্টোরেজ ট্যাংক। বাতাস, জল ইত্যাদি, (৭) অক্সিলিয়ারি এঞ্জিন প্রোপেল্যান্ট ট্যাংক, (৮) এয়ার-লক ও স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট, (৯) ভেহিকল ও স্টোরেজ ডেক, (১০) তেজস্ক্রিয়তা-নিরোধক বেষ্টনী, (১১) মোটর, (১২) একজস্ট নজল, (১৩) স্টেবিলাইজিং ফিন, (১৪) অবতরণকালীন সহায়ক-ব্যবস্থা, (১৫) শক-অ্যাবজর্বার,

*খ-এয়ার লক*

(১৬) প্যাসেঞ্জার এয়ার-লক, (১৭) বিশেষ বস্ত্র-আচ্ছাদনের ঘর, (১৮) কার্গো লোডিং এয়ার লক, (১৯) এয়ার লক কন্ট্রোল রুম

*গ-কন্ট্রোল কেবিন*

(২০) কন্ট্রোল ডেসক, (২১) এয়ার-রেফ্রিজারেশন প্ল্যান্ট, (২২) ওয়ার্ক-টেবিল, (২৩) পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম, (২৪) ল্যাবরেটরি,

*ঘ-থাকার জায়গা*

(২৫) ইলেকট্রিক কুকার, (২৬) রেফ্রিজারেটর, (২৭) এয়ার পিউরিফায়ার, (২৮) বাংক,(২৯) লকার,

# গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ আর নয়

# জামাকাপড়ে আনুন উজালা'র চোখধাঁধানো শুভ্রতা

গৃহিনীদের জন্যে সুখবর ! বহু বছরের অক্লান্ত গবেষণার পর জ্যোতি ল্যাবরেটরীজের বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন একটি বিশেষ ফর্মূলার উপাদান। নাম, ভি + (V Plus)। আর সেই ভি + 'এরই বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে তাঁরা তৈরী করেছেন যুগান্তকারী এক তরল ফেব্রিক হোয়াইটেনার – উজালা সুপ্রীম *।



আপনার সদ্য ধোওয়া জামাকাপড়ে সাধারণ গুঁড়ো নীল ছেড়ে যায় বিচ্ছিরি দাগ।

ভি + 'এর বৈজ্ঞানিক শক্তিযুক্ত উজালা, আপনার জামাকাপড়কে করবে দাগহীন, ঝলমলে সাদা।

<u>ভি + (V Plus) কী</u> ? সাধারণ গুঁড়ো নীল জলে ঠিকভাবে মেশেনা, তাই তলানি পড়ে। পরিষ্কার ধোওয়া জামাকাপড়ে সেই তলানি ছেড়ে যায় বিচ্ছিরি দাগ। অন্যধারে ভি + ফর্মূলার উজালা নিমেষেই সমানভাবে জলে গুলে যায় এবং কাপড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গিয়ে আনে শুভ্রতার জোয়ার।

এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটা উজালা মেশান। এবার সদ্য ধোওয়া জামাকাপড় তাতে ডুবিয়ে আলতো হাতে নিংড়ে নিন। তারপর দেখুন জামাকাপড় কেমন চোখের নিমেষেই হয়ে উঠেছে চোখধাঁধানো সাদা। এবং কত সহজেই !

এরপরও কী সাধারণ ডেলা পাকানো গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ ভালো লাগবে আপনার ?




নতুন!

**UJALA**
*Supreme*
From Jyothy Laboratories

* ভি + সমৃদ্ধ উজালা সূতীর কাপড় ছাড়াও ব্লেণ্ডেড কাপড়, উলের এবং সিন্থেটিক কাপড়েও নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

Situations/ JL/01/94

দারুণ। দারুণ। তা বানানোর কাজটা কবে থেকে শুরু হবে ?
কালই শুরু হোক।
বেশ। আমি অর্ডার দিচ্ছি। সবাই আপনাকে সাহায্য করবে। কাজ চলবে চব্বিশ ঘণ্টা।
চমৎকার।
ওই আবার আসছে।
চলি, মিঃ ব্যাক্সটার।
ওহে প্রোফেসর, চাঁদে যাওয়ার আর কত দেরি ?
তেল গরম করে মালিশ করলেই ব্যথাটা চলে যাবে।
EXTER
ব্যথা নয়, চাঁদের কথা হচ্ছে।
হ্যাঁ ভাল করে মালিশ করা চাই।
ধেত্তেরি। চাঁদে যাবে কবে ?
ঠিকই বলেছি। মালিশ করো।
মাস কয়েক বাদে...
হ্যাঁ, মিঃ ব্যাক্সটার, স্পেস-স্যুটের পরীক্ষাটা ক্যাপ্টেন হ্যাডকের ওপর দিয়ে চালালেই ভাল হয়।
বাপ রে, এর ওজন তো টন-খানেক হবে।
কিন্তু চাঁদে এটাকে এত ভারী লাগবে না। মনে হবে যেন একটা হালকা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
বটে ?
চলুন, এবারে পরীক্ষা চালাই। এয়ার-টাইটনসের পরীক্ষা। কষ্ট হলেই জানাবেন, কেমন ?
এই নিন হেলমেট।
এ তো দেখছি কিম্ভূত ব্যাপার।
রেডিয়ো টেস্ট করছি। শুনতে পাচ্ছেন ?
পাচ্ছি। এবারে শুরু হোক।
বেশ, তা হলে চলি।
ধন্যবাদ।
পরীক্ষাটা শেষ হলে বাঁচি।

হ্যালো ক্যাপ্টেন, রেডি ?
রেডি ।
প্রথমেই জায়গাটাকে বায়ুশূন্য করে ফেলব । কষ্ট হলে জানাবেন, পরীক্ষা বন্ধ করে দেব ।
বেশ ।
কেমন লাগছে ক্যাপ্টেন ?
মন্দ নয় ।
তাপাঙ্ক এখন নামিয়ে দেব । আপনিও সেইসঙ্গে গরম করবার যন্ত্র চালাতে থাকবেন ।
বেশ ।
বাপ্‌স, এ যে ভীষণ ঠাণ্ডা ।
জিরোর পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে নেমেছি । একটু হাঁটাচলা করুন তো ।
এই জবরজং পোশাক পরে হাঁটাচলা করা যায় নাকি ?
?
ক্যাপ্টেন... বাঃ, দিব্যি হচ্ছে ।
চালিয়ে যান ।
তা হলেই দেখুন হাঁটা অসম্ভব নয় ।
এবারে থামতে পারেন ।
হ্যালো ক্যাপ্টেন, কী করছেন ?
নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল ঘটেছে । পরীক্ষা থামান, মিঃ উল্‌ফ ।
?

দরজাটা এখন খুলতে পারি ?
খুলুন ।
ব্যাপার কী ?
দাঁড়াও, আগে হেলমেটটা খুলি ।
?
?
?
আরে, এত ইঁদুর এল কোত্থেকে ?
ভৌ ভৌ!
যাচ্চলে, প্রথমে আমরা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিলুম । সেগুলি থেকেই গিয়েছিল ।
কিন্তু...আপনি জানালেই তো পারতেন ।
জানিয়েছিলুম, আপনারা শোনেননি ।
ইঁদুর তার কেটেছে । তোমার গলা তাই শোনা যায়নি ।
চাঁদে এমন হলেই তো চিত্তির ।
যাক, বোঝা গেল যে, এ-পোশাক বায়ুশূন্য অবস্থা ও প্রবল ঠাণ্ডার উপযোগী ।
বাঁচাও । বাঁচাও ।
ব্যাপার কী ?
?
!
?

এ তো মানিকজোড়ের গলা।
ওরেব্বাবা, ভীষণ ইঁদুর এখানে।
দেখে আসি, ব্যাপারটা কী।
দরজাটা যে নিচু সেটা খেয়াল করোনি?
তার মানে? কী বলতে চান আপনি? আমি বেখেয়ালি? একে ইঁদুর, তায় এইসব গালমন্দ। না, আমি এসব সহ্য করব না।
কিছুতেই না। চাঁদে যেতে হয়, আপনি যান, আমি যাব না। আর আমি এসব পাগলামি বরদাস্ত করতে রাজি নই।
!
কী বললে? এসব পাগলামি? তার মানে আমি পাগল? ক্ষমা চাও। এখনই ক্ষমা চাও।
আমি পাগল? তা হলে এসো আমার সঙ্গে।
আমি পাগল?
মানে আমি তো...
আমি পাগল?
তা তো, আমি বলিনি!
হঠাৎ মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গেছে।
ঠকাস

কে মারল আমাকে ?
তোমারই এরিয়াল ।
এসো এসো, আমার সঙ্গে !
আমি পাগল ?
মুখে রক্ত তুলে আমি খাটছি,
আর আমাকে বলে কিনা পাগল !
প্রোফেসর, এই পোশাকে আপনার সঙ্গীকে
তো এদিকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না ।
আমি তা হলে
ফিরে যাই ?
নিশ্চয় ঢুকবে । একশো বার ঢুকবে ।
প্রোফেসর, আমি...
আমি পাগল ?
এরাও সবাই পাগল, তাই না ?
প্রোফেসর
পাগলামির কথা
বলছেন ?
কার পাগলামি ?
মজা দেখাচ্ছি ।
এই যে এত যন্ত্র,
এত কাজ,
সব পাগলামি ?
কার পাগলামি প্রোফেসর ?
!
?!
গররর
গররর
শান্ত হোন
প্রোফেসর ।

এই হাড়ভাঙা খাটুনির নাম পাগলামি ?
এসো আমার সঙ্গে !
কিন্তু...
গুডমর্নিং প্রোফেসর । এখানে একটা সই করুন ।
প্রোফেসরকে আটকাও ।
হট যাও । কাকে পাগল বলে, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ।
আটকাও । আটকাও ।
বিনা পারমিটেই প্রোফেসরের জিপ বেরিয়ে গেছে । তাঁকে আটকাও ।
লরিটা গেলেই গেট বন্ধ করো । জিপ আসছে ।
থামুন ।
থামুন প্রোফেসর ।
কে প্রোফেসর ? আমি পাগল ।
?
ধুত । গাড়িটাও ঠিকমতো চালাতে শিখিনি ।
এসে গেছি !
?!
??
কী হে, ওটা কি পাগলে বানিয়েছে ?

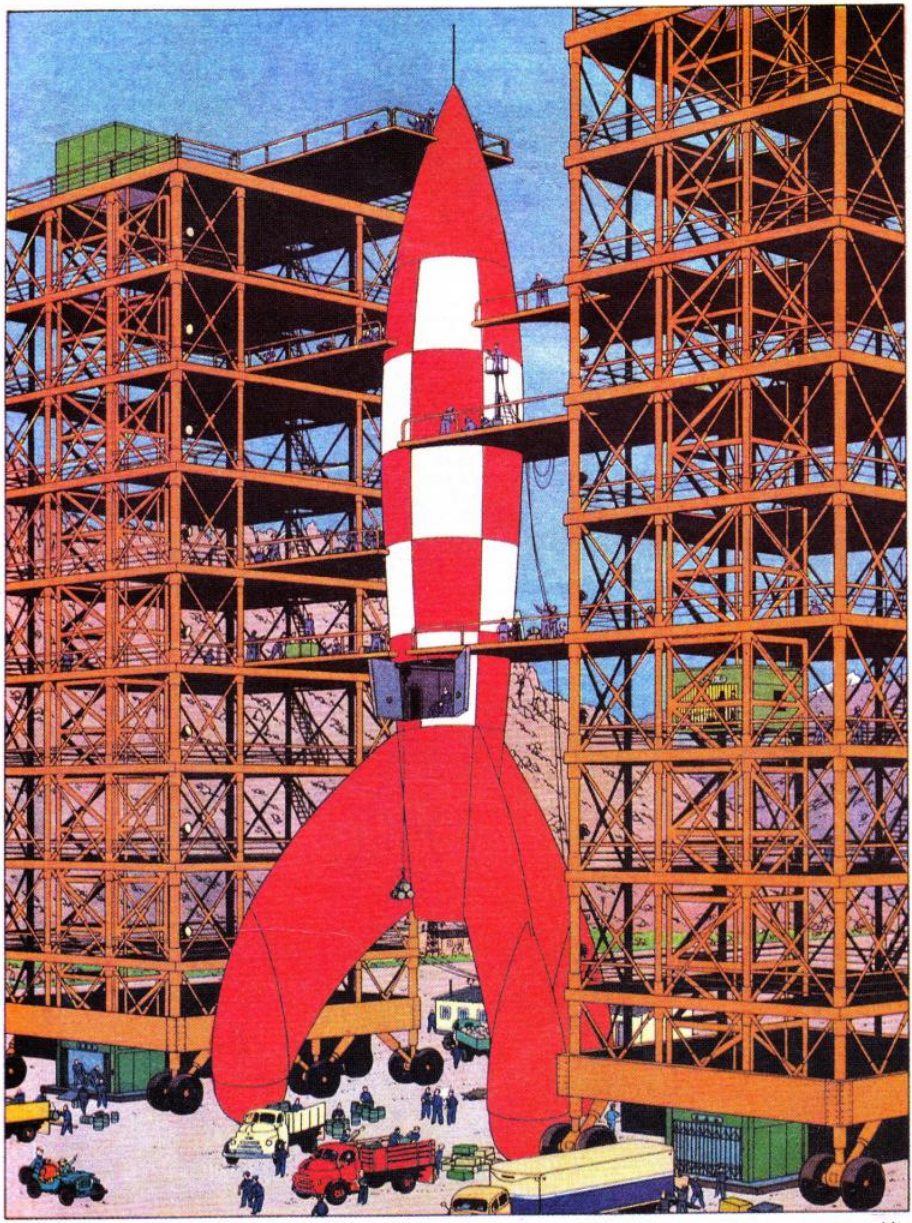

চুপ করে রইলে কেন ?
ওটা কি পাগলের বানানো ?
ওটাতেই উঠে আপনি
চাঁদে যাবেন বুঝি ?
শুধু আমি যাব না,
তুমিও যাবে ।
লিফ্‌ট ।
ক্যালকুলাসের মাথা
খারাপ হয়ে গেছে ।
ওই অত্ত বড় জিনিসটা
কখনও চাঁদে যেতে
পারে ?
অসম্ভব । অসম্ভব ।
!
পাজি । গণ্ডার । গাধা ।
নাও, দয়া করে এবারে লিফ্‌টে ওঠো ।
যাও ! ভেতরে যাও !
রাগ করছেন কেন ?
যাচ্ছিই তো ।
ওদিকে...
গুপ্তচর খবর দিয়েছে
একমাস পরে ৩
জুন ওরা রকেট ছাড়বে।

জোর বেঁচে গেছি।
উঃ, আর একটু হলেই ওর মধ্যে পড়তুম।
এইজন্যই বলি, তুমি অতি বেখেয়ালি মানুষ!
আস্তে-আস্তে নীচ নেমে এসো।
মনে রেখো, ওখানেই একটা গর্ত রয়েছে।
দরকারি যাবতীয় জিনিসপত্র এইখানে থাকবে। কী, এসব কি পাগলের কাণ্ড?
পেছনে গর্ত, খেয়াল রেখো।
চলো, আরও নীচে গিয়ে এয়ার-লকের কাজ দেখবে।
এখানেও কিন্তু গর্ত রয়েছে একটা।
এই প্যানেল থেকেই এয়ার-লক কন্ট্রোল করা হয়।
প্রোফেসর ক্যালকুলাস, এখনই ওপরে আসুন।
শুনুন।
তোমরা সব দ্যাখো। আমি এখনই আসছি।
ক্যাপ্টেন, আবার বলছি, সাবধান।
?
!

সর্বনাশ, আপনার হাড় ভাঙেনি তো ?
আরে, এ কী !
এই নিন আপনার চশমা !
খুব তো আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আপনি নিজে এত বেখেয়ালি কেন ?
কে তুমি ? সং সেজেছ কেন ?
ব্যাপার কী, সব ব্যাপারেই আমাকে এত বকছেন কেন ?
এতক্ষণে আপনাকে পেয়েছি প্রোফেসর !
দায়িত্বশীল মানুষ হয়েও এভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে আপনি বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার কী ?
তোমরা কে ? আমি কোথায় ?
? ?
তার মানে ? আপনি কোথায়, তা আপনার জানা নেই ?
প্রোফেসর, আপনি আমাদের রকেটটা দেখাচ্ছিলেন, এমন সময়...প্রোফেসর। প্রোফেসর !
মনে হয়, ওঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। এক্ষুনি মিঃ ব্যাক্সটারকে জানানো দরকার।
ক্যালকুলাসের স্মৃতিভ্রংশ ?
ডাক্তাররা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখছেন।
কী, উনি সেরে উঠবেন তো ?
হুম। হুম।
বলা শক্ত...কঠিন ব্যাপার... দেখি কী হয়...সেরে উঠতেও পারেন...আবার...
না-ও পারেন।
যে-করেই হোক ওঁকে সারিয়ে তুলুন। পরমাণু-মোটরের রহস্য একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না !
! ! ? ?

আমরা তো চেষ্টা করবই। আপনারাও চেষ্টা করুন। মানে ওঁকে খুশি রাখা চাই। কেসটা খুবই কঠিন কিনা...
দিন কয়েক পরে...
মার্লিনস্পাইকের কথা মনে পড়ে? আমাদের বাটলার নেস্টারের কথা?
ওইসব করে লাভ হবে না। ওঁকে হাসানো দরকার।
টারনটারানটারা! হুম। খবরদার!
?
হুঁশিয়ার।
ক্লিপেটিক্লপ ক্লিপেটিক্লপ
ধুত। কিচ্ছু হল না।
তাই তো!
চমক লাগালে কাজ হতে পারে!
দেখি, এইটে দিয়ে কাজ হয় কি না।
এই যে প্রোফেসর, এটা হচ্ছে একটা ক্যামেরা। আর এই দেখুন...
হাহাহাহা!
ধুত, একটুও চমকে গেল না!
কী করে যে লোকটার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়...
হাসিয়ে কিংবা চমক লাগিয়ে লাভ হল না, এখন...
?



(এর পর ৫৫ পাতায়

# অরণ্যদেব লি ফক

বাঘটাকে মারতে আমরা আপনার সঙ্গে যাব, অরণ্যদেব।
আমরা দল বেঁধে গেলে দূর থেকে আমাদের হল্লা শুনে ও পালিয়ে যাবে।
আমার সঙ্গে যাবেন অরণ্যের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান যুবরাজ ওয়াম্বো... আর যাবে ওয়ানাজ... যে বাঘটাকে শেষ দেখেছিল।

আপনারা দু'জন আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, তাই আমরা হেঁটে যাব।
ওয়ানাজ, বাঘটাকে যেখানে দেখেছিলে আর জখম করেছিলে, সেখানে নিয়ে চলো।
এমন দানো কখনও দেখিনি। ও কোথা থেকে এল?
এশিয়ায় বাঘ আছে শুনেছি... এখানে আছে শুনিনি, অরণ্যদেব।

অনেকদিন আগে এক পশুব্যবসায়ী একজাহাজ পশু নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল...
আকাশের চেহারা খারাপ।
"ওরা ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়ল।"

"নাবিকরা আর অনেক পশু ডুবে গেল..."
"অল্প কয়েকটি বেঁচে ডাঙায় উঠল।"

# অরণ্যদেব লি ফক

"অনেক বছর আগে জানোয়ার-ভর্তি একটি জাহাজ সমুদ্রের ধারে ভেঙে পড়েছিল। অনেক জানোয়ার মরেছিল... কিছু ডাঙায় উঠতে পেরেছিল...

"যেগুলি বেঁচে গিয়েছিল, তারা এক অচেনা অরণ্যে নিজেদের আবিষ্কার করল..."

ভাঙা জাহাজের সেই জানোয়ারগুলির কী হয়েছিল ?
শুনেছি তাদের খুব দুঃসময় গেছে। নতুন বন... নতুন শত্রু।
6-21

"নবাগত জানোয়ারদের মতো আমাদের জানোয়াররাও অবাক হয়ে গিয়েছিল।"

"অবিলম্বে অরণ্যের আইন চালু হল। খাও.. অথবা খাদ্য হও।..."

"এই বনের গরম কিছু জন্তুর সহ্য হল না..."

"শুনেছি দু'টি বাঘ বেঁচে গিয়েছিল। তারা আমাদের সিংহের সঙ্গে লড়াই করত। পরে তারা নিজেদের এলাকা প্রতিষ্ঠা করে।

আমি ভেবেছিলুম সব বাঘই মরে গেছে... হয়তো যায়নি... আর কত দূর ?
খুবই কাছে, হে চলমান অশরীরী।
(ক্রমশ)

# টিনটিন * হার্জে

আজ সকালে জাদুঘরের এক কর্মচারী দেখতে পায় বিগ্রহটি নেই। কর্তৃপক্ষের ধারণা চোর রাতে গ্যালারিতে লুকিয়ে ছিল, সকালে কর্মচারীরা কাজে এলে পালিয়ে গেছে। দরজা-জানলা ভাঙা নেই...
কুটুস, নৃতত্ত্ব-জাদুঘরে যেতে হবে!
ডিরেক্টর? উনি ব্যস্ত আছেন। পুলিশ এসেছে...
কাল বিকেল পাঁচটা বারো মিনিটে দরোয়ান দরজায় তালা দেয়। আজ সকাল সাতটা চোদ্দ মিনিটে বিগ্রহটি দেখতে না পেয়ে ও বিপদসঙ্কেত জানায়. ঠিক? ও কি বিশ্বাসযোগ্য?
নিঃসন্দেহে! ও এখানে বারো বছর কাজ করছে।
বিগ্রহটির নিজস্ব কোনও মূল্য নেই, ওটা শুধু সংগ্রাহকদের কৌতূহলের বস্তু...
আরে! জনসন আর রনসন!
বন্ধু টিনটিন যে!
তুমি কোনও সূত্র পেয়েছ?
আরামবায়া বিগ্রহের কোনও.... ইয়ে... নিজস্ব মূল্য নেই...সমাধান খুব সহজ...কোনও সংগ্রাহক ওটা তুলে নিয়ে গেছে।
কেউ সংগ্রহ করেছে।
কয়েক ঘণ্টা বাদে
সেই বইটা। নিশ্চয় আরামবায়া সম্পর্কে কিছু আছে।
A.J. WALKER
TRAVELS IN THE AMERICAS
LONDON 1875
শোন, কুটুস। আজ আরামবায়ার দেখা পেলুম। লম্বা, কালো, তৈলাক্ত চুলের ফ্রেমে ঘেরা কফি রঙের মুখ। হাতে লম্বা ব্লো-পাইপ, যার সাহায্যে কিউরেরি দিয়ে বিষাক্ত করা তীর ছোড়ে...।
We decided to stay there. The sun generosity and gave us a plentiful
ARUMBAYA armed with a blow-pipe
কিউরেরি!...সেই ভয়ঙ্কর ভেষজ বিষ, যা মানুষের শ্বাস বন্ধ করে! আরে! 'আরামবায়া বিগ্রহ'...এটাই তো চুরি হয়েছে!
I therefore made an accurate sketch they urged me to go
ARUMBAYA FETISH
we were very well treated. Later we
অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না কুটুস?...কুটুসের কোনও কৌতূহল নেই...ও ঘুমিয়ে পড়েছে...আমিও ঘুমোই।
পরদিন সকালে...
বাঁচাও! ভুতুড়ে কাণ্ড!
হেল্লো! হেল্লো?... হেল্লো!? আপনি বলছেন, সার?
হ্যাঁ, কে বলছেন? ফ্রেড তুমি? কী? বিগ্রহ? সে কী! এখনই আসছি...

# কানভাত্তা মূর্তি

*প্রিয় ডিরেক্টর,*
*এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছিলুম আপনার জাদুঘর থেকে কিছু চুরি করতে পারব । আমি বাজি জিতেছি, তাই বিগ্রহটি ফিরিয়ে দিলুম । আপনাদের হয়রান করেছি বলে ক্ষমা চাইছি ।*
*ইতি*
*X*

**সর্বনাশা ভুল**

আজ শিল্পী জ্যাকব ব্যালথাজারকে তাঁর ২১ লন্ডন রোডের ফ্ল্যাটে পুলিশ মৃত অবস্থায় দেখতে পায় । মনে হয় শিল্পী গ্যাস বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন । কাঠের মূর্তি তৈরিতে শিল্পীর খ্যাতি ছিল । তাঁর সৃষ্টি আদিম ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয় ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গল্প

# দলমা পাহাড়ের হাতি

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

"আচ্ছা দাদু, তুমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে, মনে করে বলতে পারো?" বরুণের প্রশ্ন শুনে দাদু কোনও উত্তরই দিলেন না, কেননা খবরের কাগজ সামনে খোলা, তার মধ্যে তিনি ডুবে আছেন। দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসা হাতির দলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সকলে কেমন নাস্তানাবুদ হচ্ছে এইসব বর্ণনা তিনি মন দিয়ে পড়ছেন, পাশে রাখা কাপে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর কোনও হুঁশ নেই।

জবাব না পেয়ে বরুণ আবার, এবারে একটু জোরে এক কথাই জিজ্ঞেস করল। এতক্ষণে দাদু তার দিকে তাকালেন। চশমা খুলে প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা এক চুমুকে শেষ করে বললেন, "যাঃ, ভুলেই গেছি একদম। কখন চা দিয়ে গেছে বউমা, আর এক কাপ পেলে মন্দ হত না। তুই এক ছুট্টে গিয়ে দেখে আসবি পটে আর চা আছে কি না?"

অধৈর্য হয়ে বরুণ বলে ওঠে, "যাচ্ছি, না থাকলে লছমনকে বলব তোমাকে এক হাঁড়ি চা দিয়ে যেতে। কিন্তু তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না তো।"

"কী কথা?" দাদু এবারে নড়েচড়ে বসে ভাল করে নাতির দিকে তাকালেন, দেখলেন তার হাসিখুশি মুখে ভাবনার ছাপ। "কী ব্যাপার বরুণবাবু, তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?"

বরুণ দাদুর আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে বলল, "তুমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে জিজ্ঞেস করছিলাম। এই নিয়ে তিনবার বলেছি। তুমি কি আজকাল কানে কম শুনছ?"

"দুটো প্রশ্ন। কোনটার জবাব আগে চাই? কার মুখ দেখে উঠেছি, না কানে কম শুনছি কি না।"

"প্রথমটা।"

"ও। এ তো খুব সহজ উত্তর। জমাদারের। যেমন রোজই দেখি। আমি যখন মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরি তখনও তো তোমাদের নাক ডাকছে সকলের। কাজেই পৌনে ছ'টায় যখন প্রথম ঘণ্টি বাজে তখন দরজা কে খুলে দেবে, আমি ছাড়া? আর দরজা খুলেই কাকে দেখতে পাব? জমাদারকে। হল তো। খুশি?"

বরুণের ভুরু তখনও কুঁচকে আছে। সে চিন্তিতভাবে বলল, "না, সবটা হল না। জমাদারকে দেখে তুমি দিন শুরু করোনি। তুমি তো পাঁচটার সময় উঠে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে গেছ। তখন রাস্তায় কারও সঙ্গে দেখা হয়নি বলতে চাও?"

হো-হো করে হেসে উঠলেন দাদু। "খুব জব্দ করেছ বরুণবাবু। সত্যিই তো! নাঃ, তোমার কাছে আমি খালি-খালি হেরে যাই।"

"দ্যাখো, তুমি কিন্তু কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। মর্নিং ওয়াকে গিয়ে প্রথম কার সঙ্গে দেখা হল।"

একটু ভেবে নিয়ে দাদু বললেন, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, প্রথম দেখা হল পার্কের কালু কুকুরটার সঙ্গে, তাকে যদি তুমি মানুষ বলে মনে করতে রাজি থাকো।"

এইবারে বরুণ একটু মুশকিলে পড়ে গেল। ঠিকই তো। কুকুরের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। কিন্তু কুকুর কি লোক? লোক মানে তো মানুষ। তবে মানুষও জীব, কুকুরও জীব। চলতে পারে।

"আচ্ছা, তারপর তোমার কার সঙ্গে দেখা হল? ভেবে বলো ঠিক করে।"

"এই তো মুশকিলে ফেলে দিলে। কালু কুকুর আমার পেছন-পেছন আসছিল। একটু পরে আর-একটা কুকুর তাকে তাড়া করল। তা হলে দ্বিতীয় নম্বর প্রাণী হল আর-একটা কুকুর।"

"আর মানুষ? রাস্তায় কি কোনও মানুষ হাঁটছিল না? কত লোকে তো তোমার মতো রাত থাকতে হাঁটতে বেরিয়ে যায়।"

"তা তো যায়। তবে তাদের সঙ্গে ঠিক মুখোমুখি দেখা কি আর হয় সবসময় ? কার পরে কার সঙ্গে দেখা হল মনে রাখা মুশকিল। কিন্তু ব্যাপার কী বরুণবাবু, তুমি যে ডিটেকটিভের মতো জেরা আরম্ভ করলে ! এবারে আমার চায়ের কথাটা ?"

বরুণ উঠে বলল, "বলে আসছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে। তুমি আবার মজুমদারদাদুর সঙ্গে আড্ডা মারতে চলে যেয়ো না।"

এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল বরুণ। বারান্দায় ততক্ষণে বেশ রোদ এসে পড়েছে। আরাম করে মোড়ায় পা তুলে দাদু আবার মন দিলেন দলমা পাহাড় থেকে ছিটকে আসা হাতির পালে। সত্যিই কী আশ্চর্য ঘটনা। একসঙ্গে অত হাতি তাদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নতুন জঙ্গলের সন্ধানে ? কে জানে তাদের মনে কী ছিল। কোনও কাগজ বলছে চল্লিশটা হাতি, মজুমদার বলছিল না পঞ্চাশটা, যাই হোক—মাঝামাঝি ধরলেও অন্তত চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। দুটো বাচ্চা আবার দলছুট হয়ে একটা চিড়িয়াখানায়, অন্যটার কী হল ? নাকের চশমাটা আর একটু ওপর দিকে ঠেলে দাদু পাঁচের পাতায় চলে এলেন। হাতিদের বাকি ঘটনাটা এখানেই আছে।

"কী চৌধুরীসাহেব, চা খাওয়া শেষ নাকি ?" বলতে-বলতে ক্যাঁচ করে গেট ঠেলে ঢুকে পড়লেন মোড়ের তিনতলার ফ্ল্যাটের মজুমদারমশাই। যিনি বরুণের দাদুর সকালবেলার বেড়ানোর সঙ্গী। তবে মজুমদার চৌধুরীর মতো অত সকালে উঠতে পারেন না, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেন্ট্রাল পার্কে এসে ওঁদের দলে যোগ দেন, কোনও-কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়লে হাঁটাই হয় না, তখন সাড়ে ছ'টা নাগাদ বরুণদের বাড়িতে হানা দেন। বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে গল্পগুজব হয়। ততক্ষণে খবরের কাগজ এসে গেলে সেই নিয়ে মতের আদানপ্রদানও হয় কিছুক্ষণ।

এই ক'দিন ধরে অবশ্য দলমা পাহাড়ের হাতি তাঁদের আসর জমিয়ে রেখেছে। হাতিদের গতিপথ তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করছেন তাঁরা, তাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল কোন দিকে হতে পারে সেই নিয়েও নানা মুনির নানা মত।

চেয়ার টেনে বসলেন মজুমদার। উৎসুক চোখে ভেতরের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন, চায়ের ট্রে নিয়ে লছমন কিংবা বউমার আগমন হচ্ছে কি না দেখবার জন্য। একটু পরেই টুংটাং আওয়াজ শোনা গেল। চায়ে চিনি মেশানো হচ্ছে তা হলে। নিশ্চিন্ত মনে মজুমদার বন্ধুর দিকে ফিরলেন।

"বলো হে চৌধুরী, তোমার হাতির পালের লেটেস্ট কী ?"

"আমার হাতির পাল হতে যাবে কেন ?"

"তবে কার হাতি ?"

"এরা তো বিহার থেকে এসেছে।"

"মোটেও না। ওদের মিনিস্টার বলছেন হাতির কোনও বেঙ্গল-বিহার নেই। হাতি যেখানে চরে বেড়ায় সেখানকার।"

"মনে করো, হাতি যদি চলে আসে এখানে, আমাদের এই গলফ্ গ্রিনে, তা হলে তা হবে আমাদের সবার হাতি। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট ?"

"এই যে চা এসে গেছে। ব্যাপার কী বরুণবাবু, আজ যে একেবারে গুড বয় ?"

এই কথা বলার কারণ বরুণ দু' হাতে দু' কাপ চা ব্যালান্স করতে-করতে বারান্দায় এসে পড়েছে। একটু চা চলকে পড়েছে প্লেটে। কিন্তু বরুণের সেদিকে নজর নেই। দুই দাদুর হাতে কাপ দুটি ধরিয়ে সে সরাসরি তার আগের প্রশ্নে চলে আসে।

"আচ্ছা দাদু, সকালে কার মুখ দেখলাম তার সঙ্গে সারাদিনের কাজকর্মের কি কোনও সম্পর্ক আছে ?"

মজুমদার সপ্রশ্ন দৃষ্টি বরুণের দিকে ফেরালেন। চৌধুরী বললেন, "সকাল থেকে আজ বরুণবাবু কোনও একটা বিশেষ ব্যাপারে খুব ভাবিত। কেবলই জানতে চাইছেন আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছি।"

"গুড কোয়েশ্চেন," বললেন মজুমদার। "তা বরুণবাবু, তুমি আজ কার মুখে দেখে উঠেছ ?"

"কার আবার, ওর মা'র। যার ঠেলাঠেলিতে ওর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

**কবিতা**

# কনখলের পথে

## সুপ্রসা রায়

হলুদ-হলুদ ফুল ফুটেছে
সবুজ-সবুজ গাছে
বলতে পারো কোন গাছটায়
সবুজ টিয়া আছে।
সবুজ টিয়া সবুজ টিয়া
ঠোঁটটি তোমার লাল
কাঁচা লঙ্কা, খেতে শঙ্কা,
লাগবে না কি ঝাল ?
সবুজ-সবুজ, অবুঝ-অবুঝ
লঙ্কা ছোট-ছোট
তার সঙ্গে চানা-মটর
শক্ত খটমট।

লেজটি তোমার লম্বা, ঝোলা
নাকটি তোমার চাপা
গান ধরেছ মিষ্টি গলায়
সা-নি, নি-ধা, ধা-পা।
মখমলের ওই জামা গায়ে
সোনার রথে-রথে
যাবেই যদি, যাও না তবে
কন্‌খলেরই পথে।

ছবি : দেবাশিস দেব

এ তো নিত্যকার ব্যাপার।" বললেন চৌধুরী।

মজুমদার বললেন, "তা হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ? নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। তাই না বরুণবাবু ? ব্যাপারটা কী, জানতে কৌতূহল হচ্ছে।"

বরুণ এবারে আসল কথায় আসে। সে বলল, "একজন লোক বলছিল কার মুখ দেখে আজ উঠেছি—ট্রেনটা ফেল করলাম। এ-কথা ও কেন বলল দাদু ?"

মজুমদার ও চৌধুরী মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। চৌধুরী বললেন, "এটা হল সংস্কার।"

"তার মানে ?"

"তার মানে বিশ্বাস, ধারণাও বলতে পারো।"

মজুমদারের মাথায় তখনও ঘুরছে দলমা পাহাড়ের হাতি, তিনি বললেন, "যেমন ধরো হাতি দেখা সুলক্ষণ।"

"সুলক্ষণ মানে ?"

"মানে ভাল কিছু ঘটবে, এই আর কি।"

"তাই কি ঘটে ?"

"গল্পের বইটইতে ঘটে আর কি। সত্যি কি আর হয় ? তা হলে তো ভাল ব্যাপার ঘটবে এই আশায় সকলেই দরজার সামনে হাতি বেঁধে রেখে দিত।"

বরুণের দাদুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় পড়া একটা রূপকথার গল্প। উনি গম্ভীরভাবে বললেন, "না হে মজুমদার, দরজায় হাতি বাঁধার অন্য অর্থও আছে। মনে নেই, চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি !"

মজুমদারের কিছুই মনে পড়ল না। কিন্তু তিনি তবু সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।" বোধ হয় ঠাকুরমার ঝুলিতে পড়েছেন বলে তাঁর আবছাভাবে মনে পড়ল। চাঁদের মা বুড়ির কথা নিশ্চয়। চাঁদের মা বুড়ি ছাড়া চরকা আবার কাটবে কে !

বরুণ কিন্তু এরকম কোনও ছড়া পড়েনি। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি, এ আবার কেমন কথা !"

তার দাদু বুঝিয়ে বললেন, "তার মানে আমি চরকা কেটে-কেটে অনেক সুতো তৈরি করে বড়লোক হয়ে গেলাম। এত বড়লোক যে, দরজায় আমার পোষা হাতি বাঁধা থাকে। হাতি পুষতে অনেক খরচ তো। সেই জন্যে।"

"আচ্ছা, মজুমদারদাদু," বরুণ জিজ্ঞেস করল, "ওই যে তুমি বললে হাতি দেখা সুলক্ষণ, ধরো যদি আমি কাল সকালে উঠেই একটা হাতি দেখতে পাই, তা হলে কি আমি অঙ্ক টেস্টে একশোয় একশো পাব ?"

চৌধুরী বললেন, "কাকতালীয় কাকে বলে জানিস ? কাকতালীয় ?"

বরুণ এরকম কথা কখনও শোনেনি। সে গম্ভীরভাবে মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়াল।

দাদু বললেন, "কাকটা উড়ে গেল আর গাছ থেকে একটা তাল পড়ল। এদের মধ্যে যতটা কার্যকারণ সম্বন্ধ, তোমার হাতি দেখা আর টেস্টে একশো পাওয়ার মধ্যেও ততটা।"

মজুমদার বললেন, "আর যে-লোকটা বলেছিল আজ কার মুখ দেখে উঠেছি, ট্রেনটা ফেল করলাম। তার মধ্যেও একই ব্যাপার।"

এতক্ষণে বরুণের মুখের মেঘ কেটে গেল। কিন্তু দাদুর কাছ থেকে তবুও তার নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। দাদু বললেন, "আজ যখন বরুণবাবু এতই গুড বয় তা হলে আরও একটু কাজ করে ফ্যালো। খালি কাপ দুটো এখান থেকে নিয়ে যাও। লছমন তো দেখলাম বাজারে চলে গেল।"

এসব কাজে বরুণের মহা উৎসাহ। অনেক সময় সে রান্নাঘরে ঢুকে সবজি কাটবার জন্যও আবদার ধরে। মা তাকে বকেঝকে বের করে দেন। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বরুণ দাদুকে বলে, "আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি দাদু। কিন্তু একটা কথা বলে রাখলাম। কাল কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যাব।"

"মাকে বলে রেখো। আর ভাল করে গরম জামা, টুপি, মাফলার জড়িয়ে নিয়ো।" উত্তর দিলেন দাদু। দুটো খালি চায়ের কাপ তুলে নিয়ে অদৃশ্য হল বরুণ।

ঘটনাটা ঘটল পরের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটায়। টিভি সেন্টারের সামনের রাস্তা শিশিরে ভেজা হয়ে আছে। হাওয়া বেশ কনকনে। পথে জনপ্রাণী নেই, কেবল বারো তলা বাড়িটার দিক থেকে দেখা গেল দুটি মূর্তি, একজন দীর্ঘকায়, পরনে ওভারকোট, হাতে ছড়ি। আর তাঁর সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলেছে বছর সাত-আটের একটি ছেলে ; তারও মাথায় টুপি আঁটা, গায়ে মোটা গলাবন্ধ সোয়েটার, মোটা ফুলপ্যান্ট। যতবার সে একটা প্রশ্ন করছে, তার মুখের থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে ধোঁয়ার চেহারা নিচ্ছে। তার পাল্লায় পড়ে আজ দাদু সেন্ট্রাল পার্কের দিকে না গিয়ে উলটো পথ ধরেছেন। তাঁদের গন্তব্যস্থল মোড়ের মিষ্টির দোকান। সেখান থেকে টাটকা গরম জিলিপি কিনে বাড়ি ফেরা হবে। দাদুর অবশ্য দোকান খোলা থাকবে কিনা এ-নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু তিনি মুখে সে-কথা

প্রকাশ না করে ভাবলেন গিয়েই দেখা যাক না। আর কিছু না হলেও একটা লম্বা হন্টন হবে। লম্বা রাস্তা, কোথাও ভাঙাচোরা নেই, কিছু দিন আগেই মেরামত হয়েছে। কাজেই মাথা নিচু না করেই হাঁটা যাবে বেশ জোর কদমে।

দাদুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে বরুণকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। তাই সে হাঁটা আর দৌড়ের মাঝামাঝি একটা চাল বেছে নিয়েছিল। আর তার মুখে অবিশ্রাম কথার খই ফুটছে।

একটু পরে দাদু বললেন, "বুড়ো হলে মুশকিলটা কী, জানো কি বরুণদাদু? একটুতেই দম ফুরিয়ে যায়। এই যে হাঁটছি এখন আমাকে মুখটি বন্ধ করে থাকতে হবে। তা না হলেই দম ফুরিয়ে যাবে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করে যাও, আমি শুনে যাচ্ছি। উত্তর সব জমা হচ্ছে। যখন বাড়ি ফিরে বারান্দায় আরাম করে বসব হাতে চায়ের কাপ নিয়ে, তখন তোমার সব প্রশ্নের জবাব পাবে।"

কথাগুলি বলার সময় দাদু দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আবছা আলোয় কেউ কারও মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দাদুর মুখ থেকে বাষ্পের মেঘ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল। দাদু এবারে হাঁটবার জন্য ছড়িটা তুলেছেন, এমন সময় দেখা গেল প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের দিক থেকে একটা কালো মেঘের মতো কী যেন খুব আস্তে-আস্তে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে।

"এটা কী, দাদু?" বরুণ জিজ্ঞেস করল।

দাদু উত্তর দিলেন না। বরুণ দ্বিতীয়বার আর প্রশ্ন করল না। দু'জনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই ক্রমশ এগিয়ে আসা পুঞ্জ মেঘের দিকে। দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্যে মেঘটা ভাল করে দেখা গেল। তার চারটে থামের মতো পা, ইয়া-ইয়া কান, মস্ত শুঁড়। হাতিটা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দু'জনের কেউই কিন্তু ভয় পেল না। দাদু তো অসমসাহসী লোক, জীবন কেটেছে আর্মিতে। কত বিপদসঙ্কুল জায়গায় কর্মজীবন কাটালেন। ভিয়েতনামের লড়াইয়ে ইউনাইটেড নেশনসের পক্ষ থেকে যখন পর্যবেক্ষক হয়ে যেতে হয়েছিল, চোখের সামনে কত বোমাবর্ষণে বড় বড় বাড়ি ভেঙে ছত্রখান হয়ে যেতে দেখেছেন। এ তো সামান্য একটা হাতি। তাও বেচারা দলছুট, দিশেহারা।

বরুণ এখনও ছোট, ভয় কাকে বলে সে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এত কাছ থেকে হাতি, তাও সে-হাতি

চিড়িয়াখানার নয়, এরকম দৃশ্য দেখে সে উত্তেজিত। তার পক্ষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠছিল।

সে একবার দাদুর জামা ধরে টান দিল। "দাদু, এ কি সেই দলমা পাহাড়ের দলছুট হাতি?"

দাদু বললেন, "মনে হয় তাই।"

"ও কি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?"

"কেন? আমরা কি ওর কোনও অনিষ্ট করেছি?"

"আমরা ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ও যদি রেগে যায়?"

ততক্ষণে হাতি বেশ কাছে এসে পড়েছে। এবারে সে কী করবে? তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? না ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর? দাদু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মন বলছিল, এ হাতি অতিশয় নিরীহ, তাকে না ঘাঁটালে সে কিছুই বলবে না, যেমন চলছিল তেমনই চলে যাবে। পালাতে চেষ্টা করার কোনও অর্থই হবে না, তা ছাড়া তাঁরা পালাতে যাবেনই বা কেন? হাবেভাবে হাতিকে মনে হচ্ছিল বেশ খুশি-খুশি। আর একটু কাছে আসতেই স্পষ্ট নাকে এল গরম ভাজা জিলিপির গন্ধ। হাতি তা হলে মোড়ের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সদ্য ভাজা গরম জিলিপিগুলির সদ্ব্যবহার করেই এদিকে পা বাড়িয়েছে। মনে-মনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি। যতই হোক সঙ্গে বরুণ আছে। তার যদি কিছু ক্ষতি করে হাতিটা, এই নিয়ে একটুও যে আশঙ্কা ছিল না, তা নয়। কিন্তু পেট ভরে জিলিপি খেয়ে খোশমেজাজে আছে জন্তুটা। সে কিছু বলবে না।

তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে, হাতি গদাইলশকরি চালে আসছিল মাঝখান দিয়ে। হঠাৎ সেই কালো পুঞ্জ মেঘ থেমে গেল, তারপর আস্তে-আস্তে মোটা থামের মতো পা মুড়ে নতজানু হল। শুঁড়টি উঁচু করে ধরল, যেন অভিবাদন করছে।

বরুণ এগিয়ে যাচ্ছিল, দাদু বারণ করলেন। বললেন, "বেশি কাছে যেয়ো না। তবে ওকে আমাদের পালটা অভিবাদন করা উচিত। এসো, আমরাও ওকে হাত তুলে স্যালুট করি।"

বরুণ তাই করল। দাদুও একটু পিছিয়ে গিয়ে ঠুকলেন মস্ত এক স্যালুট। "এসো এবারে আস্তে-আস্তে আমরা পিছিয়ে যাই। ওকে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দাও।" বললেন দাদু।

দাদুর হাত বরুণের মুঠোর মধ্যে ধরা। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো সে দাদুর সঙ্গে পিছু হটে ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

হাতি শুঁড় নামাল। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। বাতাসে আবার ভেসে এল গরম জিলিপির গন্ধ।

বরুণ বলে উঠল, "দাদু?"

দাদু বললেন, "চুপ।"

খুব ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করল হাতি। সোজা রাস্তা ধরে শিশিরভেজা চকচকে পিচের ওপর মোটা- মোটা পা ফেলে চলে যেতে লাগল সে। বারোতলা বাড়ির মোড় পেরিয়ে আরও সোজা। ক্রমে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে আনোয়ার শা রোডের দিক থেকে কোলাহলের রেশ ভেসে এল। অনেক লোকজনের ছুটোছুটি। কিছু লোক সাইকেলে করে এদিকে আসছে। কেউ দৌড়চ্ছে। কারা যেন বলছে, "পালাও, পালাও, পাগলা হাতি।"

লোকগুলো দাদু আর বরুণের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

"এই যে, আপনারা এখান দিয়ে একটা হাতিকে যেতে দেখেছেন কী?" জিজ্ঞেস করল উদভ্রান্ত চেহারার একজন।

বরুণ তাকে চিনতে পারল, সে মিষ্টির দোকানে কাজ করে।

"কী বললেন?" দাদু পালটা প্রশ্ন করলেন তাকে?

"হাতি, হাতি!" হাঁফাচ্ছে তখনও লোকটা। "এখান দিয়ে একটা হাতি যেতে দেখেছেন?"

"আজ্ঞে না।" দাদু কঠিন গলায় উত্তর দিলেন, "অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। কোনও হাতি কিংবা বাঘ এই পথ দিয়ে যেতে দেখিনি।"

*ছবি : দেবাশিস দেব*

ধারাবাহিক উপন্যাস

# মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

বিমল কর

পরের দিন ত্রিবেদীজি আমাদের বাসে উঠিয়ে দিলেন। তখন সকাল আট সওয়া আট। ওঁর কী মনে হয়েছিল কে জানে, বাসের মাথায় দুটো সাইকেলও চাপিয়ে দিয়ে বললেন, বাস থেকে নেমে আমরা যেন সাইকেল করে কাথগড়ের দিকে যাই। পায়ে হাঁটার চেয়ে সাইকেলে যাওয়াই সুবিধের হবে। ফেরার সময় দেরি হয়ে গেলেও সাইকেল থাকলে সময়মতন বাস ধরার জায়গায় পৌঁছতে পারব।

"বাবুজি, টাইম খেয়াল রাখবেন। চার সোয়া চার। বাস পাঁচ-দশ মিনিট খাড়া থাকবে আপলোগকো উঠাবার জন্যে। দেরি হলে বাস আর খাড়া থাকবে না। আগর বাস ছুটে যায় তো আপলোগ আর ফিরতে পারবেন না।"

আমরা মাথা হেলিয়ে বললাম, বুঝেছি। ফিরতে না পারলে বিপদ। রাত কাটাবার জায়গা পাব না। বনে-জঙ্গলে গাছতলায় পড়ে থাকতে হবে। বাঘ-সিংহ না থাক, বুনো শেয়াল-কুকুর, সাপখোপ তো থাকবেই। বিশেষ করে সাপ। এখনও এদিকে বর্ষা ফুরোয়নি। সাপখোপের দল মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো।

বাস ছেড়ে দিল।

আজ আর বাদলার কোনও চিহ্ন নেই। আকাশ পরিষ্কার। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; শরৎকালের মেঘ যেমন হয় সেইরকমই। তবে আমাদের বাংলাদেশের শরৎ এখানে কোথায় দেখতে পাব। এ যে একেবারে পাহাড়ি জায়গা, গাছপালার দেশ। গাছগুলোও কী বিরাট, যেন কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা ছড়িয়ে। পাথুরে পথ। বাসরাস্তা অবশ্য পিচের। গর্তটর্ত বেশি নেই মনে হয়—কেননা ঝাঁকুনি লাগছিল না।

সকালে স্নান সেরে, রুটি, ভাজি, দুধ-চা খেয়ে আমরা বেরিয়েছি। দুপুরের আগে খিদে পাওয়ার কথা নয়। ত্রিবেদীজি দুপুরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে পরোটা আর আলুর তরকারি। পুদিনার চাটনিও খানিকটা। শালপাতায় মোড়া কয়েকটা লাড্ডু। জলের ফ্লাস্ক তো আমাদের আছেই।

আনন্দর কথামতন আমরা খানিকটা সেজেগুজেই বেরিয়েছি। মানে, বর্ষাতি নিতে ভুলিনি; কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে টুকিটাকি অনেক কিছুই আছে: টর্চ, ছুরি, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, একটা মামুলি বায়নাকুলার, ক্যামেরা। ক্যামেরাটা আনন্দর। সে ভাল ফোটো তুলতে পারে। আমাদের সাজগোজও টুরিস্টদের মতন। জিন্‌সের প্যান্ট, গায়ে জ্যাকেট। পায়ে ক্যাম্বিসের বুটজুতো।

বাসের যাত্রীরা আমাদের দেখছিল। ওদের মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ, দেহাতি ধরনের। পাঁচ-সাতজন বোধ হয় আধা-শহুরে। তাদের চোখমুখ, বেশবাস, মুখ ভরতি পান-জরদা আর কথাবার্তা থেকে তাই মনে হয়।

আমরা দুটি বাঙালি ছোকরা হাল ফ্যাশানের সাজগোজ করে কোথায় চলেছি জানার জন্য তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হল, ওদের চলতি হিন্দি আর মুখের বুলি আমরা সব বুঝতে পারছিলাম না। নিজেদের কথাও বোঝাতে পারছিলাম না। তবু কথাবার্তা হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই।

এক ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেন নিজের, নাম বললেন, শিবলাল, বেশ আলাপী।

তাঁর সঙ্গে কথায়-কথায় জানতে পারলাম, মন্দারগড় বলে কোনও জায়গা এদিকে নেই। তিনি অন্তত জানেন না। কাথগড় অবশ্য আছে। আছে আরও অনেক গড়। তবে নামেই গড়, পুরনো গড়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। দু-একটা গড় ভাঙাচোরা অবস্থায় এখনও পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে মানুষজন থাকে না।

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি? কী-বা উদ্দেশ্য আমাদের।

আনন্দ চালাক ছেলে। চটপট বলল, আমরা কলকাতায় একটা সার্ভে অফিসে কাজ করি। অফিসের কাজে যাচ্ছি। কিছু খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যাব।

শিবলালজি বিশ্বাস করে নিলেন কথাটা। বললেন, "পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এদিকে একবার ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি তেমন বেশি না হলেও একটা জায়গা একেবারে ধসে পাতালে চলে গিয়েছিল। প্রায় সিকি মাইল মতন হবে সেই পাহাড়ি জায়গাটা। লোকে বলাবলি করত, কামান দাগার মতন ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গিয়েছিল। গোটা একটা দিন ওই জায়গাটা থেকে।"

আমরা কথাটা শুনলাম; তেমন কান করলাম না। কবে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এদিকে ভূমিকম্প হয়েছিল সে-গল্প শুনে লাভ কিসের!

একটা জায়গায় এসে বাস থামল।

আমাদের দু'জনকে নামতে হবে। এখানে নেমেই যেতে হবে কাথগড়ে। বাসের দুই কণ্ডাক্টর, একজন প্রায় ভীমের মতন মোটাসোটা, অন্যজন রোগা পাতলা—আমাদের সাইকেল নামিয়ে দিল বাসের মাথা থেকে।

সাইকেল নামিয়ে দিয়ে মোটা বলল, চারটের মধ্যে যেন ফিরে এসে এখানে দাঁড়াই।

বাস চলে গেল।

যে-জায়গাটায় আমরা নামলাম তার কাছাকাছি কোনও লোকবসতি নেই। দেখতে তো পেলাম না। তবে রাস্তার পাশে একটা ছাউনি মতন আছে। কয়েকটা কাঠের খুঁটি, মাথার ওপর পাতার ছাউনি। রোদে-জলে পাতাগুলো পচে গিয়েছে। ওরই হাত কয়েক তফাতে একটা পাথর, মাটির মধ্যে পোঁতা। পাথরের গায়ে

**শব্দসন্ধান** দেবসেনাপতি

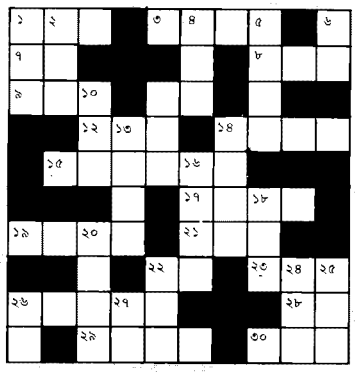

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ■ | ৩ | ৪ | | ৫ | ■ | ৬ |
| ৭ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ৮ | | |
| ৯ | | ১০ | ■ | | | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ১২ | ১৩ | | ■ | ১৪ | | | |
| ■ | ১৫ | | | | ১৬ | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | | ■ | ১৭ | | ১৮ | | ■ |
| ১৯ | | ২০ | | ■ | ২১ | | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ২২ | | ■ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | | | ২৭ | | ■ | ■ | ■ | ২৮ | |
| | ■ | ২৯ | | | | ■ | ৩০ | | |

**সঙ্কেত : পাশাপাশি :** (১) বাছুর। (৩) নিরন্তর। (৭) যা পাকানো আমাদের স্বভাব। (৮) ইন্দ্রের উপবন। (৯) যেখানকার লেখা চোখের জলেও মোছে না। (১১) যা মেটানো কঠিন কাজ। (১২) মানুষের ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘ। (১৪) ধনুক। (১৫) অতি বিনয়ী। (১৭) কুৎসা। (১৯) অতি অল্পকাল। (২১) যা টেকসই নয়। (২২) উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে যে পাশেই থাকে। (২৩) সুন্দর। (২৬) 'পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান উর্ধ্বে বিমান—।' (২৮) হাসতে-হাসতে পেটে যা ধরে। (২৯) নিকষার জ্যেষ্ঠ পুত্র। (৩০) একদা প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের আসল মালিক।

**উপর-নীচ :** (১) শিশুর এই অঙ্গ চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়। (২) জলে ডুবে মরতে হলে যার সঙ্গে দড়ি দরকার। (৪) স্বদেশের বিপরীত। (৫) বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ। (৬) প্রাণের চেয়েও যা বড়। (১০) অভাবে যা ছিন্ন, মলিন হয়। (১১) আশ্চর্য। (১৩) মোহ, মায়া ও মমতার বন্ধন। (১৪) পদ্ম। (১৬) বসন্তে বৃক্ষশাখার শোভা। (১৮) বুদ্ধির অভাবে যা হতে হয়। (২০) নিন্দা। (২২) বিচ্ছেদের শেষ। (২৪) কলম থাকলেই যা হওয়া যায় না। (২৫) ডেকে পাঠানো। (২৬) দায়িত্ব। (২৭) অবস্থা।

*গত সংখ্যার সমাধান*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প | র | লো | ক | ■ | সা | জ | ■ | বে | দে |
| দ | ম | ■ | ম | ন্ব | ন্ত | র | ■ | ■ | বা |
| ■ | ণী | ■ | লা | ■ | ■ | জ | ম | কা | ল |
| ছ | য় | লা | প | ■ | এ | র | ণ্ড | ■ | য় |
| বি | ■ | ■ | তি | ল | ক | ■ | প | ■ | ■ |
| ■ | ■ | কা | ■ | লা | টি | ম | ■ | ■ | য |
| ঘ | ■ | ম | লা | ট | ■ | ধু | ম | ধা | ম |
| র | ক্ত | রা | গ | ■ | ■ | সূ | ■ | রা | ■ |
| মু | ■ | ■ | স | ভা | স | দ | ■ | ধ | রা |
| খো | দ | ■ | ই | ট | ■ | ন | ব | র | স |

আলকাতরা দিয়ে একটা চিহ্ন আঁকা। বোঝা গেল, কাথগড়ে যাওয়ার নিশানা এটা।

আনন্দ ঘড়ি দেখল। বলল, "ন'টা বাজল। তোর ঘড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নে। টাইমের গোলমাল হয়ে গেলে চারটের মধ্যে ফিরতে পারব না।"

আমি আমার হাত-ঘড়ি দেখলাম। সময় ঠিকই আছে।

"নে, তা হলে সাইকেলে উঠে পড়।"

"আগে খানিকটা হাঁটা যাক। পা ছাড়িয়ে নি। পরে সাইকেলে উঠব।"

"বেশ, চল।"

আমরা সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে হাঁটতে লাগলাম।

কাথগড়ের রাস্তা পাকা নয়। তবে এদিককার মাটি শক্ত, রুক্ষ আর পাথুরে বলে কাঁচা রাস্তাও পাকার মতন মনে হয়। ত্রিবেদীজি বলেছেন, মেলার সময় বাস, ট্রেকার, বয়েলগাড়ি, মায় জিপ পর্যন্ত এই রাস্তা ধরে কাথগড় পর্যন্ত যায়। যায় যে, বুঝতে আমাদের কষ্ট হল না। খুব চওড়া না হলেও গাড়ি যাওয়ার মতন চওড়া তো বটেই রাস্তাটা।

গাছ আর গাছ, দু'পাশে শুধু গাছ। মাঝে-মাঝে ফাঁকা। আশেপাশে তাকালে উঁচু-নিচু পাথরছড়ানো মাঠ চোখে পড়ে। মাঠের মধ্যে ঝোপ। এখানে শালগাছও চোখে পড়েছিল। মহানিম আর কাঁঠালগাছও। বাকি গাছটাছ চিনতে পারছিলাম না। পাখিও ডাকছিল। রোদ চড়ে উঠল ক্রমশ।

আরও একটু এগিয়ে আমরা সাইকেলে উঠলাম।

আনন্দর একটা হাঁটুতে চোট ছিল, আগেই বলেছি। তাতে অবশ্য তার সাইকেল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

যেতে-যেতে আনন্দ বলল, "কৃপা, ধর্মশালাটা যদি খোলা পাই, দারুণ হবে!"

আমি বললাম, "যদি পাই—! পাওয়ার তো আশা নেই।"

"বাই চান্স যদি পেয়ে যাই।"

"পেলে ভাল।"

"পাঁড়েজিকে পেয়ে যাব।"

"ত্রিবেদীজি তো বললেন, পাঁড়েজি এ-সময় থাকে না। ধর্মশালাও বন্ধ থাকে।"

আনন্দ মজা করে বলল, "পাইলেও পাইতে পারি পাঁড়েজি রতন। লাক্! কৃপা, জাস্ট লাক্।"

রাস্তার বেশিরভাগটাই চড়াই। সাইকেল নিয়ে চড়াই উঠতে খানিকটা কষ্টই হচ্ছিল। অভ্যেস তো নেই। তার ওপর আশপাশ দেখতে-দেখতে এগুচ্ছিলাম। সময় নষ্ট হচ্ছিল। তা হোক। সারা দুপুর পড়ে রয়েছে, কত আর সময় নষ্ট হবে! আনন্দ দু-চারটে ফোটো তুলল।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম। জায়গাটা যদিও পাহাড়তলি, গাছপালায় ভরতি, মাঝে-মাঝে ফাঁকা জমি, মাঠ, তবু ওরই মধ্যে কোথাও-কোথাও এমন এক-একটা গভীর ঝোপজঙ্গল চোখে পড়ে যে, মনে হয়—ওই ঝোপের মধ্যে আলোও ঢোকে না। অন্ধকার ছাড়া সেখানে কিছু নেই।

শেষপর্যন্ত ধর্মশালাটা পাওয়া গেল।

কাছে গিয়ে সাইকেল থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। রোদ খুব চড়া। জঙ্গলের বাতাসও দিচ্ছিল।

ধর্মশালার বাড়িটা দেখতে কালো। পাথরের বাড়ি। মাথার ওপর টিনের ছাদ। চারপাশে ভাঙাচোরা পাঁচিল। সদরের মুখেই

কুয়া। সদর খোলা ছিল। পাঁচিলের গায়ে বুনো গাছ, আতা ঝোপ, করবীফুলের ঝাড়।

সদর খোলা দেখে আনন্দ অবাক হয়ে বলল, "কৃপা, দেখছিস! সদর দরজা খোলা।"

আমরা সাইকেল দুটো সদরের পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। পাথর-বিছানো চাতাল। তিনদিক ঘিরে ছোট-ছোট কয়েকটা ঘর। ঘরের গা-লাগানো বারান্দা। সরু।

আনন্দ হাঁক ছিল, "কোই হ্যায় জি?"

বার-দুই হাঁক দেওয়ার পর কে একজন গুহার মতন এক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খালি গা, পরনে খাটো আধময়লা ধুতি, মোটা এক পইতে ঝুলছে গলায়।

লোকটা কাছে এসে আমাদের দেখল। রীতিমতন অবাক হয়েছে।

আনন্দ বলল, "আপহি মালুম পাঁড়েজি!"

লোকটা ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, সে পাঁড়েজি!

আমরাও কি কম অবাক! পাঁড়েজির তো এ-সময় থাকার কথা নয়। ধর্মশালা বন্ধ। তবু সে কোথা থেকে হাজির হল!

আনন্দ আলাপী ছেলে। চট করে লোকের মন ভোলাতে পারে। হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "আমরা ত্রিবেদীজির কাছ থেকে আসছি। ত্রিবেদী বলেছিলেন, ধর্মশালা এখন বন্ধ থাকে, পাঁড়েজিকে বোধ হয় পাব না। তা আমাদের ভাগ্য ভাল, পাঁড়েজিকে পেয়ে গেলাম।"

পাঁড়েজি বলল, ত্রিবেদীজি ঠিকই বলেছেন, এ-সময় সে থাকে না। তবে আজ দু-তিনদিন হল পাঁড়েজি এখানে এসেছে। সঙ্গে এক সাথী। নাম লালা। এই ধরমশালাতেই কাজ করে। ধরমশালার মালিক তাকে পাঠিয়েছে। থোড়া বহুত কাম আছে এখানে। সারাইওরাই হবে। দু-একদিনের মধ্যে মিস্ত্রি-মজুর আসবে মালিকের কাছ থেকে, মালপত্র আসবে লরি করে। বিশ-বাইশ দিন কাম হবে এখানে। পাঁড়েজিকে আসতেই হল।

আনন্দ হাসিমুখে বলল, "ত্রিবেদীজি তো জানতে পারলেন না? পাঁড়েজির সঙ্গে দেখা হয়নি?"

দেখা হওয়ার কথা নয়। পাঁড়েজি তো কটোরাঘাট হয়ে আসেনি এবার। উলটো পথে এসেছে, মাধোপুর দিয়ে।

"আপলোগ কোন্ মুলুক থেকে এসেছেন, বাবু? বাংলা?"

"বাংলা।"

"মন্দির দেখতে এসেছেন?"

"না।"

"তব্?"

আমি বললাম, "জরুরি কামে এসেছি, পাঁড়েজি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ত্রিবেদীজি আমাদের পাঠিয়েছেন। একটা খাতা আপনি ত্রিবেদীজিকে দিয়েছিলেন। খাতাটা আমার বড় দাদার। আমি..."

পাঁড়েজি কী বুঝল কে জানে! মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। পরে বাতচিত হবে। এখন পাঁড়েজি স্নানে যাচ্ছে। আমরা আপাতত খানিকটা জিরিয়ে নিই।

পাঁড়েজি একটা দড়ির খাটিয়া বার করে আনল কোথা থেকে। ছায়ায় রাখল। বসতে বলল। লালাকে দেখতে পেলাম না। তবে একটা নেকড়ে বাঘের মতন কুকুরকে দেখতে পেলাম। ধর্মশালার পোষা কুকুর হয়তো।

একপক্ষে ভালই হল। আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। খানিকটা জিরিয়ে নেওয়াই ভাল।

আনন্দ তার ঝোলা থেকে টিফিন কেরিয়ারের বাটি, শালপাতায় মোড়া খাবারদাবার বার করল।

"নে, খেয়ে নে। আগে জল দে। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।"

জলের ফ্লাস্ক বার করলাম আমি।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাইরে গেলাম।

কুয়াতলায় দড়ি-বালতি পড়ে ছিল। জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। চমৎকার জল।

আনন্দ সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

আমরা আবার ভেতরে এসে দড়ির খাটিয়ায় বসলাম।

পাঁড়েজি এল ঘণ্টাখানেক পরে। স্নান-খাওয়া সেরে এসেছে।

খাতার কথাটাই তুললাম প্রথমে। কেমন করে খাতাটা আমার কাছে গেল, আর কেনই-বা আমরা এখানে এসেছি, বললাম পাঁড়েজিকে।

সব শুনে পাঁড়েজি বলল, "এই ধর্মশালায় এক বাঙালিবাবু কিছুদিন ছিলেন। দেড়-দু' হপ্তা। তারপর একদিন উধাও হয়ে যান, আর ফেরেননি।"

"কতদিন আগে তিনি ছিলেন এখানে?"

"পিছলা সালমে।"

"কেমন দেখতে ছিলেন?"

পাঁড়েজি বর্ণনা দিল বাঙালিবাবুর।

বড়দার চেহারার সঙ্গে মিলে গেল বর্ণনা। দাড়িগোঁফ রেখেছিল বড়দা—সেটা অনুমান করা যায়।

আনন্দ বলল, "পাঁড়েজি—বাঙালিবাবু কিছু বলতেন? মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার কথা?"

পাঁড়েজি কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "জি! আপনা খেয়ালে বলতেন। বাবু বলতেন, আট-দশ মাইল দূর মে একটা আজব জায়গা আছে। আমরা বাবু জানি কোই গড়ওড় নেহি উধার। মাগর, বহুত ভারী জঙ্গল আছে। এক তালাও ভি আছে।"

আনন্দ বলল, "জায়গাটার নাম কি মন্দারগড়!"

"মাহিনদাগড়। আমি উধার যাইনি বাবু। কোই যায় না।"

"কেন?"

"বহুত খারাপ জায়গা। যো যায় ও আর ফেরে না।" (ক্রমশ)

*ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

প্রিমিয়াম
কম ভরুক...

... অথচ আপনার পরিবারকে রাখুন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, বীমা সন্দেশ-এর কল্যাণে !

হ্যাঁ, বীমা সন্দেশ পলিসিহোল্ডারকে অন্যান্য পলিসির তুলনায় কম প্রিমিয়াম ভরতে হয়। অথচ তাঁর পরিবারের সম্পূর্ণ সুরক্ষা সুনিশ্চিত।

পলিসিহোল্ডারের অসময়ে মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার পাবেন পুরো বীমাকৃত রাশি। পলিসি পরিপক্ক হলে পলিসিহোল্ডার পাবেন তাঁর দেওয়া পুরো প্রিমিয়ামরাশি (দুর্ঘটনা বীমার প্রিমিয়াম বাদে)।

**বীমা সন্দেশ পলিসির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :**

● বাড়তি প্রিমিয়াম দিলে মূল বীমাকৃত রাশির সমান দুর্ঘটনা বীমার সুবিধাও পাওয়া যায় ● ন্যুনতম বীমা-রাশি টা. 10,000/- ● পলিসির মেয়াদ 5 থেকে 25 বছর পর্য্যন্ত।

বীমা সন্দেশ

আরো জানতে হলে আপনার এল.আই.সি. এজেন্ট বা কাছের এল.আই.সি. শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া**

R K SWAMY/BBDO LIC 2732 BN

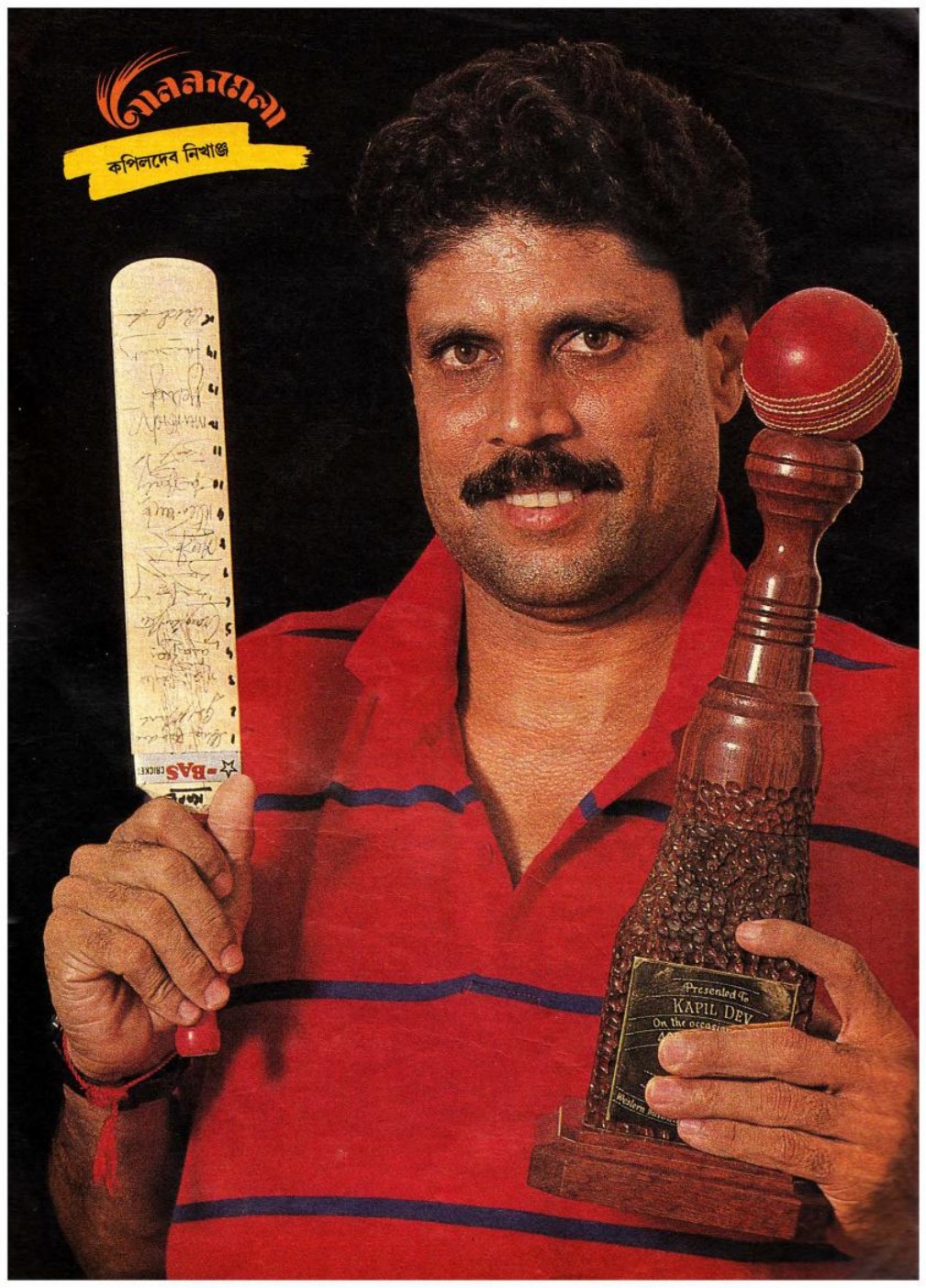

আনন্দমেলা
কপিলদেব নিখাঞ্জ
Presented to
KAPIL DEV
On the occasion

# ফ্রস্ট-ফ্রীডম গতিবেগ

# এবার সবার আগে-আগে।

আজকের যুগের অত্যাধুনিক টেকনোলজি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য এক বিশেষ শ্রেনীর সূক্ষ্ম রুচিবোধ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কয়েকজনের মতে যেমন 'ফ্রস্ট-ফ্রী' মানেই হ'ল 'আর ডিফ্রস্টিং নয়' — এর বেশী কিছু না।

*নতুন গোদরেজ মেগা ফ্রস্ট-ফ্রী কিন্তু আরো অনেক বেশী উন্নত। এতে আছে বিশেষ* ***বায়ু-সঞ্চালন*** *পদ্ধতি, যা ঘূর্ণায়মান পাখার হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে, ফলে ফ্রীজারটি আপনা- আপনিভাবেই ডিফ্রস্ট হওয়ার আশ্বাস বহন করে। মেগা ফ্রস্ট-ফ্রীতে আছে চারটি বিভিন্ন তাপমাত্রার বিভাজন, যা খাবারদাবার মজুদ রাখায় বিশেষত্ব আনে। একইসঙ্গে এটি উপস্থিত করে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যগুণ, যা আপনার মত মানুষের কথা ভেবেই বিশেষভাবে তৈরী, ঘর সামলানোর বিষয়ে যাঁদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আধুনিক, এবং চাহিদাও অনেকগুণ বেশী। সেইজন্যে, আপনাদেরই চাহিদাপূরণ করতে এসেছে 'ফ্রস্ট-ফ্রীডম' — খাবার মজুদ রাখা আর রেফ্রিজারেশনের জগতে এক সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ।*

***জমানো খাবার রাখে টাটকা ক'রে, আরো বেশীদিন ধরে***

এর বড়সড় ডীপ ফ্রীজার-এ রয়েছে এক বিশেষ **কুইক ফ্রীজিং সেকশন** (চটজলদি জমানোর বিভাগ) আর একটি **আইস সার্ভার** (বরফ জমানোর সার্ভার), যা স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফের কিউব জমায়, কত অল্প সময়ে।




***পুদিনা পাতা বা পুডিং-পায়েস, সবই থাকে টাটকা-সরেস***

মেগা ফ্রস্ট-ফ্রী'তে আছে সবকিছুই **সমানভাবে ঠাণ্ডা রাখার** সুবন্দোবস্ত, তার মানে ক্রিস্পারে রাখা পুদিনার পাতাগুলি যেমন তরতাজা থাকে, ওপরের শেলফের পুডিং বা পায়েসও এটি তেমনই টাটকা রাখে।




## ফ্রস্ট ফ্রীডম

## জীবনে মুক্তির নতুন স্বাদ আনে

***এতে মজুদ রাখা যায়, মন যেমন খুশী চায়***

মেগা ফ্রস্ট-ফ্রী-র রেফ্রিজারেটর কম্পার্টমেন্ট-এ যে শেলফ-স্পেস রয়েছে, তা যদি অন্যান্য মাল্টি-ডোর রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে তুলনা করতে চান, তাহলে দেখবেন এতে অনেক বেশী জায়গা আছে। হাজার হোক, এটিই তো রেফ্রিজারেটরটির সবচেয়ে বেশী ব্যবহারের অংশ। এটি কি ছোট হলে চলে, আপনিই বলুন? এছাড়া, এর পছন্দমত অদলবদল করার উপযুক্ত শেলফগুলি এবং বিশেষ **স্লাইড অ্যাণ্ড ফোল্ড ফ্লেক্সি-শেলফ**-টি আপনাকে সবরকমের জিনিসপত্র




সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পুরোপুরিভাবে সাহায্য করে। **চিল্ড কেস**-টি কেটে রাখা ঠাণ্ডা জিনিসগুলি সরেস আর তাজা রাখে। তারপর আছে বোতল রাখার র‍্যাক, যেগুলি সহজে হেলানো যায়। ছোটখাটো জিনিসপত্র রাখার জন্যে আছে একটি **মিনি-শেলফ**। সেইসঙ্গে এক অভিনব সেপারেটর ট্রে সমেত একটি বড়সড় ক্রিস্পারও রয়েছে, যেখানে শাকসব্জিগুলি নিখুঁতভাবে রাখা যায়।

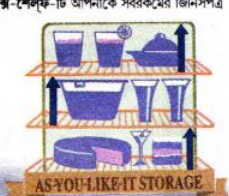

***আবহাওয়া পরিবেশের অনুকূলে তৈরী ট্রপিক্যালাইজড্ রেফ্রিজারেটর***

ভারতের সর্বচেয়ে বেশী বা কম তাপমাত্রার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই ক'রে মেগা ফ্রস্ট-ফ্রী বিশেষভাবে ট্রপিক্যালাইজ্ করা।

***নতুন স্নিগ্ধ আকারে, সবার নজর কাড়ে***

মেগা ফ্রস্ট-ফ্রী সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন স্টাইলে গড়া, অত্যাধুনিক ডিজাইনে মোড়া। আর এর কোণাগুলি সুগোল আকারে তৈরী করা। এটি পাওয়াও যায় অনুপম প্যাস্টেল শেড-এর বাহারে, যা সবার মন জয় করে।

***অদলবদল করার সবিশেষ অফার***

এই বিশেষ অদলবদল করার অফারটির দৌলতে আপনার পুরানো রেফ্রিজারেটরটির পরিবর্তে আপনি পেতে পারেন




'ফ্রস্ট-ফ্রীডম' — চিরজীবনের জন্যে।

জীবনে ফ্রস্ট ফ্রীডম-এর অনাস্বাদিত স্বাদ উপভোগ করুন। দেখবেন, এবার শেক্সপীয়ারের সাহিত্যে, কবিগুরুর গানে আর ঘরে জমানো হিমশীতল ক্যারামেল কাস্টার্ড-এর সুমধুর আবেশে হারিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত সময় রয়েছে আপনার হাতে।

Godrej®

Mega FrostFree

Puf সজ্জিত

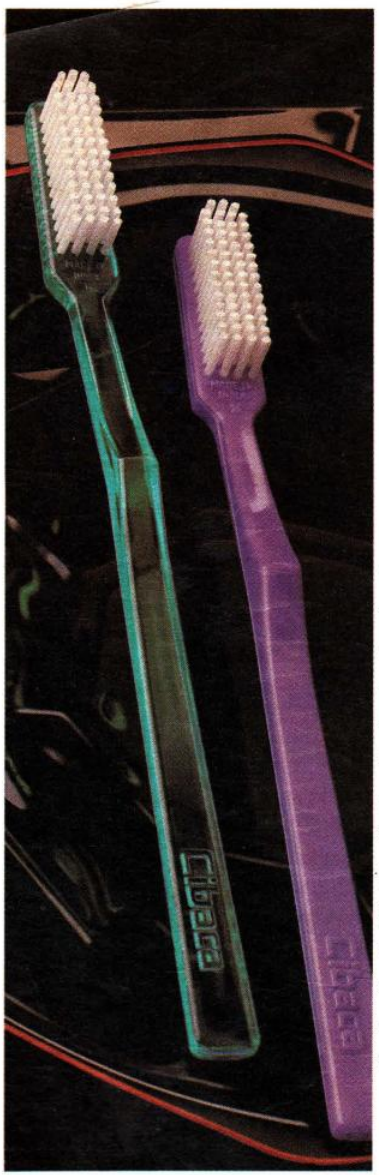

# কত শিগ্‌গির
# ছেৎড়ে গিয়ে খারাপ হবে
# আপনার
# টুথব্রাশের
# ব্রিস্‌ল ?

সাধারণ নাইলন
ব্রিস্‌লওয়ালা ছেৎড়ে যাওয়া
টুথব্রাশ - ২ মাস পরে

টায়নেক্স ব্রিস্‌লওয়ালা
সিবাকা -
২ মাস পরে

**বে**শীর ভাগ টুথব্রাশে ব্যবহার করা হয় সাধারণ নাইলন ব্রিস্‌ল যা কয়েক সপ্তাহেই ছেৎড়ে গিয়ে খারাপ হতে থাকে। সাধারণ নাইলন ব্রিস্‌লের এটাই তো বিপত্তি। একবার নুয়ে পড়লে আর সোজা হতে চায় না। অর্থাৎ এর ব্রাশ করার শক্তি কম।

IMPORTED
Tynex®
BRISTLES
From DuPont, USA

সমাধান — সিবাকা সুপ্রীম ও সুপার ডিলাক্স টুথব্রাশ যাতে রয়েছে টায়নেক্স® ব্রিস্‌ল। ড্যু পণ্ট আমেরিকা থেকে আপনাদের জন্যেই ইম্পোর্ট করা এই টায়নেক্স®-এ আছে - অন্যান্য সাধারণ নাইলন ব্রিস্‌লের তুলনায় আবার সোজা হবার এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। ফলে সিবাকা টুথব্রাশ বেশী টেঁকসই আর এতে দিনের পর দিন ব্রাশ করার শক্তিও বেশী। তাছাড়া সিবাকার এই বিশেষ টায়নেক্স® ব্রিস্‌ল আপনার মাড়িতে মালিশও করে দেয়।

তাই, আজই বেছে নিন সিবাকা সুপ্রীম ও সুপার ডিলাক্স আর পেয়ে যান টায়নেক্স® শক্তির অনন্য লাভ... আর হাসুন প্রাণ খুলে!

**সিবাকা***
টুথব্রাশ

ULKA- 6501-BEN R

**দন্ত-স্বাস্থ্যে আন্তর্জাতিক স্তর স্থাপন!**

® টায়নেক্স - ড্যু পন্ট, ইউ.এস.এ.-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

খেলাধুলো

# টেনিস-প্রতিভারা কি খেলায় ততটা মনোযোগী নন

**শুধু রেকর্ডের জন্য খেললে টেনিসের সেরা প্রতিভারা আরও অনেক কীর্তি গড়তে পারতেন। লিখেছেন আশিস উপাধ্যায়**

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন-এ দারুণ রেকর্ড আছে ম্যাট্স ভিল্যান্ডার-এর। পাঁচ সেটের ম্যারাথন টেনিস তিনি পাঁচ-পাঁচবার খেলেছেন, এবং জিতেছেন সেই পাঁচটি ম্যাচেই। এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কিন্তু ভিল্যান্ডার আর পারলেন না। পাঁচ সেটের খেলায় তিনি হেরে গেলেন ম্যালিভাই ওয়াশিংটন-এর কাছে। এবার জিতলে ছ'বারই পাঁচ সেটের ম্যাচে তিনি জিততেন। এক সময় বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন ভিল্যান্ডার। মাঝখানে কয়েক বছর তিনি খেলা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এবার হঠাৎ ঠিক করলেন, গ্র্যান্ড স্লাম টেনিসে আবার ফিরে আসবেন। বয়স ২৯। আজকের টেনিসের পক্ষে বয়সটা বেশিই। টেনিসের সর্বকালের অন্যতম প্রতিভাবান খেলোয়াড় হয়েও তাই ভিল্যান্ডার পারলেন না। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় ওয়াশিংটনের খেলায় ভুলচুক বিশেষ দেখা যায় না। তাঁর বয়স ২৪। খেটে খেলেন। প্রতিভার জায়গা নিয়েছে পরিশ্রম। ভিল্যান্ডারকে তাঁর কাছেই হার স্বীকার করতে হল।

ভিল্যান্ডারের পরাজয় পুরনো একটা প্রশ্নকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এরকম খামখেয়ালি হন কেন? জন ম্যাকেনরোর মতো খেলোয়াড়ও বহুবার নিজের খেয়ালখুশির শিকার হয়েছেন। যে-সময় তিনি ছিলেন ফর্মের তুঙ্গে, সে-সময় ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেননি। টেনিস কোর্টে রুক্ষ মেজাজ দেখাতে গিয়ে বহুবার তাঁকে জরিমানা দিতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একবার তাঁকে 'সাসপেন্ড'ও করা হয়েছিল। ম্যাকেনরো নিজের খেলাটাকেই অবহেলা করেছেন। ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বহু গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট তিনি জিততে পারেননি।

জয়-পরাজয়কে তেমন গুরুত্ব হয়তো দেন না ম্যাকেনরো। কিন্তু সাধারণ মানের খেলোয়াড়ের কাছে তাঁকে হারতে দেখে তাঁর সমর্থকরাই কষ্ট পেয়েছেন। মাঝখানে একবার দারুণভাবে ফিরে এসেছিলেন ম্যাকেনরো। উইম্বলডনের সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তারপর আর এগোতে পারেননি। সেমিফাইনালে হেরে যান আগাসির কাছে। ম্যাকেনরো যেভাবে নিজের প্রতিভার অপচয় করেছেন, টেনিসে তার তুলনা বিশেষ পাওয়া যায় না।

অস্ট্রেলিয়ার প্যাট ক্যাশ-এর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। উইম্বলডন জিতেছিলেন প্যাট ক্যাশ। ফাইনালে হারিয়েছিলেন ইভান লেন্ডলকে। কিন্তু তারপরেই যেন প্যাট ক্যাশ আস্তে-আস্তে হারিয়ে গেলেন। টেনিস-র‍্যাকেটের চেয়েও তাঁর কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল ইলেকট্রিক গিটার। পপ গায়ক প্যাট ক্যাশের ছবি বেরিয়েছিল পত্রপত্রিকায়। টেনিস যে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু উইম্বলডন-জয়ী ক্যাশকে আর দেখা যায়নি।

ইদানীংকালে আন্দ্রে আগাসিকে নিয়েও কিছুটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ম্যাকেনরো বা ভিল্যান্ডারের মতো প্রতিভাবান নন আগাসি, কিন্তু তিনি যে একজন বড় মাপের খেলোয়াড়, তা অস্বীকার করা যায় না। এই আগাসিও গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে মাঝে-মধ্যেই অনুপস্থিত থাকেন। কখনও আঘাতের জন্য, কখনও আবার নেহাতই নিজের খেয়ালখুশির জন্য। এর পর যখন বয়স বাড়বে, ফর্ম চলে যাবে, তখন আর শত চেষ্টা করেও তিনি এখনকার দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। টেনিসের রক্ষণশীল আবহাওয়ায় পোশাকে-আশাকে রীতিমত বিপ্লব এনেছেন আগাসি। টেনিস না খেললে তিনি হয়তো ফ্যাশন-দুনিয়ার অন্যতম সেরা 'মডেল' হতে পারতেন। কিন্তু পোশাক-আশাকের জন্য আজকের পৃথিবী আগাসিকে চেনে না। চেনে তাঁর টেনিসের জন্য। সেই টেনিসকেই যদি আগাসি অবহেলা করেন, তা হলে তাঁর সমর্থকরা দুঃখ পাবেন। আজকের টেনিসে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এক-একজন খেলোয়াড়কে। টেনিস তো নয়; যেন শারীরিক-মানসিক একটা ধকল। প্রতিভাবানরা যে এই ধকল সহ্য করতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁরা নিছক 'কেরিয়ার' গড়ে তোলার জন্য খেলেন না। সবসময় যে টাকার পেছনে দৌড়ন, তাও নয়। ইচ্ছে হলে খেলেন, না হলে খেলেন না। প্রতিভাবানদের কাছে এর বেশি কিছু আশা করাও বোধ হয় ঠিক নয়।

জন ম্যাকেনরো

ম্যাট্স ভিল্যান্ডার

আন্দ্রে আগাসি

# জেট প্লাস-এর সঙ্গে আরো এক সুবিধা

## এবার নূতন গ্লো-লাইট সমেত!

১ মসকুইটো ম্যাট

২ ফ্র্যাগর‍্যান্স ম্যাট

৩ নাইট ল্যাম্প

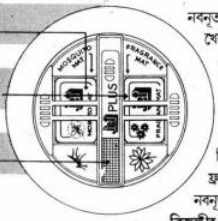

নবনূতন পরিবর্তন আর গ্রাহকের সুখসুবিধার খেয়াল রাখার নিজস্ব পরম্পরা মেনে জেট এবার নিয়ে এলো আরেকটি সুবিধা। একটি নজরকাড়া নাইট-ল্যাম্প: গ্লো-লাইট!

এবার একটি জেট মসকুইটো রিপেলেন্টের দামে আপনি পাচ্ছেন এক ফ্র্যাগর‍্যান্স ভেপোরাইজার আর এই নবনূতন নাইট-ল্যাম্প... **আপনার বিজলীর খরচ বাড়ানো বিনাই!** জেট আপনার পরিবারের সুখশান্তির সাথী, দিনরাত্তির ধরে।

Jet® PLUS

মসকুইটো রিপেলেন্ট প্লাস
ফ্র্যাগর‍্যান্স ভেপোরাইজার

*বিনা কোন বাড়তি খরচায়... দু'দুটি বাড়তি লাভ!*

**সোনিক ইলেক্ট্রোকেম লিঃ**
৩৮, প্যাটেল নগর, ইন্দোর-৪৫২ ০০১

Jeti জনস্বাস্থ্যে সমর্পিত এক নাম

Bidhan-SE-143/94/Ben

# বিশ্বকাপ ফুটবলের সেরা আকর্ষণ রবার্তো বাজ্জো

**বিশ্বকাপ মাতানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন অনেক তারকাই। এঁদের মধ্যে সেরা ইতালির স্ট্রাইকার রবার্তো বাজ্জো। লিখেছেন নির্মল ঘোষ**

বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় পেলে, ইউসেবিও, ত্রুয়েফ, প্লাতিনি, মারাদোনা প্রত্যেকেই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলে প্রমাণ করেছেন কেন তাঁরা সেরা। বিশ্বকাপ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর উপযুক্ত জায়গা।

আমেরিকায় এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা হবেন কে ? সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বা খেলার ধারাবাহিকতা দেখে বলা চলে, এই কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার ইতালির সুদর্শন তরুণ স্ট্রাইকার রবার্তো বাজ্জো। গত মরসুমে তাঁর মতো মাঠ-কাঁপানো দক্ষতা আর কোনও ফুটবলার দেখাতে পারেননি। এজন্য অজস্র পুরস্কার এবং স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড সকার' তাঁকে ১৯৯৩ সালের বিশ্বসেরা বা 'ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করে। একই সঙ্গে এই দু' জায়গা থেকে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সিনেমায় যেমন অস্কার পুরস্কার, তেমনই ইউরোপে ফুটবলে 'গোল্ডেন বল' পুরস্কার। গত মরসুমে সেটিও পান বাজ্জো।

গত বিশ্বকাপ 'ইতালিয়া নাইনটি'-তেই নজর কেড়েছিলেন বাজ্জো। এখন তো তিনি অনেক পরিণত। ইতালির জুভেন্তাস ক্লাবের উয়েফা কাপ জয়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব অধিনায়ক বাজ্জোর। তাঁর গোলেই জুভেন্তাস জেতে। এবারের বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বে তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচ। সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার বাজ্জোর চমৎকার দক্ষতা ছাড়া ইতালি মূল পর্বে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ আছে।

ইতালির ভিসেনজার কাছে ছোট শহর ক্যালডোগনোয় জন্ম বাজ্জোর। একেবারে ছোট্ট বয়স থেকেই চামড়ার বলে ফুটবল খেলতেন বাজ্জো। কারণ প্লাস্টিকের বল জোরে মারলেই ফেটে যেত। কত বল আর কিনে দেবেন বাবা ! আট ভাই-বোনের বড় সংসার তাঁদের। বাবার লোহার কারখানার পাশে ছিল তাঁর একা-একা খেলার একচিলতে জায়গা। খুব ছেলেবেলাতেই

## একনজরে বাজ্জো

**জন্মদিন** : ১৯৬৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
**উচ্চতা** : ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি
**ওজন** : ৭২ কেজি
**আন্তর্জাতিক ম্যাচ** : ৩২টি
**গোল করেছেন** : ১৯টি
**প্রিয় ফুটবলার** : জিকো

বাজ্জো যোগ দিলেন স্থানীয় ক্যালডোগনো ক্লাবে। ১৯৭৫ সালে লেভা ক্লাবের বিপক্ষে ক্যালডোগনোর সাত গোলের মধ্যে বাজ্জোর গোলই ছ'টি। তখন তাঁর বয়স আট। এর পর বাজ্জো যোগ দেন লেনেরোসি ভিসেনজা ক্লাবে। বেশ কয়েক বছর খেলেন কিশোর বাজ্জো। ১৯৮৬ সালে তাঁকে ইতালির প্রথম ডিভিশন ক্লাব ফিওরেন্তিনোয় নিয়ে এলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বারেত্তি। এই ক্লাবে দারুণ খেলেন বাজ্জো। চার বছরে ক্লাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই ১৯৯০ সালে তিনি যখন রেকর্ড পরিমাণ অর্থ দু' কোটি ৬০ লক্ষ ডলার নিয়ে জুভেন্তাসে যোগ দেন, তখন ফিওরেন্তিনোর সমর্থকরা ক্ষোভে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। বাজ্জোও তাঁর পুরনো ক্লাবকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। প্রথম মরসুমেই জুভেন্তাসের সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন ক্লাবের এক ম্যাচে তিনি পেনাল্টি মারতে অস্বীকার করেন। কয়েক বছর জুভেন্তাসের সঙ্গে কাটানোর পর তিনি এখন আবার তুরিনের এই ক্লাবের সমর্থকদের দারুণ প্রিয়। বাজ্জো অবশ্য এখন সারা ইতালির ফুটবল সমর্থকদেরই চোখের মণি। তাঁরা জানেন, বিশ্বকাপে ইতালির সম্মান উঁচুতে তুলে ধরতে পারেন ওই একজনই— রবার্তো বাজ্জো।

পেলে, মারাদোনা, প্লাতিনি, জিকোর মতো বাজ্জোর জার্সির নম্বরও ১০। বাজ্জো স্ট্রাইকারে খেললেও মাঝমাঠেও তাঁর সমান আধিপত্য। দু' পায়েই সমান দক্ষতায় বল মারতে পারেন, ড্রিবলিং দুর্দান্ত, ফ্রি-কিক অসাধারণ মারেন। পেনাল্টি বক্সে তাঁর মতো বিপজ্জনক খেলোয়াড় খুব কম আছেন। ইতালির প্রথম ডিভিশনে তাঁর ১০১টি গোলই এর প্রমাণ। বাজ্জোর প্রিয় ফুটবলার জিকোর মতে, "বাজ্জো বিশ্বমানের ফুটবলার। ভিডিওতে আমি ওর খেলা দেখেছি। টেকনিকে বাজ্জো একেবারে নির্ভুল। ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।"

সমসাময়িক জা পিয়ের পাপার মতে, "রবার্তো হচ্ছে সেই ধরনের বিরল মানের ফুটবলার, যারা পায়ে বল নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।"

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ২৭ বছরের বাজ্জোর শখ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং শিকার। তবে আপাতত শখের সময় নেই, বাজ্জোর এখন একমাত্র লক্ষ্য, বিশ্বকাপে সেরা হওয়া। তিনিই যে এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার, সেটা নিশ্চয়ই প্রমাণ করবেন রবার্তো বাজ্জো।

বিশ্বের অনেক নামীদামি চলচ্চিত্র-তারকা খেলার জগৎ সম্বন্ধে খুব আগ্রহী। এঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় সিন কোনারি, পল নিউম্যান, জেন ফন্ডা ও ম্যাডোনার নাম। সিন কোনারি গল্‌ফ খেলেন। শুধু খেলেনই না, চ্যাম্পিয়ানও হয়েছেন। ১৯৭১ সালে কাসাব্ল্যাঙ্কায় এক টুর্নামেন্টে জেতেন তিনি। যত শুটিংই থাক না কেন, সপ্তাহে তিনদিন গল্‌ফ খেলবেনই কোনারি। তিনি বলেন, "গল্‌ফ না খেললে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।" সিন কোনারির স্ত্রীও ভাল গল্‌ফ খেলেন, তিনিও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জিতেছেন। ৬৮ বছরের বিশ্বখ্যাত অভিনেতা পল নিউম্যান হকি, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় অংশ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খেলা কার-রেসিং। তাঁর মতে, তিনি দুর্দান্ত ড্রাইভার নন, মোটামুটি। তবে ৪৫ বছরের জায়গায় ৩০ বছর বয়সে যদি এই খেলায় আগ্রহী হতেন, তবে চলচ্চিত্রেই হয়তো আসতেন না। ৫১ বছর বয়সে নিউম্যান প্রথম অ্যামেচার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। নিউম্যান জানেন, কার-রেসিংয়ে বিপদ

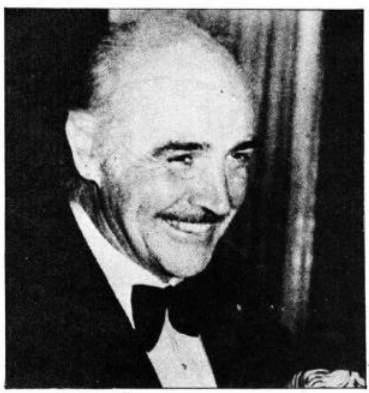

আছে। কিন্তু এই বিপদটাই তো তাঁর বেশি পছন্দ। বৃদ্ধ বয়সেও। প্রখ্যাত অভিনেত্রী জেন ফন্ডা ও ম্যাডোনা বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ফন্ডা একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করেন, এর পর বিভিন্ন ব্যায়ামের স্টুডিয়ো খুলে এবং ভি. ডি. ও ক্যাসেট বিক্রি করে তিনি ফিল্মের চেয়েও বেশি রোজগার করেন। ম্যাডোনাও জগিং এবং অন্যান্য ব্যায়ামে যে সময় এবং পরিশ্রম করেন, অভিজ্ঞদের মতে, অনেক ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানও তা করেন না।

❑

বাকি মরসুমের জন্য জাপানের লিগে আর খেলতে পারছেন না গ্যারি লিনেকার। পায়ের আঙুলে বড় ধরনের চোট পান তিনি। তিনি ১২টি ম্যাচে মোট পাঁচটি গোল করেন। তার মধ্যে লিগ কাপে চারটি। গ্রামপাস এইট দল এর ফলে অসুবিধায় পড়বে। তাদের কোচ রিয়াজো হিরাকি স্বাস্থ্যের জন্য দল ছাড়ায় আরও বিপদে পড়েছে দলটি। তবে লিনেকার লিসেসটার ক্লাবের কোচ গর্ডন মিলনেকে জাপানে আনার চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, সাও পাওলো ক্লাবের ২২ বছরের উইঙ্গার এলিভেলটনকে পেয়েছে গ্রামপাস এইট।

মরক্কোর বিশ্বখ্যাত মাঝারি পাল্লার দৌড়বীর সৈয়দ আউইতা আবার একটি রেকর্ডের লক্ষ্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন। ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে আউইতা পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন। প্রায় এক দশক পরে আউইতার এখন লক্ষ্য তিন হাজার মিটার ইন্ডোর দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়া। ৩৪ বছরের আউইতা এজন্য অস্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে এক পাহাড়ে প্র্যাকটিস করেছেন বেশ কিছুদিন। তিনি বলেছেন, মার্চ মাসে তিনি যদি এই রেকর্ড গড়তে না পারেন, তবে দৌড়ই ছেড়ে দেবেন। এখন তিন হাজার মিটারের বিশ্বরেকর্ড কেনিয়ার মোজেস কিপতানুই-এর দখলে। গত বছরে স্পেনে ৭ মিনিট ৩৭.৩১ সেকেন্ডে এই রেকর্ড গড়েন কিপতনুই। আউইতা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি অবসর নিয়ে মরক্কোর অ্যাথলেটিক দল গড়ার দিকে নজর দেবেন। "আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ১৯৯৬-এর ওলিম্পিকের জন্য ভাল দল তৈরি। ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার এবং পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের জন্য প্রত্যেক বিভাগে তিনজন করে এমন খেলোয়াড় তৈরি করতে চাই যাঁরা শেষ পর্বে পৌঁছবেনই।"

❑

মেক্সিকোর জাতীয় গোলরক্ষক জর্জ ক্যামপোস সম্প্রতি এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। গত বছর ইকুয়েডরে সাউথ আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি খুব ভাল খেলেন। প্রতিভাবান গোলরক্ষক হিসেবে বেশ নামও করেন। তবে দুর্দান্ত খেলার জন্যই নয়, তিনি আরও একটি কারণে সকলের নজর কাড়েন— নানা রঙের ঝলমলে জার্সি পরে তিনি মাঠে নামেন। সেই সময়, কোনও কথা না হলেও এখন এই ঝলমলে জার্সি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মেক্সিকো ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মার্সিলিনো গার্সিয়া প্যানিয়াগুয়া হুমকি দিয়েছেন, ক্যামপোস আর ওই জার্সি পরলে বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাবেন না। কারণ অনেক কোচই নাকি ওই ঝলমলে জার্সির বিপক্ষে। তাঁদের মত, গোলকিপারের পোশাকের সঙ্গে পেছনের দর্শকদের পোশাক মিলে যাওয়ায় বিপক্ষের খেলোয়াড়দের গোল করতে অসুবিধে হয়। অভিজ্ঞদের মতে, অবশ্য শুধু এইজন্যই ক্যামপোসকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে না। ক্যামপোস যে ঝলমলে জার্সি পরেন, তা বিশ্বখ্যাত 'নাইকে' কোম্পানির তৈরি। ক্যামপোস ওই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। অন্যদিকে মেক্সিকোর ফুটবল ফেডারেশন আবার বহু অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করেছে আমব্রো কোম্পানির সঙ্গে। বিশ্বকাপে জাতীয় দলের সদস্যরা সেইজন্য আমব্রোর তৈরি জার্সি পরতে বাধ্য। ক্যামপোসের সঙ্গে আসল বিরোধ এখানে। শেষপর্যন্ত এই বিরোধের কীভাবে মীমাংসা হয় তা দেখার।

ব্রাজিলের বিশ্বখ্যাত স্যান্টোস ক্লাবের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন স্বয়ং পেলে। পেলে তাঁর খেলোয়াড়জীবনের দীর্ঘ ১৭ বছর কাটিয়েছেন এই ক্লাবে। এবং বলা বাহুল্য, তাঁর জন্যই এই ক্লাবটি এক সময় বিশ্বের সেরা ক্লাবের পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু স্যান্টোসের অবস্থা খুব খারাপ। একদিকে আর্থিক সঙ্কট, অন্যদিকে বহুদিন কোনও ট্রোফি জেতেনি ক্লাব। প্রায় ২০ লক্ষ ডলার ধার আছে ক্লাবের। ১৯৮৪ সালের পর স্যান্টোস আর কোনও ট্রোফি জিততে পারেনি। গত বছর ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের সেমিফাইনালে বেশি যেতে পারেনি। ক্লাবের এই অবস্থায় দুঃখিত পেলে সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছেন। স্যান্টোসের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের একজন হয়েছেন তিনি। বলেছেন, "দু' বছরের মধ্যে ট্রোফি জয়ের আশা করছি না। অবশ্য যদি কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আমার পুরনো ক্লাবের জন্য এখন অনেক কিছু করার আছে।" পেলে ফিরে এসেছেন, আশা করা যায় স্যান্টোসও তার জায়গা ফিরে পাবে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলে এই প্রথম একজন চিনা পরিবারে জন্ম এমন একজন খেলোয়াড়কে দেখা যাবে। ২২ বছরের রিচার্ড চি কুইস খেলেন সিডনির র‍্যান্ডউইক ক্লাবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিশ্রুতিমান ব্যাটস্‌ম্যানদের মধ্যে তিনি সকলের নজর কেড়েছেন। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তিনি খুব ভাল খেলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পেসার ক্রেগ ম্যাকডারমটের বলকে একটি একদিনের ম্যাচে তিনি এমন পিটিয়েছিলেন যে, তা খবরের কাগজের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রিচার্ড চি প্রচণ্ড মারতে ভালবাসেন, তাঁর এই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দর্শকদেরও খুব প্রিয়। র‍্যান্ডউইক দলের অধিনায়ক অ্যান্ড্রু মিলিক্যান বলেন, "আমি অনেককেই মারতে দেখেছি। কিন্তু রিচার্ড চি যেমন বলকে ধ্বংস করে তেমন আর কাউকেই করতে দেখিনি।" রিচার্ড চি-র জন্ম সিডনিরই উপকণ্ঠে, ক্যামপারডাউন শহরে। তাঁর পরিবারের অবশ্য কেউ ক্রিকেট খেলেননি। তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটরক্ষক রডনি মার্শ পরিচালিত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ছাত্র। এখনকার দুই সেরা ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটার ও শেন ওয়ার্নও এই অ্যাকাডেমির ছাত্র। এঁদের মতোই অদূর ভবিষ্যতে রিচার্ড চি-ও অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাবেন বলে মনে হয়।

❑

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে সোয়ার্ভিং শট বা ভলিতে অনেক দৃষ্টিনন্দন গোল হয়তো আমরা দেখতে পাব। আগে থেকেই এই কথা বলা যাচ্ছে কারণ লিভারপুল দলের প্রাক্তন ফুটবলার ক্রেগ জনস্টন এমন বুট বাজারে ছেড়েছেন যা গোলপিপাসু ফরওয়ার্ডদের গোল করতে আরও সাহায্য করবে। এই বুট তৈরিতে সহায়তা করেছে প্রখ্যাত 'অ্যাডিডাস' কোম্পানি। এই বুটের সাহায্যে ফুটবলাররা আরও গতি পাবেন, বলের লক্ষ্য ঠিক থাকবে, সোয়ার্ভ করবে দারুণ। জনস্টন জানিয়েছেন, অ্যাডিডাসের পরীক্ষায় দেখা গেছে এই বুটে অতিরিক্ত ২৩ শতাংশ সোয়ার্ভ হবে। এর ফলে ফ্রি-কিকে দক্ষ ফুটবলাররা তাঁদের পায়ে আরও অতিরিক্ত একটি অস্ত্র পেয়ে যাবেন। ফিফা প্রথমে এই বুটের অনুমোদন দেয়নি। পরে অনেক তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনার পর আমেরিকার বিশ্বকাপে এটি ছাড়পত্র পেয়েছে।

❑

ব্রিটেনের ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ক্লাব একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তারাই প্রথম ক্লাব, যারা নিজস্ব রেডিয়ো স্টেশন বসিয়েছে। 'রেডিয়ো রোভার্স' চালু থাকে প্রতি শনিবার, ছ' ঘণ্টার জন্য। উড পার্কের ১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে যাঁদের বসবাস তাঁরা এই অনুষ্ঠান শুনতে পান। শ্রোতাদের ক্লাবের সমস্ত খেলার সংবাদ ও নানা বিষয়ে মতামত শোনানো হয় রেডিয়ো রোভার্সে।

# এ-বছরের ক্রীড়াসূচি

## প্রধান আকর্ষণ

১২-২৭ ফেব্রুয়ারি ❑ উইন্টার ওলিম্পিক্স, নরওয়ে
১৭ জুন-১৭ জুলাই ❑ বিশ্বকাপ ফুটবল, আমেরিকা
১৮-২৮ অগস্ট ❑ কমনওয়েল্থ গেম্স, ভিক্টোরিয়া, কানাডা
২-১৬ অক্টোবর ❑ এশিয়ান গেম্স, হিরোশিমা, জাপান

## অ্যাথলেটিক্স

১১-১৩ মার্চ ❑ ইউরোপিয়ান ইন্ডোর চ্যাম্পিয়ানশিপ, প্যারিস
১৭ এপ্রিল ❑ লন্ডন ম্যারাথন
২০-২৪ জুলাই ❑ ওয়ার্ল্ড জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ, লিসবন
৭-১৪ অগস্ট ❑ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ, হেলসিঙ্কি
৮-১০ সেপ্টেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ, ক্রিস্টাল প্যালেস

## ব্যাডমিন্টন

১৬-১৯ মার্চ ❑ অল-ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ
১০-১৭ এপ্রিল ❑ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ, হল্যান্ড
১০-২১ মে ❑ টমাস ও উবের কাপ ফাইনাল, জাকর্তা
১০-১৪ অগস্ট ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ

## বেসবল

১২ জুলাই ❑ অলস্টার গেম
১৫ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড সিরিজ— সেরা সাত-এর খেলা

## বাস্কেটবল

১৫ মার্চ ❑ ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনাল, পুরুষ, লুসেন
৩১ মার্চ ❑ ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনাল, মহিলা
২১ এপ্রিল ❑ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইনাল, ক্লাবগুলির, তেলআবিব
১০-২৪ জুলাই ❑ কমনওয়েল্থ চ্যাম্পিয়ানশিপ, মালয়েশিয়া
৪-১৪ অগস্ট ❑ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, পুরুষ, টরন্টো

*হুয়াং ইয়াং (কোরিয়া)*

## বিলিয়ার্ডস

১৫-২৫ ফেব্রুয়ারি ❑ ইউ. কে. চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং ব্রিটিশ ওপেন

## বক্সিং

১৯ মার্চ ❑ ডব্লু. বি. ও. হেভিওয়েট লড়াই
২২-২৮ মে ❑ মাল্টিনেশন্স টুর্নামেন্ট, লিভারপুল

## ক্যানোয়িং

১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ, ফাইনাল, জাপান
২৬ সেপ্টেম্বর-৮ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড মাস্টার গেম্স, ব্রিসবেন

## ক্রিকেট

১৬ ফেব্রুয়ারি ❑ ভারত-শ্রীলঙ্কা, প্রথম ওয়ান ডে, রাজকোট
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, ওয়ান ডে, বারবাডোজ
১৮ ফেব্রুয়ারি ❑ ভারত-শ্রীলঙ্কা, দ্বিতীয়

ওয়ান ডে, হায়দরাবাদ
১৯-২৪ ফেব্রুয়ারি ❑ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, প্রথম টেস্ট, জামাইকা
২০ ফেব্রুয়ারি ❑ ভারত-শ্রীলঙ্কা, তৃতীয় ওয়ান ডে, জলন্ধর,
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, প্রিটোরিয়া
২২ ফেব্রুয়ারি ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, পোর্ট এলিজাবেথ
২৪ ফেব্রুয়ারি ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, ডারবান
২৬ ফেব্রুয়ারি ❑ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, ওয়ান ডে, জামাইকা
২ মার্চ ❑ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, ওয়ান ডে, সেন্ট ভিনসেন্ট
৪-৮ মার্চ ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, প্রথম টেস্ট, জোহানেসবার্গ
৫ মার্চ ❑ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, ওয়ান ডে, ত্রিনিদাদ
৬ মার্চ ❑ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড, ওয়ান ডে, ত্রিনিদাদ
১৭-২১ মার্চ ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় টেস্ট, কেপটাউন
১৭-২২ মার্চ ❑ ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দ্বিতীয় টেস্ট, গুয়ানা
২৫-২৯ মার্চ ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, তৃতীয় টেস্ট, ডারবান
২৫-৩০ মার্চ ❑ ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তৃতীয় টেস্ট, ত্রিনিদাদ
২ এপ্রিল ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, লন্ডন
৪ এপ্রিল ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, পোর্ট এলিজাবেথ
৬ এপ্রিল ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, কেপটাউন
৮ এপ্রিল ❑ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া, ওয়ান ডে, ব্লোমেফ
৮-১৩ এপ্রিল ❑ ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চতুর্থ টেস্ট, বারবাডোজ
১৬-২১ এপ্রিল ❑ ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পঞ্চম টেস্ট, অ্যান্টিগুয়া
২৮ এপ্রিল ❑ ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপ শুরু
১৯ মে ❑ ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড, ওয়ান ডে, এজবাস্টন
২১ মে ❑ ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড, ওয়ান ডে, লর্ডস
২-৬ জুন ❑ ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড, প্রথম টেস্ট, টেন্টব্রিজ
১৬-২০ জুন ❑ ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড, দ্বিতীয় টেস্ট, লর্ডস

*আজহার ভারতকে এনে দেবেন আরও সাফল্য*

৩০ জুন-৫ জুলাই ❑ ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড, তৃতীয় টেস্ট, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড
২১-২৫ জুলাই ❑ ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রথম টেস্ট, লর্ডস
৪-৮ অগস্ট ❑ ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, দ্বিতীয় টেস্ট, হেডিংলে
১৮-২২ অগস্ট ❑ ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, তৃতীয় টেস্ট, ওভাল
১৫ সেপ্টেম্বর ❑ শেষ কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপ ম্যাচ
২৫-২৯ নভেম্বর ❑ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া, প্রথম টেস্ট, ব্রিসবেন
২-১৫ ডিসেম্বর ❑ ত্রিদেশীয় ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে
২৪-২৯ ডিসেম্বর ❑ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় টেস্ট, মেলবোর্ন

## সাইক্লিং

৩-৫ জুন ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ ট্র্যাক সিরিজ, ফ্রান্স
২২-৩১ জুলাই ❑ জুনিয়ার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, কুইটো, ইকুয়েডর

## ডাইভিং

৩১ মার্চ-৪ এপ্রিল ❑ ইউরোপিয়ান কাপ, চেকোস্লোভাকিয়া
৪-৭ অগস্ট ❑ ইউরোপিয়ান জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ, চেকোস্লোভাকিয়া

## ফুটবল

৭ মার্চ ❑ সন্তোষ ট্রোফি, ফাইনাল, ওড়িশা
৩০ মার্চ ❑ ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ, সেমিফাইনাল, প্রথম পর্ব,
উয়েফা কাপ, সেমিফাইনাল, প্রথম পর্ব
১০ এপ্রিল ❑ এফ. এ কাপ সেমিফাইনাল
১৩ এপ্রিল ❑ ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ, সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় পর্ব,
উয়েফা কাপ, সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় পর্ব
১৫-৩০ এপ্রিল ❑ ফেডারেশন কাপ
২০ এপ্রিল ❑ জার্মানি -ইংল্যান্ড (আমন্ত্রণমূলক ম্যাচ), হামবুর্গ
২৪ এপ্রিল ❑ এফ. এ কাপ ফাইনাল, মহিলা
২৪ বা ২৬ এপ্রিল ❑ উয়েফা কাপ, ফাইনাল, প্রথম পর্ব
৪ মে ❑ ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ, ফাইনাল
১১ মে ❑ উয়েফা কাপ, ফাইনাল, দ্বিতীয় পর্ব
১৪ মে ❑ এফ. এ কাপ, ফাইনাল, ওয়েম্বলি
১৮ মে ❑ ইউরোপিয়ান কাপ, ফাইনাল
১৭ জুন ❑ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ
১৩ জুলাই ❑ বিশ্বকাপ, সেমিফাইনাল, লস অ্যাঞ্জেলিস ও নিউ ইয়র্ক
১৭ জুলাই ❑ বিশ্বকাপ, ফাইনাল, লস অ্যাঞ্জেলিস
১৩ অগস্ট ❑ ইংল্যান্ডের ফুটবল মরসুম শুরু
২১ অক্টোবর-৭ নভেম্বর ❑ ডুরান্ড কাপ, দিল্লি
১২-২৮ নভেম্বর ❑ রোভার্স কাপ, বোম্বাই
২৯ নভেম্বর-১৮ ডিসেম্বর ❑ আই. এফ. এ. শিল্ড, কলকাতা

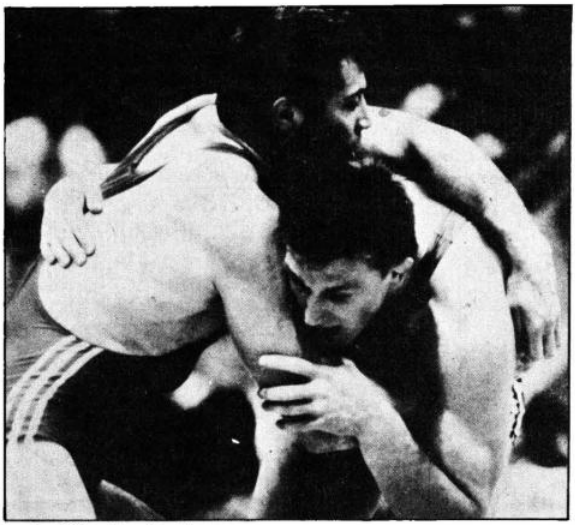

*জার্মান কুস্তিগীররা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে লড়বেন*

## গল্‌ফ

১৬-১৯ জুন ❑ ইউ. এস. ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ, ওকমার্ট, ইউ. এস. এ
২৩-২৬ জুন ❑ ফরাসি ওপেন, প্যারিস
১০-১৩ নভেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ অব গল্‌ফ, স্পেন
১৫-১৮ ডিসেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, জামাইকা

## জিমনাস্টিক্‌স

১৯-২৪ এপ্রিল ❑ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ, ব্যক্তিগত অ্যাপারাটাস, ব্রিসবেন
১২-১৫ মে ❑ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ, মহিলা, স্টকহোম
২৬-২৯ মে ❑ ইউরোপিয়ান রিদমিক চ্যাম্পিয়ানশিপ, গ্রিস
২-৫ জুন ❑ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ, পুরুষ, প্রাগ
২৩ জুলাই-৭ অগস্ট ❑ গুডউইল গেম্‌স, সেন্ট পিটার্সবার্গ
৭-৯ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড রিদমিক চ্যাম্পিয়ানশিপ, প্যারিস
১৫-২০ নভেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড টিম চ্যাম্পিয়ানশিপ, জার্মানি

## হকি

১৫-২৪ এপ্রিল ❑ চ্যাম্পিয়ান্‌স ট্রোফি, পাকিস্তান
১৩-২৪ জুলাই ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ, মহিলা, ডাবলিন
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ, পুরুষ, অস্ট্রেলিয়া

## জুডো

২৭-৩০ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, ফ্রাঙ্কফুর্ট

## মোটররেসিং

২৭ মার্চ ❑ ব্রাজিলিয়ান গ্র্যান্ড পিক্স, ইন্টারলাগস
২৯ মে ❑ স্প্যানিশ গ্র্যান্ড পিক্স, বার্সেলোনা
১০ জুলাই ❑ ব্রিটিশ গ্র্যান্ড পিক্স, সিলভারস্টোন
১১ সেপ্টেম্বর ❑ ইতালিয়ান গ্র্যান্ড পিক্স, মোনজা
১৩ নভেম্বর ❑ অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড পিক্স, অ্যাডিলেড

## স্কোয়াশ

১-১১ এপ্রিল ❑ ব্রিটিশ ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ, ওয়েম্বলি
অক্টোবর-নভেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড ওপেন, পুরুষ, বার্সেলোনা

## সাঁতার

৪-১০ জুলাই ❑ ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ানশিপ, মন্ট্রিয়ল
১-১১ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, রোম

## টেব্‌ল টেনিস

৯-১১ সেপ্টেম্বর ❑ ইউরোপিয়ান মাস্টার্স কাপ, জার্মানি
১২-১৬ অক্টোবর ❑ ওয়ার্ল্ড টিম কাপ, প্যারিস
১৫-১৮ ডিসেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড কাপ

## টেনিস

২৫-২৭ মার্চ ❑ ডেভিস কাপ, গ্রুপ ম্যাচ, ভারত- আমেরিকা, দিল্লি
৯-১৫ মে ❑ ইতালিয়ান ওপেন, রোম
২৩ মে-৫ জুন ❑ ফরাসি ওপেন, প্যারিস
২০ জুন-৩ জুলাই ❑ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ
১৮-২৪ জুলাই ❑ ফেডারেশন কাপ, ফ্রাঙ্কফুর্ট
২৯ অগস্ট-১১ সেপ্টেম্বর ❑ ইউ. এস. ওপেন, নিউ ইয়র্ক
২-৪ ডিসেম্বর ❑ ডেভিস কাপ, ফাইনাল
৬-১১ ডিসেম্বর ❑ গ্র্যান্ড স্লাম কাপ, মিউনিখ

## ভারোত্তোলন

২৫-২৮ মে ❑ উওমেন'স ওয়ার্ল্ড পাওয়ারলিফ্‌টিং চ্যাম্পিয়ানশিপ, নিউজিল্যান্ড
১৫-২০ নভেম্বর ❑ মেন'স ওয়ার্ল্ড পাওয়ারলিফ্‌টিং চ্যাম্পিয়ানশিপ, নরওয়ে

## কুস্তি

১-৪ সেপ্টেম্বর ❑ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ, ইস্তাম্বুল

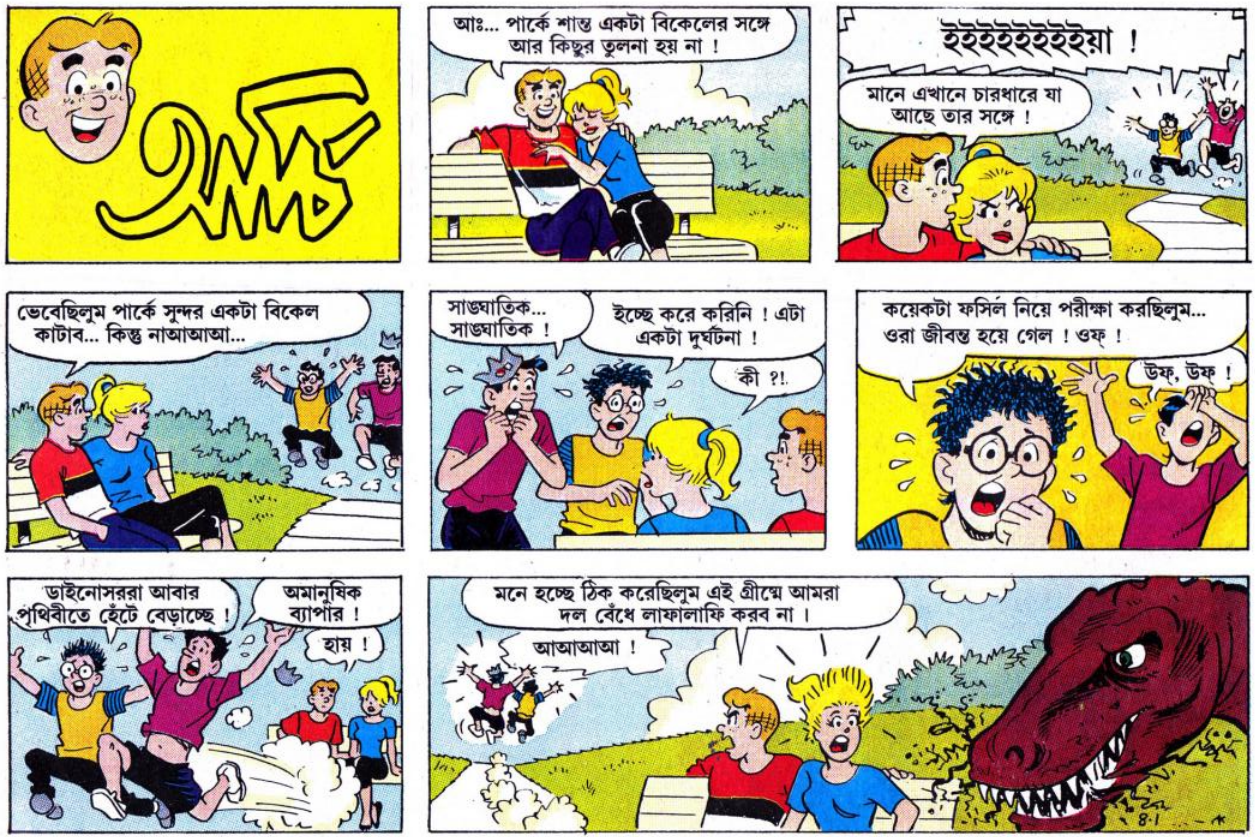
আর্চি
আঃ... পার্কে শান্ত একটা বিকেলের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না !
ইইইইইইইইয়া !
মানে এখানে চারধারে যা আছে তার সঙ্গে !
ভেবেছিলুম পার্কে সুন্দর একটা বিকেল কাটাব... কিন্তু নাআআআ...
সাঙ্ঘাতিক... সাঙ্ঘাতিক !
ইচ্ছে করে করিনি ! এটা একটা দুর্ঘটনা !
কী ?!
কয়েকটা ফসিল নিয়ে পরীক্ষা করছিলুম... ওরা জীবন্ত হয়ে গেল ! ওফ্ !
উফ্, উফ্ !
ডাইনোসররা আবার পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছে !
অমানুষিক ব্যাপার !
হায় !
মনে হচ্ছে ঠিক করেছিলুম এই গ্রীষ্মে আমরা দল বেঁধে লাফালাফি করব না ।
আআআআ !

আর্চি

আমি বই ভালবাসি। পড়ার এত চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে। ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, রহস্যকাহিনী, মিলনান্তক কাহিনী...
বই
শিল্পের ইতিহাস

তোমার মানসিক উন্নতি হচ্ছে দেখে আমি খুশি হলুম।
গল্প হলেও সত্যি

অবশেষে বই পড়ার সময় পেয়েছি
গল্প হলেও সত্যি

নাঃ! ফোন! অনেক সময় নষ্ট হবে। ফোন ধরব না।
ক্রি-ং-ং!

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে।
একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।
ক্রিং!

আমি এখন বাড়িতে নেই। কোনও খবর থাকলে বলে যান। আমি পরে ফোন করব...
4-26

দারুণ। ও সম্ভবত দোকানে গিয়ে দু' হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

না, ওড়াচ্ছি না!
!

# টারজান

এডগার রাইস বারোজ

দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজনের বিষুব অরণ্যে— পরিবেশ আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এক ধনী জমিদারের বিরুদ্ধে সরকারের সাক্ষী এন্তেবান মার্ডোনেস। এন্তেবান যাতে সাক্ষ্য দিতে জীবন্ত ব্রাসিলিয়া পৌঁছতে পারে টারজান তার ব্যবস্থা করতে চায়।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

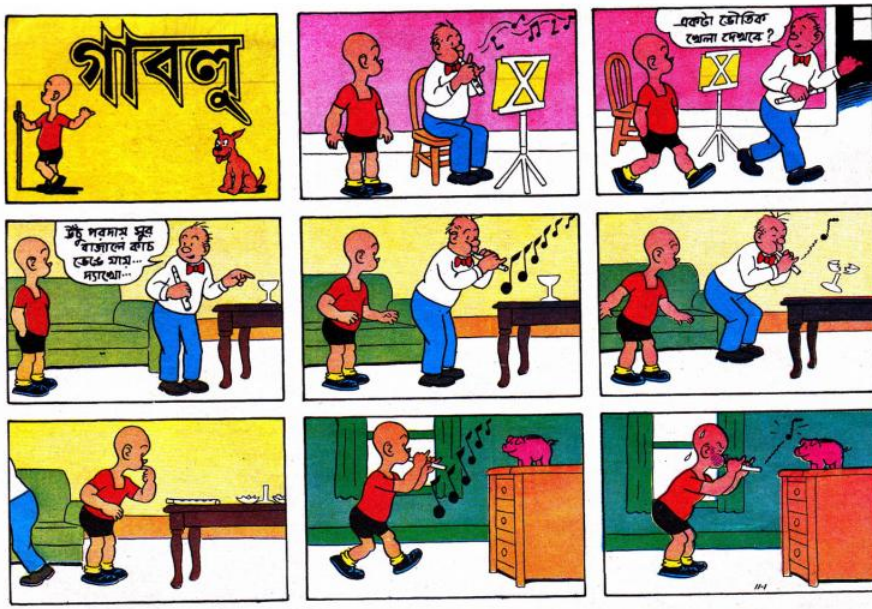


# সোনামনি'র স্বাস্থ্য ভাল রাখবেন কি করে?

## কেয়ো কার্পিন বেবী অয়েল-এর ম্যাসাজ ও আপনার ভালবাসার গুণে।

ভিটামিন এ, ডি আর ই মেশানো কেয়ো কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে বাচ্চাদের মালিশ করুন — দেখুন ওরা কেমন সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে।

এই তেল, ভিটামিন ডি-র অভাবজনিত হাড়ের অস্বাভাবিকতা থেকে আপনার সন্তানকে রক্ষা করে।

ভিটামিন ই মেশানো এই তেল মাসক্যুলার ডিসট্রোফি জাতীয় অসুখ থেকে রক্ষা করে ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের ভিটামিন এ-র চাহিদা পূর্ণ করে। ফলে ত্বকের অসুখ সেরে যায়।

চন্দন, নিমতেল ও অন্যান্য উপাদানের গুণে ভরা এই তেল — শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।

ব্যবহার করে দেখুন আপনার সন্তান কেমন সারা বছর সুস্থ থাকে।

কেয়ো কার্পিন
বেবী অয়েল

Dey's® দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

★ এটি কোন প্রসাধনী সামগ্রী নয়

TS McCann/DMBO/293/BN

(২৬ পাতার পর)

কিছু একটা তো করতেই হবে !
দাঁড়াও হয়েছে ।
খতম করব ।
মনে হচ্ছে, ওষুধ ধরেছে ।
!
কী পাজি লোক রে, বাবা ।
ব্রিরিরিরিরিরিং
না, মিঃ ব্যাক্সটার, কোনও উন্নতি নেই ! ক্যাপ্টেন অবশ্য হাল ছাড়েনি ।
ভাবছি,ওর পেছনে এবারে পটকা ফাটাব ।
হিতে বিপরীত হবে না তো ?
আরে না !
সরে এসো ।
এবার ফাটবে ।
পটকাটা ফাটছে না কেন ?
পলতেটা কি নিভে গেল ?
নিশ্চয়ই নিভে গেছে ।
ক্যাপ্টেন, ধোঁয়া বেরোচ্ছে । সাবধান !
দুম!

সেইদিন সন্ধ্যায়...
এবারে নিশ্চয় ওঁর পিলে চমকে যাবে।
হিহি। হিহি। হিহি। আমি ভূত।
তোঁর ঘাঁড় মটকাব!
?
যাব্বাবা। নিজের প্যাঁচে...
নিজেই জড়িয়ে গেলুম যে।
কী হে, তুমি ভয় পাচ্ছ না কেন?
চালাকি করছ? নাকি তুমি...
সত্যিই পাগল হয়ে গেছ।
পাগল? আমি?
দাঁড়াও, আমাকে পাগল বলা বের করছি।
শিগ্‌গির ক্ষমা চাও।
বাঁচাও, বাঁচাও!

মিনিট কয়েক পরে...
ক্যাপ্টেন আপনার জন্যই প্রোফেসর আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন।
না, মানে...
ওঃ আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
তাই বুঝি ?
প্রোফেসরও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবেন।
এসো ক্যাপ্টেন।
উঃ আমার জন্য তুমি যা করেছ তার তুলনা হয় না।
না মানে...
চিরকাল এ-কথা মনে রাখব আমি।
আমিও।
সেইদিন সন্ধ্যায়...
কে-২৩ খবর পাঠিয়েছে সার
দেখা যাক কী হয়।
তিমির জন্য ম্যামথ স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। হুম, তিমি হচ্ছে ক্যাপ্টেন, আর ম্যামথ প্রোফেসর। 'রকেট নির্দিষ্ট সময়েই ছাড়া হবে।'
দিন কয়েক পরে...
17
SUNDAY
SATURDAY
15
FRIDAY
THURSDAY
13
তেসরা জুন শুরু হওয়ার খানিক পরেই রাত ১-৩৪ এ এম এ তা হলে রকেট তার যাত্রা শুরু করবে।
উল্‌ফ, তোমার কাজ ঠিকমতো চলছে তো ?
একদম ঠিকমতো চলছে। চাঁদের ওপরে পর্যবেক্ষণাগার বসাবার গোটাকয় যন্ত্র পেলেই নিশ্চিন্ত।
কারখানা থেকে অবশ্য জানিয়েছে যে, যন্ত্রগুলি আমাদের যাত্রার ঠিক আগের মুহূর্তেই তারা ডেলিভারি দেবে। সেক্ষেত্রে...
এক মিনিট...
হেল্লো...কী ? সিকিউরিটি এলাকার মধ্যেই তিনজন অচেনা লোক ধরা পড়েছে ?... আটকে রাখো।

শুনলেন তো। বলছে ওরা পর্বতারোহী, পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। সবাই অবশ্য ওই কথাই বলে।
তা হলেই বুঝতে পারছেন যে, কতটা সাবধান থাকা দরকার!
যা বলছিলাম...উল্‌ফের গোটাকয় যন্ত্র পাওয়া বাকি...আপনার কাজ ঠিক চলছে তো ক্যাপ্টেন?
বিলকুল ঠিক।
প্রোফেসর, আপনার?
কুট্টুসের স্পেস-স্যুট ছাড়া সবকিছু রেডি। সেটাও এবারে হয়ে যাবে।
?
এইবারে রেডিয়ো টেস্ট...
এই হাড়টা কে খাবে, কুট্টুস?
দারুণ।
ভৌ। ভৌ।
রেডিয়ো কাজ করছে।
সমস্ত বিঘ্ন জয় করেছেন আপনারা। কী বলে অভিনন্দন জানাব, জানি না। আপনারা জয়ী হোন।
চলো ক্যাপ্টেন, ল্যাবরেটরিতে কুট্টুসকে দেখে আসি...
যাচ্ছি...যাচ্ছি...
ক্যালকুলাসের কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?
না তো!
আমি পাচ্ছি, কারণ আমি অন্ধ নই।

উঃ,কেন যে এরা দরজাটা এইভাবে খোলা রাখে।
আমার মধ্যে কী পরিবর্তন দেখলে ?
?
এই দ্যাখো, উনি আর কালা নন, সব শুনতে পাচ্ছেন।
আরে তাই তো !
দ্যাখো হে ছোকরা কোনওদিনই আমি কালা ছিলুম না। ওই একটু কম শুনতুম। তবে হ্যাঁ, এখন একটা যন্ত্র বসিয়ে নিয়েছি বটে।
আগে সে-কথা বললেই পারতেন। তা হলে কি এইভাবে ধাক্কা খেতুম ?
কিন্তু ...
দরজাটা বন্ধ রাখাই উচিত।
কেন যে দরজা খোলা রাখে...
এরই মধ্যে আবার দরজাটা বন্ধ করল কে ? উঃ, ধাক্কা খেলুম !
পাইপটা ফেলে এসেছি।
আবার দরজাটা খোলা।
সত্যি, ক্যাপ্টেনের কপালটাই খারাপ।
দরজা বন্ধ করে আবার আমাকে গুঁতো খাওয়ালেন ?
মানে, তুমি যে ঢুকছ, সেটা দেখতে পাইনি।
এই তো পাইপ। আশা করি, আর ধাক্কা খেতে হবে না।
সুসংবাদ, মিঃ ব্যাক্সটার।
!
ইতিমধ্যে !
কী সংবাদ ?
আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম...

কী খবর উল্‌ফ ?
ও হ্যাঁ, বলছি।
সেই যন্ত্রগুলো সোমবার সকালেই এখানে পৌঁছচ্ছে।
চমৎকার।
আপনি কি সাইটে ফিরছেন ?
হ্যাঁ, রকেটে যন্ত্রপাতি তুলতে হবে।
ওই সঙ্গে আমার দু-একটা প্যাকেট নেবেন ?
নিশ্চয়।
মিনিট কয়েক পরে...
ওই আমার প্যাকেট।
FRAGILE
কী আছে ওর মধ্যে ?
এই কয়েক বোতল পানীয়। চাঁদে খুব ঠান্ডা হবে তো, তাই !
না না, ওসব জিনিস নেওয়া নিষেধ। এটার মধ্যে কী আছে ?
পাইপের তামাক।
ওটাও নেওয়া যাবে না। রকেটে ধূমপান নিষেধ।
মোলো যা ! তা হলে আমি যাব কেন ? তোমরা বোকার দল যেখানে খুশি যাও।
কিন্তু...আমি যাচ্ছি না।
কী ক্যাপ্টেন, রেগে আছেন কেন ?
ধুত, একটুপানীয় আর তামাকও নিতে দেবে না। তা হলে আমি যাব কেন ?
না, কিছুতেই আমি চাঁদে যাব না।
না-যাওয়াই ভাল।
?

কেন, এ-কথা বলছ কেন ?
বলছি, কেননা এই বয়সে অত ধকল আপনার সইবে না।
মানে, বুড়ো হয়ে গেছেন তো !
আমি বুড়ো ? আমি ধকল সইতে পারব না ? বেল্লিক। বানর। শুনে রাখো, আমি যাবই।
পরের সোমবার...
রিরিরিরিং রিরিরিরিং রিরিরিরিং
কে—উল্‌ফ ? কী খবর ?
যন্ত্রগুলো এসে গেছে। তা হলে আজ রাতেই যাত্রা করা যায়।
ইতিমধ্যে...
ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে এই চার্ট দেখলেই আমাদের অবস্থান ও গতির কথা জানতে পারবেন।
কী লিখছ ক্যাপ্টেন ?
আমার উইল।
সেই সন্ধ্যায়...
ঘন্টা-কয়েকের মধ্যেই শুরু হবে আপনাদের ঐতিহাসিক যাত্রা। আপনারাই প্রথম চাঁদে যাচ্ছেন। এই যাত্রা সেদিক থেকে অবিস্মরণীয়।
এই যাত্রায় কতরকমের বিপর্যয় ঘটতে পারে তা আপনারা জানেন। পদে-পদে মৃত্যুর আশঙ্কা।
সবচেয়ে বড় বিপদ, শত্রুরা নজর রাখবে আপনাদের ওপরে। আপনাদের রকেটকে তারা বিপথে চালিত করতে পারে।
বাঃ, চমৎকার।
সেক্ষেত্রে আমরা রকেট ধ্বংস করে মৃত্যুবরণ করব।
এইমাত্র খবর পেলাম, আজ রাত্রেই ওদের যাত্রা শুরু হবে।

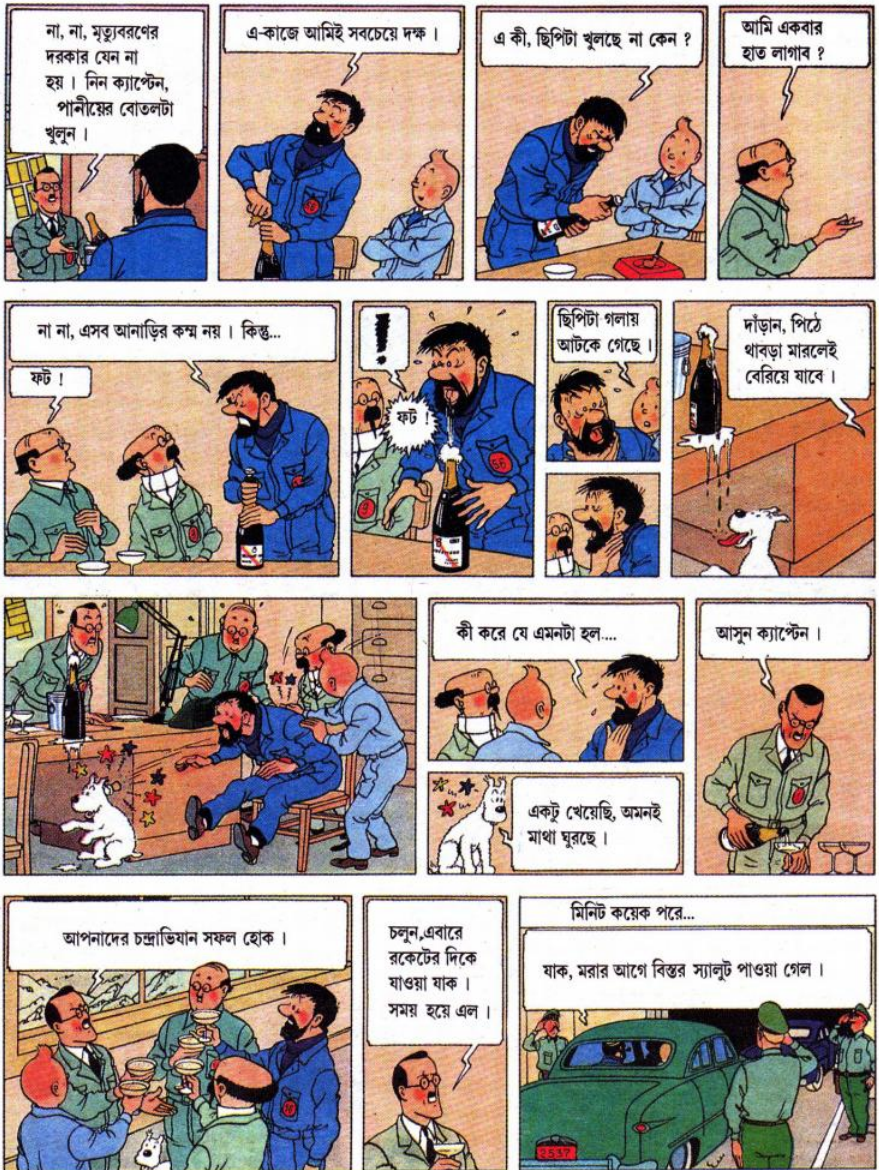
না, না, মৃত্যুবরণের দরকার যেন না হয়। নিন ক্যাপ্টেন, পানীয়ের বোতলটা খুলুন।
এ-কাজে আমিই সবচেয়ে দক্ষ।
এ কী, ছিপিটা খুলছে না কেন?
আমি একবার হাত লাগাব?
না না, এসব আনাড়ির কম্ম নয়। কিন্তু...
ফট!
!
ফট!
ছিপিটা গলায় আটকে গেছে।
দাঁড়ান, পিঠে থাবড়া মারলেই বেরিয়ে যাবে।
কী করে যে এমনটা হল....
আসুন ক্যাপ্টেন।
একটু খেয়েছি, অমনই মাথা ঘুরছে।
আপনাদের চন্দ্রাভিযান সফল হোক।
চলুন,এবারে রকেটের দিকে যাওয়া যাক। সময় হয়ে এল।
মিনিট কয়েক পরে...
যাক, মরার আগে বিস্তর স্যালুট পাওয়া গেল।

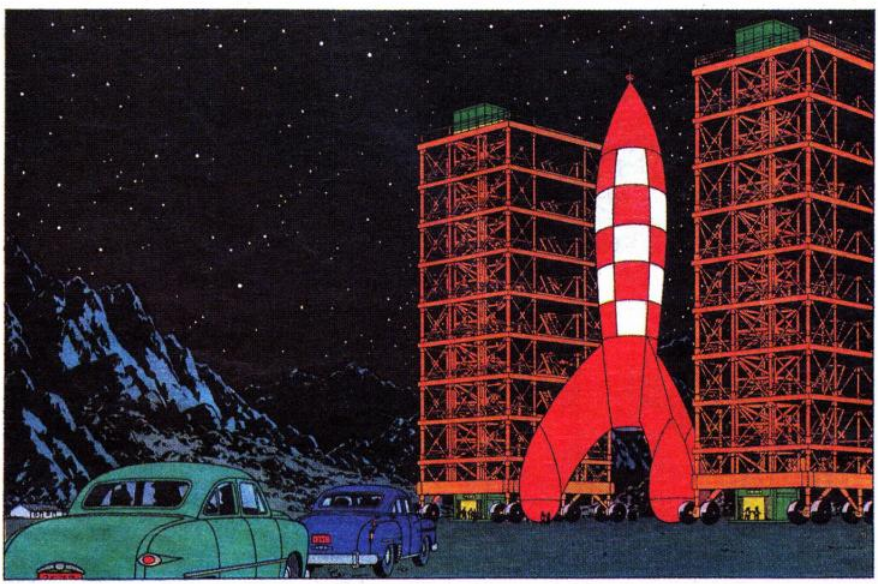

গোমড়া মুখে বসে আছ কেন ?
চাঁদে যাচ্ছি বলেই হ্যাহ্যা করে হাসতে হবে ?
আর তা ছাড়া ওই যন্তরটা যে চাঁদে যেতে পারবেই, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ?
এসে গেছি ।
যাত্রার জন্য রকেট তৈরি ।
তাতে অত আহ্লাদের কী আছে ?
উঃ, ক্যালকুলাসের স্মৃতিশক্তি না-ফিরলেই ভাল ছিল ।
ইতিমধ্যে...
তা হলে আর আধ ঘণ্টা বাদেই ওরা রকেট ছাড়বে ।

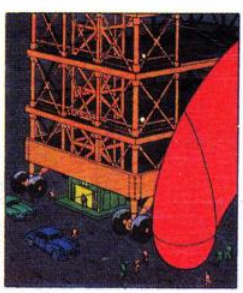

রকেট ছাড়বার পরেই আমি সেন্টারে ফিরে আপনাদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করব।
সমুদ্র ছেড়ে এবারে আপনি মহাকাশে যাত্রা করছেন ক্যাপ্টেন। আপনার যাত্রা শুভ হোক।
ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
টিনটিন, মহাকাশে যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতুম।
তা বেশ তো, আমার জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছি।
না না, আপনাকে অতটা ত্যাগস্বীকার করতে হবে না।
বিদায় উল্‌ফ, তোমার ওপরে আমার অনেক আস্থা।
আমি তার মান রাখব।
প্রোফেসর, আপনি এদের নেতা।
হয় চাঁদে পৌঁছব, নয় ধ্বংস হয়ে যাব।
এসো, লিফ্‌টে ঢুকি।
অত বই নিচ্ছ কেন ক্যাপ্টেন?
পড়ব।
কিছু বই আমাকে দিতে পারো।
না না, ওজন বেশি নয়।
রকেটে ঢোকো সবাই।
আয় রে, কুট্টুস।
বিদায়, পৃথিবী।
দড়াম।
কে জানে, কী আছে ওদের ভাগ্যে।

রকেট ছাড়বার আগে সবাই বাঙ্কে শুয়ে পড়ব।
শুয়ে থাকাটাই নিরাপদ। কিছুক্ষণের জন্য আমরা হয়তো অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।
প্রথম অবস্থায় রকেটটা থাকবে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে আমরাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করব।

এখন যে যার কাজ বুঝে নাও।
টিনটিন যোগাযোগ রাখবে পৃথিবীর সঙ্গে।
ঠিক।
মুন-রকেট কলিং আর্থ... শুনতে পাচ্ছ?
আর্থ কলিং মুন-রকেট...হ্যাঁ...পাটাতনগুলি সরিয়ে নিচ্ছি....

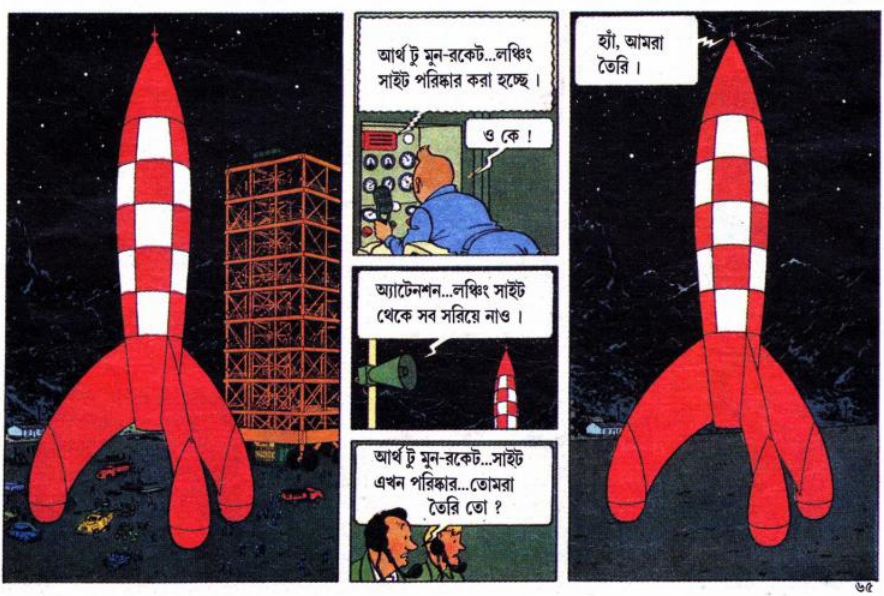
আর্থ টু মুন-রকেট...লঞ্চিং সাইট পরিষ্কার করা হচ্ছে।
ও কে!
অ্যাটেনশন...লঞ্চিং সাইট থেকে সব সরিয়ে নাও।
আর্থ টু মুন-রকেট...সাইট এখন পরিষ্কার...তোমরা তৈরি তো?
হ্যাঁ, আমরা তৈরি।

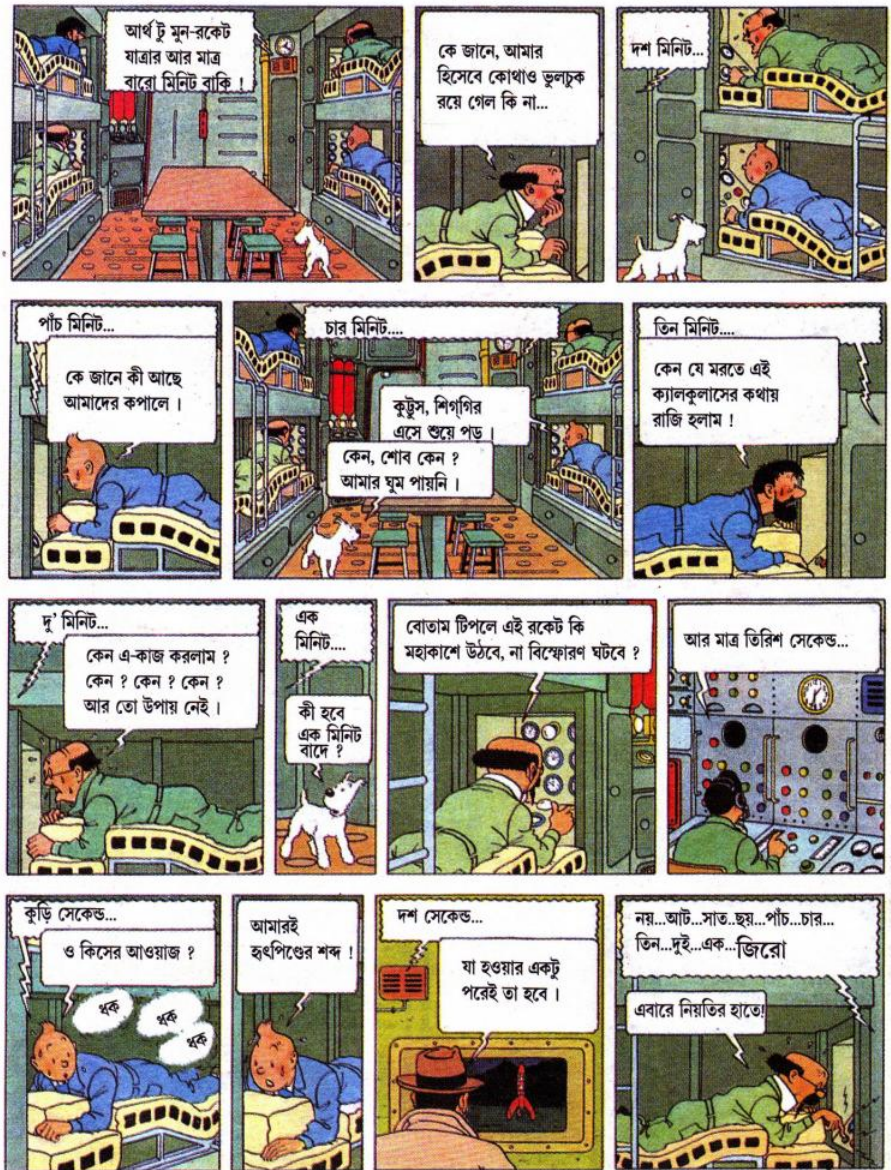
আর্থ টু মুন-রকেট যাত্রার আর মাত্র বারো মিনিট বাকি !
কে জানে, আমার হিসেবে কোথাও ভুলচুক রয়ে গেল কি না...
দশ মিনিট...
পাঁচ মিনিট...
কে জানে কী আছে আমাদের কপালে !
চার মিনিট....
কুটুস, শিগ্‌গির এসে শুয়ে পড় !
কেন, শোব কেন ? আমার ঘুম পায়নি ।
তিন মিনিট....
কেন যে মরতে এই ক্যালকুলাসের কথায় রাজি হলাম !
দু' মিনিট...
কেন এ-কাজ করলাম ? কেন ? কেন ? কেন ? আর তো উপায় নেই ।
এক মিনিট....
কী হবে এক মিনিট বাদে ?
বোতাম টিপলে এই রকেট কি মহাকাশে উঠবে, না বিস্ফোরণ ঘটবে ?
আর মাত্র তিরিশ সেকেন্ড...
কুড়ি সেকেন্ড...
ও কিসের আওয়াজ ?
ধুক্ ধুক্ ধুক্
আমারই হৃৎপিণ্ডের শব্দ !
দশ সেকেন্ড...
যা হওয়ার একটু পরেই তা হবে ।
নয়...আট...সাত...ছয়...পাঁচ...চার... তিন...দুই...এক...জিরো
এবারে নিয়তির হাতে!

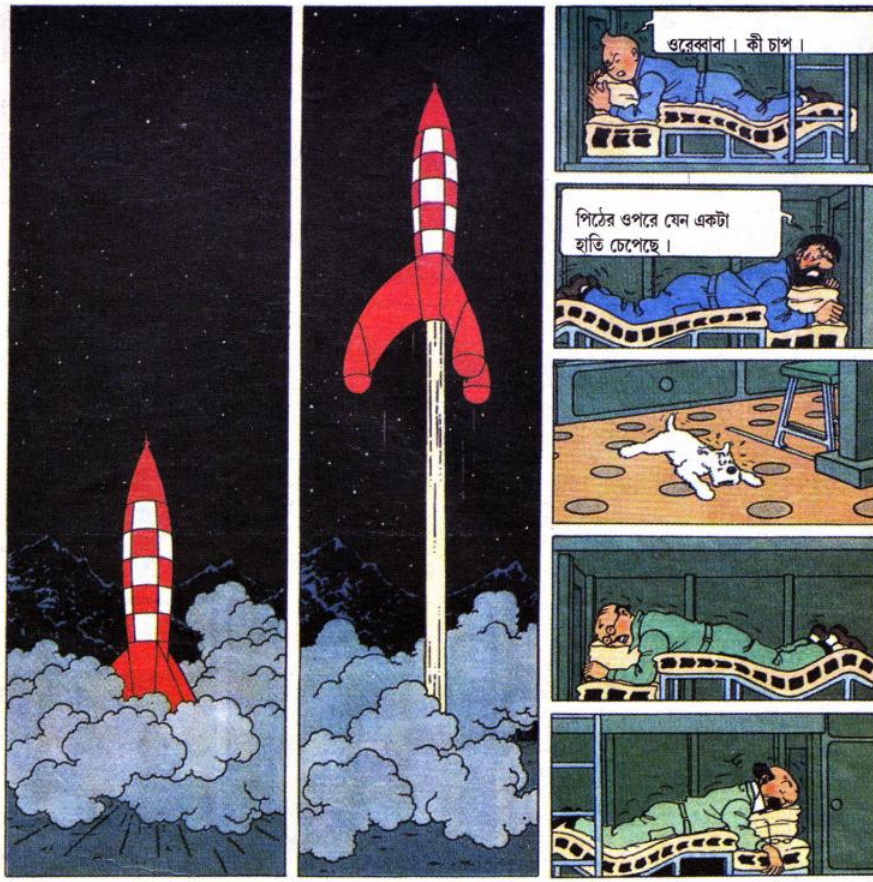
ওরেব্বাবা। কী চাপ।
পিঠের ওপরে যেন একটা হাতি চেপেছে।

রকেট তো মহাকাশে উঠল চাপের চোটে ওরা নিশ্চয়ই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।
অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... রকেট ঠিকমতো এগোচ্ছে।
অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... রকেট এখন পৃথিবী থেকে পাঁচশো মাইল দূরে। নিউক্লিয়ার মোটরের কাজ এইমাত্র শুরু হল!
এইবারে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা করব।
আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ? আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ?

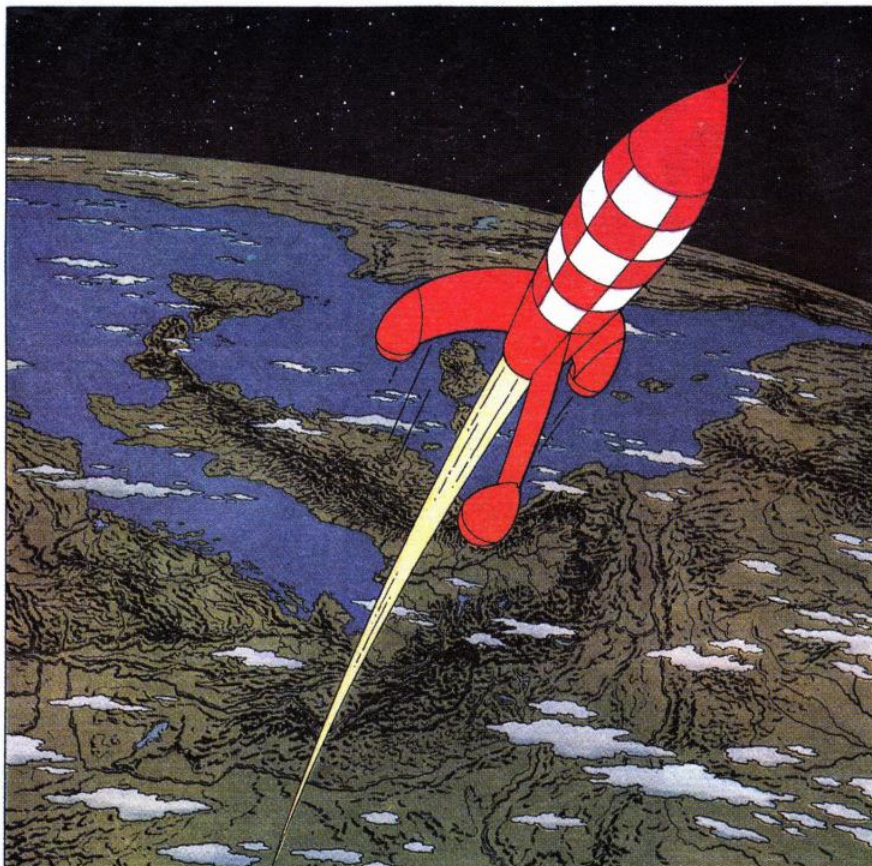

আর্থ কলিং মুন-রকেট...শুনতে পাচ্ছ...শুনতে পাচ্ছ ?...

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম...রকেট এখন এক হাজার মাইল দূরে। ওদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করা গেছে কিনা জানাও...

আর্থ কলিং মুন-রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?...আর্থ কলিং মুন-রকেট...
কন্ট্রোল রুম টু অবজারভেটরি...রকেট কোনও উত্তর দিচ্ছে না !

আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ ? আর্থ কলিং....
কোনও গণ্ডগোল ঘটল নাকি ?

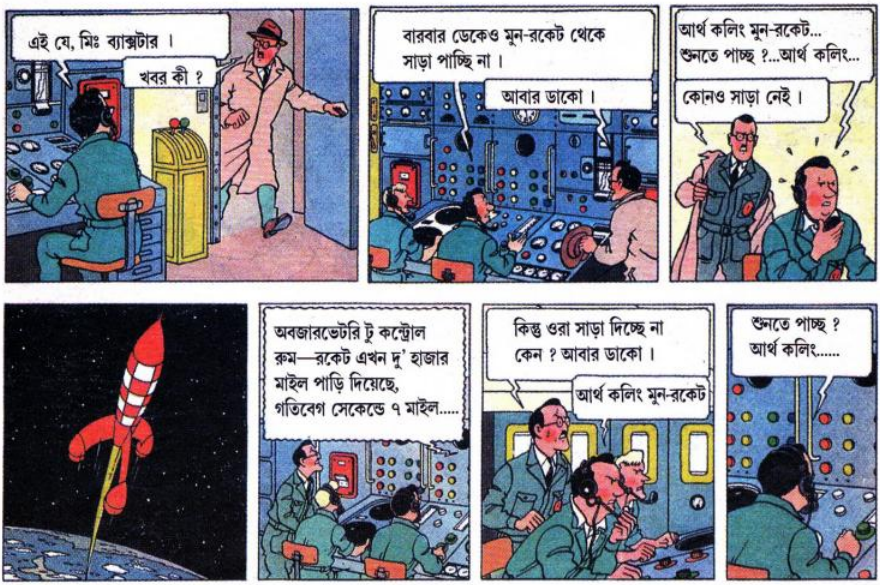


কেন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ?

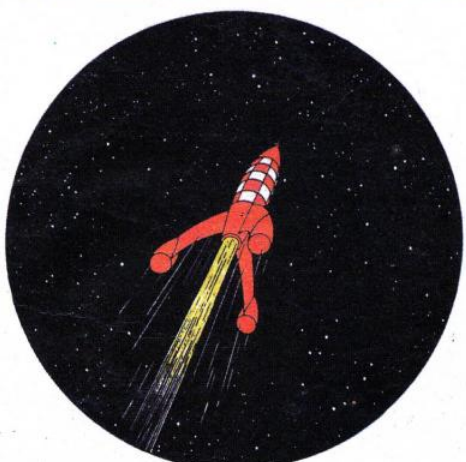

কী হল টিনটিন, ক্যালকুলাস, ক্যাপ্টেন আর কুট্টুসের ?

উত্তর আছে 'চাঁদে টিনটিন' চিত্রকাহিনীতে ।
দু'সংখ্যায় সমাপ্য টিনটিনের এই সম্পূর্ণ রঙিন
চিত্রকাহিনীটি প্রকাশিত হবে 'আনন্দমেলা'র ৩০ মার্চ ও
১৩ এপ্রিল সংখ্যায় ।

অন্য সব ডাই একত্র হলেও, গোদরেজের শ্যাম্পু-আধারিত হেয়ার ডাই ব্যবহারকারীর সংখ্যাই বেশী!

৩ টি বিশেষ কারণে :

১ গোদরেজের শ্যাম্পু-আধারিত হেয়ার ডাই চুলে আনে স্বাভাবিক রঙরূপ। আসলে, আপনি না বললে কেউ জানতেও পারবে না।

২ অন্য হেয়ার ডাইয়ের সঙ্গে তফাৎ হল, গোদরেজের শ্যাম্পু-আধারিত হেয়ার ডাই নিজে থেকেই ছড়িয়ে যায় বলে ব্যবহার করা সহজ আর সুবিধেজনক। হ্যাঁ, চুল শ্যাম্পু করার মতই সহজ।

৩ গোদরেজের শ্যাম্পু-আধারিত হেয়ার ডাইয়ের কোয়ালিটি সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ আপনার চুলের জন্যে এটি বিশিষ্ট ফর্মুলায় তৈরী হয়েছে। কোয়ালিটির বিশ্বস্ততা -তাই দিয়ে হয় গোদরেজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা।

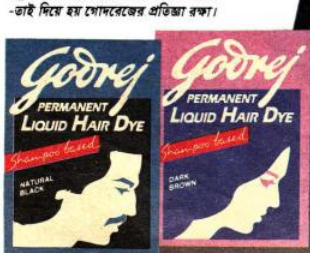


Godrej শ্যাম্পু-আধারিত হেয়ার ডাই

পাওয়া যায় ২টি রঙে :
স্বাভাবিক কালো ও গাঢ় খয়েরী।

GS/129/273 BEN-R




বিজ্ঞান : গবেষণা

## খেলোয়াড়দের জন্য

শরীরে ওজন ঝুলিয়ে ব্যায়াম করলে, অভিকর্ষের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা বাড়ে। ফলে 'স্ট্যামিনা' বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচল ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ব্যায়ামে সহজে ক্লান্তি আসে না। এটা মাথায় রেখেই আমেরিকায় খেলোয়াড়দের জন্য একরকম ভেস্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রয়োজনমতো ওজন 'ফিট' করা যায়। অ্যাথলিট এবং অন্য খেলোয়াড়রা ট্রেনিংয়ের সময় এটা ব্যবহার করলে ভাল ফল পাবেন বলে নির্মাতাদের দাবি। এই ভেস্টটি বুকে পরে নিতে হয়। এর ওপরে আছে এক পাউন্ড করে ওজন রাখার কয়েকটি পকেট। একটি ভেস্টে এইভাবে ২০ পাউন্ড পর্যন্ত ওজন ধরানো যায়। সুতরাং যার যেমন প্রয়োজন সে তেমন ওজন নিতে পারে। ভেস্টটি একরকম ফোমের তৈরি। কেনার সঙ্গে-সঙ্গে চারটি ওজন বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

## বাতাসে হাঁটা

সত্যি-সত্যিই বাতাসে ভর দিয়ে শূন্যে হাঁটার মতো তেমন কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়, এমনকী কোনও জাদুকরের কারসাজিও নয়, বাতাসে হাঁটা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন একরকম জুতো পরে হাঁটা, যার মধ্যে বাতাস ভরা থাকে। আমেরিকার নাইক সংস্থা বিশেষ প্রযুক্তিতে এমনই এক জুতো তৈরি করেছে। এই স্নিকার জুতোর হিল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে ফোমের বদলে স্রেফ বাতাস। হিলটা আসলে বাতাসভরা বেলুনের মতোই। ফোমের তুলনায় এটা অনেক বেশি টেকসই, হালকা এবং আরামদায়ক তো বটেই। এই জুতোর নাম হল 'এয়ার ম্যাক্স শু'। একজোড়া বাতাস-জুতোর দাম পড়বে ১৩০ ডলার।

## বিস্ময়কর প্লাস্টিক

ব্রিটিশ উদ্ভাবক মরিস ওয়ার্ড এমন এক আশ্চর্য প্লাসটিক আবিষ্কার করেছেন, যা ১০০০° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি তাপমাত্রাতেও গলে না। সম্ভবত পরমাণু বিস্ফোরণজনিত তাপেও এটি অবিকৃত থাকবে। নতুন এই প্লাসটিকের নাম 'স্টারলাইট'। ব্রিটিশ সরকারের বিশেষজ্ঞরা উপাদানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের ধারণা, প্রতিরক্ষা এবং বিমান শিল্পে স্টারলাইট খুবই কাজে আসবে।

বিস্ময়কর এর সহনক্ষমতা। মজার কথা, একসময় এর উদ্ভাবক মরিস ওয়ার্ড-এর পেশা ছিল হেয়ার-ড্রেসিং। মরিস মনে করেন, প্লাসটিক দুনিয়ায় বিপ্লব আনবে স্টারলাইট।

## পকেট ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা

ইনস্ট্যান্ট কফি বা চায়ের মতোই ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা, যে ক্যামেরায় ছবি তোলার পরে-পরেই মিলে যায় তার 'প্রিন্ট'। জিনিসটা নতুন কিছু নয়, বেরিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। তবে এসব ক্যামেরা সাধারণত আকারে বড় আর ভারী হয়। 'পোলারয়েড ক্যাপটিভ' নামে তাৎক্ষণিক ছবির ক্যামেরা একেবারেই অন্যরকম। সাইজে এতই ছোট যে দিব্যি হ্যান্ডব্যাগ, এমনকী একটু বড়সড় পকেটের মধ্যেও রাখা চলে। এর 'ডিসপ্লে স্ক্রিন'-এও দেখা যায় ছবিও।

ধারাবাহিক উপন্যাস

# শিউলি

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জয়ার আলিঙ্গনে খড়ক সিংয়ের দেহটা একবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়িটা এসে থামল। উদয়ন আর শিবশঙ্কর ঝটপট নেমে এলেন।

জয়া চিৎকার করে বলল, "যাঃ,ফুরিয়ে গেল।"

জয়া কেঁদে ফেলেছে। জয় দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব হয়ে। জয়া কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। জানা বাংলাও মনে আসছে না। ফুলে-ফুলে কাঁদছে। তাদের বাড়িতে কান্না জিনিসটা সবাই অপছন্দ করেন। মানুষ আজ হোক কাল হোক, মারা যাবেই। জীবনে হরেকরকম দুঃখ আসতেই পারে। তোমাকে সহ্য করতে হবে। সেটাও একটা শিক্ষা। মন খারাপ হবেই। সেটাকে চেপে রাখতে হবে ভেতরে। হাঁউমাউ করলে মৃত মানুষ ফিরে আসবে না। জয়া সেই কারণে ফুলছে। খড়ক সিংয়ের মাথাটা এলিয়ে আছে তার বুকে।

উদয়ন নাড়ি দেখলেন। শিবশঙ্করকে বললেন, "কিছু করা গেল না। আর পাঁচটা মিনিট আগে আসতে পারলে হয়তো টেনে রাখা যেত।"

"যে যাবে সে যাবেই। তা না হলে তোমার নতুন গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হবে কেন! ওইখানেই আমাদের দশটা মিনিট সময় চলে গেল।"

"তেলে ময়লা এসে গেল।"

"খড়ক এইভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবতেও পারিনি। আমাদের আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে গেল।"

উদয়ন বললেন, "মনে হচ্ছে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। যাই হোক, জয়া খুব বেকায়দায় পড়েছে। আসুন আমরা ধরাধরি করে ঘাসের ওপর শোওয়াই। তারপর অ্যাম্বুলেন্স আনতে হবে।"

শিবশঙ্কর বললেন, "দাঁড়াও, আগে একটা কম্বল বিছিয়ে দিই। জায়গাটায় কাঁকর বালি আছে। এমনই শোওয়ালে লাগবে। উদয়ন আর জয় খড়ক সিংয়ের পোঁটলা থেকে তার সেই বিখ্যাত গেরুয়া রঙের কম্বলটা বের করে মাঠে বিছিয়ে দিল। তারপর ধরাধরি করে খড়ক সিংকে তার ওপর শোওয়ানো হল। জয় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "বাবা, একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না, তুমি ইচ্ছে করলে সবই পারো। তুমি তো কতজনকে বাঁচিয়েছ বাবা।"

উদয়ন জয়কে বুকের কাছে টেনে নিলেন। বুঝতেই পারছেন, ছেলেটার ভেতরে কী হচ্ছে! মানুষের ক্ষমতা কতটুকু, দেহ থেকে প্রাণ একবার বেরিয়ে গেলে কিছুই আর করার থাকে না। টিউব থেকে টুথপেস্ট একবার বেরিয়ে গেলে আর ঢোকানো যায় না।

জয়া বসে আছে খড়ক সিংয়ের মাথার কাছে। শিবশঙ্কর দাঁড়িয়ে আছেন বুকে হাত রেখে। মাথার ওপর বিশাল গাছ। শাখা-প্রশাখা হাত মেলে আছে ঊর্ধ্ব আকাশে। যেন ভয়ঙ্কর এক নৃত্য থেমে গেছে কারও আদেশে। তারারা তাকিয়ে আছে নীচের পৃথিবীর দিকে। এই দৃশ্যটাও নিশ্চয় তাদের চোখে পড়ছে। তারার মতোই ঝকঝকে একজন মানুষ খসে পড়েছেন। এক রাজপুত বীর। যাঁর জীবনের ইতিহাস আভাসে কিছুটা জানা গেছে। অতীতটাকে যিনি সবসময় অতীতেই রাখতে চাইতেন। অতীত ছাড়াই যিনিএকটা নতুন বর্তমান তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

শিবশঙ্কর সেই নিস্তব্ধতায় হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ হল ইচ্ছামৃত্যু। খড়ক এইরকম একটা মৃত্যুর কথা প্রায়ই আমাকে বলত। আর ঠিক তাই হল। সেইভাবেই চলে গেল। অসুখটসুখ নয়, বাঁচার ইচ্ছেটা চলে গেল তো মানুষের হয়ে গেল!"

সবাই প্রথমটায় একটু থমকে গিয়েছিলেন। বক্সিং-এর রিং-এ যেমন হয়। ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল। চোখে অন্ধকার। তারপর প্রতিযোগী আস্তে-আস্তে দড়ি ধরে উঠে দাঁড়াল। উদয়ন বললেন, "আমি অ্যাম্বুলেন্স আনি।"

"অ্যাম্বুলেন্স এনে কী হবে! অ্যাম্বুলেন্স ডেডবডি নেবে না। আনতে হবে একটা ভ্যান। খড়ক সিংকে প্রথমে আমরা নিয়ে যাব তার বাড়িতে। তারপর সকলের সঙ্গে, ব্যবস্থা কী করা যায়, পরামর্শ নিতে হবে।"

"সৎকারই তো একমাত্র ব্যবস্থা।"

"আত্মীয়স্বজন কি কেউ নেই! অতখানি একটা বাগানবাড়ির কে ওয়ারিশান হবে! পুলিশের পারমিশন ছাড়া আমরা সৎকারেরও অধিকারী নই। অনেক ঝামেলা পরে আসতে পারে।"

"আপনারা তা হলে অপেক্ষা করুন। আমি থানা থেকেই ভ্যান আনছি।"

"দাঁড়াও, সেখানেও কিছু চিন্তার আছে।"

শিবশঙ্কর আর উদয়ন গাছের তলায় শিকড়ের ওপর পাশাপাশি বসলেন। পুলিশের হাতে তুলে দিলে, আইন খুব কড়া। পোস্টমর্টেম তো করবেই। অকারণ কাটা-ছেঁড়া। এখনও রাত অনেক বাকি। পৃথিবী নিদ্রিত। কিছু না, নিঃশব্দে সিংজিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরের বিছানায় শুইয়ে দাও। সব সমস্যার সমাধান। তারপরে একটা ডেথ সার্টিফিকেট ও সৎকার।

জয় গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। শিবশঙ্কর, উদয়ন আর জয়া ধরাধরি করে সিংজিকে পেছনের আসনে আধশোয়া করে রাখল। সমস্যাটা হচ্ছিল পা নিয়ে। শরীর ক্রমশই শক্ত হয়ে আসছে। একেই বলে 'রাইগার-মর্টিস'। জয়ার হয়তো কিছুই হচ্ছে না; কিন্তু জয়ের একটু অস্বস্তি লাগছিল। প্রাণহীন দেহ। যে মানুষটাকে সে খড়ক সিং বলে জানত, সে মানুষটা চলে

## আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

### পাখি আঁকা কত সহজ

আভাসের পাখি দ্যাখো এখন আমাদের আঁকার পাতায় ফুটে উঠেছে। নানা ভঙ্গিমায়। আমরা এরকম অনেক পাখি আঁকছি, আর রঙে-রঙে রঙিন হয়ে উঠছে আমাদের আঁকার পাতা। তোমরা এরকম আরও কিছু পাখি আঁকো, রং করো। আঁকতে-আঁকতে দেখবে পাখি আঁকা কত সহজ হয়ে উঠেছে।

## হাসিখুশি

বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রশ্ন, "শুনলাম আপনার হারমোনিয়ামটা বিক্রি করবেন বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?"

"কী করব বলুন, পাশের বাড়ির বিধুবাবু বন্দুক কিনেছেন যে!"

❑

সবজি-বিক্রেতা : বাবু আপনি যদি এক কিলো শাক কেনেন, তা হলে আপনাকে পঞ্চাশ গ্রাম কাঁচালঙ্কা ফাউ দেব।

ক্রেতা : তা হলে ভাই আমি আর শাক কিনব না। আমাকে শুধু কাঁচালঙ্কাটাই দাও।

❑

"ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন, কাল রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারিনি।"

"তাই নাকি! তাই নাকি! দাঁড়ান, আমি আপনাকে এখনই একটা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাচ্ছি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

গেছে। খোলটা পড়ে আছে। ক্রমশ শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। পা দুটোকে আরও একটু ভাঁজ করতে গেলে মট করে ভেঙে যাবে। এই দেহটাকে জয় চেনে না। এই দেহটা তার কাছে আতঙ্কের মতো। ভয় দেখাচ্ছে। একে নিয়ে পেছনের আসনে সে বসতে পারবে না। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

শিবশঙ্কর ভাবছেন, তাঁরা কি খুনি! কীরকম ভয়ে-ভয়ে দেহটা তুলছেন। কেউ যেন দেখে না ফেলে! দেখে ফেললেই বিপদ। দিনকাল আর আগের মতো নেই। মানুষ এখন মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। শিবশঙ্কর জয় আর জয়াকে বললেন, "তোমরা চট করে পেছনে ঢুকে বসে পড়ো।"

জয় যা ভেবেছিল তাই হল। মৃতদেহের পাশে বসতে তার ভয় করছে।

জয়া বলল, "দু'জনে বসা যাবে না দাদি। আমি বসছি। জয়কে আপনি সামনে নিয়ে নিন।"

উদয়ন চালকের আসনে বসতে-বসতে বললেন, "কুইক, কুইক, ভোর হয়ে আসছে।"

শিবশঙ্কর পেছনের ডিকিতে খড়ক সিংয়ের পোঁটলাটা তুলে দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। সিংজির বাড়িতে পৌঁছতে দশ মিনিটের মতো সময় লাগল! বিশাল বাগান ঝিম মেরে আছে। অজস্র ঝিঁঝি পোকা ঝনঝন করে ডাকছে। এইসব গাছপালা, ফুল, ফল, সিংজি আর কোনওদিনই দেখতে পাবেন না। একসময় কত কী করে রেখে গেছেন এই উদ্যানে! এইখানেই তো তাঁর বেশি সময় কাটত।

ঘরে তো ঢোকা হবে; কিন্তু দরজায় তালা। সেই তালার চাবি কোথায়! খড়ক সিং যে জামাটা পরে আছেন সেটা একটা জোব্বার মতো। অনেক তার পকেট। জয়া খুঁজছে। এক-এক পকেটে এক-একরকম জিনিস। একটা পকেটে হাঁসের ডিমের মতো দেখতে ধবধবে সাদা একটা পাথর রয়েছে। আর-এক পকেটে ছোট্ট একটা ডায়েরি। বুকপকেটের ভেতর দিকের পকেটে কিছু টাকা রয়েছে। সবই আছে, কেবল চাবিটাই নেই।

পোঁটলাটা খোলা হল। সবই আছে সেখানে, এমনকী হোমিওপ্যাথিক ওষুধের একটা ব্যাগ। পাউচের মতো। কিন্তু চাবিটা নেই। এইবার কী হবে! এদিকে যে ভোর হয়ে আসছে। আকাশের কালো ক্রমে তরল হয়ে যাচ্ছে।

বেশ একটু দুশ্চিন্তারই কারণ হল। চাবি কোথায়! তালা ভাঙা কি সহজ কাজ। অত বড় লাগদাঁই তালা! সেই সময় জয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। অবশ্য বুদ্ধিটা সে পেয়েছে ইংরেজি সিনেমা থেকে। চাবিটা পকেটে বা পোঁটলায় নেই, আছে অন্য কোনও লুক্কায়িত জায়গায়। দরজার আশেপাশে কোনও ফুলগাছের টবের তলায়, অথবা কোনও গাছের গোড়ায় পাথরের তলায়।

সবাই যখন ভাবছে, জয় তখন চুপিচুপি খুঁজতে বেরিয়েছে। দরজার দু'ধারে, এপাশে-ওপাশে দুটো করে এরিকা পামগাছের টব। দরজার সামনে একটা পাপোশ বেশ বড় মাপের। জয় পাপোশটা টানতে-টানতে একপাশে নিয়ে গেল। শানবাঁধানো মেঝে। চাবির কোনও সন্ধানই নেই। খুব ভালভাবে দেখে মনে হল, একটা কিছু রহস্য এইখানেই আছে।

জয় দাদির কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে আনতে গেল। শিবশঙ্করও এলেন রহস্য অনুসন্ধানে। পরিষ্কার মেঝে, তার মাঝখানে একটা টালি একেবারে খাপে-খাপে বসানো। কারণটা কী! জয়ের মতো শিবশঙ্করও কারণটা বুঝতে চাইলেন। ওইখানে একটা কন্দর আছে। একটা পকেট। টালিটাকে তুলতে হবে। কিন্তু কীভাবে!

এইবার আবার জয়ের সন্ধানী আবিষ্কার। একটা পামগাছের টবের মাটিতে একটা খুরপির মতো কী গোঁজা রয়েছে। জয় মাটি থেকে সেটাকে টেনে তুলল। ফলাটা বেশ শক্ত ব্লেডের মতো। জয় সেই যন্ত্রটা এনে শিবশঙ্করের হাতে দিল। এঞ্জিনিয়ার মানুষ। বুঝতেই পারলেন, এটার কোনও বিশেষ ব্যবহার আছে। এইটাই হয়তো খাঁজে ঢুকিয়ে টালিটাকে তোলা যাবে।

গাড়ির পেছনের আসনে খড়ক সিংয়ের মাথা জয়ার বুকে হেলে আছে। একটা মানুষ, যাঁর কোনও শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে না। হিমশীতল দেহ। জয়ার ভয় করছে না; কিন্তু ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কে আর চাঁদের আলোয় বাগানে বসে দেশ-বিদেশের সাধুসন্তের গল্প শোনাবেন! ইতিহাসের পুরনো কথা বলবেন! ডিমের মতো সাদা পাথরটা কি শিব! ছোট্ট ডায়েরিটায় কী লেখা আছে!

উদয়ন জিজ্ঞেস করলেন, "চাবির সন্ধান পাওয়া গেল?"

শিবশঙ্কর বললেন, "হয়তো!"

"ভোর যে হয়ে এল!"

জয়ার হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার কবিতা:

*ভোর হল দোর খোলো*
*খুকুমণি ওঠো রে!*
*ওই দেখ জুঁইশাখে*
*ফুলখুকি ছোটো রে!*
*রবিমামা দেয় হামা*
*গায়ে রাঙা জামা ওই!*

কী সুন্দর! রবি মামা দেয় হামা! জয়া বলল, "সিংজি ওঠো! ভোর তো হয়ে গেল!" (ক্রমশ)

*ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

কেরিয়ার গাইড

# মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং, নটিক্যাল সায়েন্স ও অন্যান্য কোর্সে ভর্তির এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা

**বিভিন্ন পেশাদারি কোর্সে ভর্তি-পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে বের হয়েছে। পরীক্ষা হবে মে-জুন মাসে। মনঃস্থির করে নির্দিষ্ট কোর্সে ভর্তির পরীক্ষার আবেদন করার সময় এখনই। মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং, নটিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কোর্সে ভর্তির নানা খবর দেওয়া হল এই সংখ্যায়।**

ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং— বোম্বাইয়ের টি. এস. চাণক্য (রাজেন্দ্র) এবং কলকাতার ডাইরেক্টরেট অব মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিংয়ের অন্তর্ভুক্ত তিন বছরের বি. এসসি (নটিক্যাল সায়েন্স) ও চার বছরের মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এইসব কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ১৪ ও ১৫ মে তারিখে।

## পরীক্ষা-কেন্দ্র

মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং ও নটিক্যাল সায়েন্স কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা আহমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, ভোপাল, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কটক, দিল্লি, এর্নাকুলাম, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, জয়পুর, লখনউ, মাদ্রাজ, পোর্টব্লেয়ার, রাঁচি ইত্যাদি দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে নেওয়া হবে।

## পরীক্ষার বিষয়

চারটি বিষয়ে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিষয়গুলি হল, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজি। ইংরেজি বিষয়কে যোগ্যতানির্ণায়ক (কোয়ালিফাইং) বিষয় ধরা হবে এবং এই বিষয়ের পাওয়া নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে না। প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ শতাংশ নম্বর পেলে সেই বিষয়ে পাশ বলে গণ্য করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে কলকাতা কিংবা বোম্বাই শহরে। চূড়ান্ত মনোনয়ন করার সময় লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউয়ের সম্মিলিত ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রার্থীর দৈহিক সুস্থতা থাকা দরকার।

## আসন-সংখ্যা

টি. এস. চাণক্যের নটিক্যাল সায়েন্স কোর্সে ৪০টি আসনে এবং মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ৮০টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। মোট আসনের মধ্যে সাড়ে ২২ শতাংশ আসন তফসিলি জাতি ও সাড়ে সাত শতাংশ আসন তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

## ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

নটিক্যাল সায়েন্স কিংবা মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পাশ করে সরকারি পর্যায়ে নৌ-বাহিনীতে কিংবা জাহাজ সংস্থায় কাজ পাওয়া সম্ভব। ভারতে কিংবা ভারতের বাইরে মার্চেন্ট নেভিতে আকর্ষক বেতনে দায়িত্বশীল পদে চাকরি পাওয়া যায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এইসব পেশাদারি পাঠক্রমের সফল স্নাতকদের খুব চাহিদা আছে। আগেই বলে রাখি, আসন অনুপাতে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি, সুতরাং ভালভাবে প্রস্তুতি না নিলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হওয়া দুষ্কর।

## যোগ্যতা

এইসব কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়সহ পাশ করতে হবে। শুধু কম্বিনেশন হিসেবে এই বিষয়গুলি থাকলেই চলবে না, আলাদা-আলাদাভাবে প্রতিটি বিষয়ে পাশ করতে হবে। এ-বছর যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে বয়সের একটা মাপকাঠিও বিচার্য। যেসব প্রার্থী এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের বয়স যেন ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখের হিসেবে ২০ বছরের বেশি না হয়। অর্থাৎ প্রার্থীদের জন্মতারিখ যেন ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ কিংবা তারপরের কোনও তারিখ হয়। তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনপত্র নেওয়া হবে অর্থাৎ প্রার্থীদের জন্ম তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ কিংবা তারপরে অন্য কোনও

তারিখ হলেও চলবে।

## তথ্যপুস্তিকা

দুটি কোর্সের সিলেবাস, প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়, দৈহিক পরিমাপ ইত্যাদি বিষয় তথ্যপুস্তিকায় পাওয়া যাবে। তথ্যপুস্তিকা জোগাড় করা যাবে দুটি ঠিকানা থেকে। প্রথমত, কন্ট্রোলার, ডি. জি. এস. এন্ট্রান্স এগজামিনেশন, ভারতীয় বিদ্যা ভবন'স এস. পি. জৈন ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ, মুনশি নগর, দাদাভাই রোড, আন্ধেরি (ওয়েস্ট), বোম্বাই-৪০০ ০৫৮। দ্বিতীয়ত, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং, জাহাজ ভবন, ডব্লিউ. এইচ. মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই-৪০০ ০৩৮। এই দুটি ঠিকানা থেকে তথ্যপুস্তিকা জোগাড় করতে হলে ১০ টাকার ডাকটিকিট যুক্ত নাম-ঠিকানা লেখা একটি বড়মাপের (৩০ × ১২ সেন্টিমিটার) খাম ও বোম্বাইয়ের জেনারেল পোস্ট অফিসে প্রদেয় ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং-এর অনুকূলে ১০ টাকার একটি ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার পাঠাতে হবে।

## দৈহিক যোগ্যতা

এইসব কোর্সে পড়ার জন্য প্রার্থীদের দৈহিক যোগ্যতা বিষয়ে ভাববার আছে। কেননা শুধুমাত্র ক্লাস-রুমে বসেই এইসব পেশাদারি কোর্সের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা যায় না। যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে নির্দেশ করা হয়েছে তথ্যপুস্তিকায়।

সাধারণভাবে বলা যায়, টি এস চাণক্যের প্রশিক্ষণে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীর সাধারণ দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা ৬/৬ মাপের হওয়া চাই, কোনওমতেই চশমা ব্যবহার করা চলবে না। আর মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে চশমা ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে চোখের পাওয়ার প্লাস বা মাইনাস ২.৫ পর্যন্ত ; তার বেশি হলে চলবে না। দুটি কোর্সের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ 'কালারভিশন'কে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হবে।

## কীভাবে আবেদন করবেন

নির্দিষ্ট প্রোফর্মার সাদা 'ফুলস্ক্যাপ' কাগজে হাতে লিখে কিংবা টাইপ করে দরখাস্ত করতে হবে। প্রোফর্মার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র অথবা 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' (১৫-২১ জানুয়ারি সংখ্যা) দেখে নিতে পারেন। দরখাস্তের সঙ্গে কী-কী দিতে হবে এবার সেইসব নিয়ে আলোচনা করছি : (১) সাম্প্রতিককালের তোলা তিন কপি ফোটোগ্রাফ। তিনটি ফোটোগ্রাফই গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে একটি ফোটোগ্রাফ সেঁটে দিতে হবে। আর দুটি ফোটোগ্রাফের পেছনে প্রার্থীর পুরো নাম লিখতে হবে। (২) ১৭০ টাকার একটি 'অ্যাকাউন্ট-পেয়ি ডিমান্ড ড্রাফ্ট' দিতে হবে। ড্রাফ্টটি ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং, বোম্বাই-এর অনুকূলে যে-কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বোম্বাই শাখার ওপর কাটতে হবে। তফসিলিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৪৫ টাকার ড্রাফ্ট পাঠালেই হবে। (৩) একটি ১৫ টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি পোস্টাল অর্ডার, কন্ট্রোলার, ডি. জি. এস এন্ট্রান্স এগজামিনেশন, এস. পি. জৈন ইনস্টিটিউট, বোম্বাই-এর অনুকূলে আন্ধেরি (ওয়েস্ট) বোম্বাই পোস্ট অফিসে প্রদেয় হতে হবে। (৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল। (৫) তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতিগত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। (৬) স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট অথবা জন্মতারিখ সংবলিত অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল।

পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পোস্টাল অর্ডার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে (অ্যাকনলেজমেন্টসহ) কন্ট্রোলার, ডি. জি. এস এন্ট্রান্স এগজামিনেশন, ভারতীয় বিদ্যা ভবন'স, এস. পি. জৈন ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ, মুনশি নগর, দাদাভাই রোড, আন্ধেরি (ওয়েস্ট), বোম্বাই-৪০০ ০৫৮ ঠিকানায় ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠাতে হবে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড না পেলে কন্ট্রোলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

# এম. বি. বি. এস কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা: বেনারস

ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি) এম. বি. বি. এস ও বি. ফার্ম কোর্সে ভর্তির জন্য সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এই দুটি কোর্সে ভর্তির জন্য ৪ জুন, ১৯৯৪ তারিখে সর্বভারতীয়স্তরে লিখিত প্রতিযোগিতামূলক এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে বারাণসী, দিল্লি, মাদ্রাজ এবং কলকাতায়।

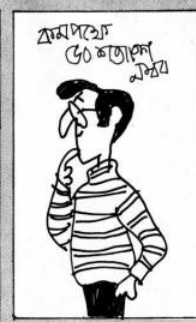


## যোগ্যতা

ডাক্তারি কিংবা বি. ফার্ম পাঠক্রমে ভর্তির এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বিষয়সহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেও চলবে। এ ছাড়া এম. বি. বি. এস. কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বি. ফার্ম কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থীর জন্মতারিখ ১ অক্টোবর '৭৩

## বি. এইচ. ইউ-এর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন, হেল্‌থ এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস, বি. পি. এড, বি. এফ. এ, এম. এফ. এ, বি. মিউজ, এম. মিউজ, এম. মিউজিকোলজি ইত্যাদি কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে জুন মাসে। যেমন বি. এসসি. (এগ্রি) কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বা কৃষি শাখায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করতে হবে। আবার এম. সি. এ. কোর্সে ভর্তি হতে হলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক হতে হবে, এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ম্যাথমেটিকস নিয়ে পাশ করা চাই। বিভিন্ন কোর্সের তথ্যপুস্তিকা, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কাউন্টার থেকে (কৃষিবিজ্ঞানের কোর্সের জন্য ১৩০ টাকা, অন্যান্য কোর্সের জন্য ৯০ টাকা) ২২ মার্চ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে। পূরণ-করা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (লেট ফি সহ) ২৪ মার্চ, '৯৪। যোগাযোগের ঠিকানা : বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারাণসী-২২১ ০০৫।

থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর '৭৮ তারিখের মধ্যে হওয়া চাই। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমার আইনানুগ ছাড় আছে।

## কীভাবে আবেদন করবেন

ডাকযোগে আবেদনপত্র এবং তথ্যপুস্তিকা সংগ্রহ করতে হলে ১৫০ টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট কিংবা ব্যাঙ্কার্স চেক রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে হবে। ড্রাফ্‌টটি ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অনুকূলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বি. এইচ. ইউ. শাখার (কোড নং ০২১১) ওপর কাটতে হবে। সঙ্গে একটি অনুরোধপত্রে প্রার্থীর নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে একটি বড়মাপের (২৫×১৬ সেন্টিমিটার) নাম-ঠিকানা লেখা খাম পাঠাতে হবে। রিকুইজিশন খামের ওপর 'অ্যাপ্লিকেশন ফর পি এম টি/ পি এ টি ফর্ম-১৯৯৪ বি এইচ ইউ' কথাগুলি লিখে দিতে হবে। ইনস্টিটিউটের সেল্‌স কাউন্টার থেকে ১৫০ টাকার ড্রাফ্‌ট কিংবা নগদ টাকার বিনিময়ে ১২ মার্চ পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। ডাকযোগে ফর্ম পাঠানোর অনুরোধ ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নেওয়া হবে। ফর্ম কন্ট্রোলার অব এগ্‌জামিনেশন্‌স, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারাণসী-২২১ ০০৫ ঠিকানায় ১৪ মার্চের মধ্যে জমা দিতে হবে।

# এম. বি. বি. এস কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা: দিল্লি

নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস ১৯৯৪ সালের এম. বি. বি. এস. কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে।

## যোগ্যতা

এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইংরেজি বিষয়সহ এগ্রিগেটে ৬০ শতাংশ (এইসব বিষয়ে) নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরের হার ৫০ শতাংশ। যাঁরা এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং যাঁদের পরীক্ষার ফল জুলাই মাসের আগেই বের হবে, তাঁরাও এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীর বয়স যেন ৩১ ডিসেম্বর '৯৪ তারিখের হিসেবে কমপক্ষে ১৭ বছর হয়।

## তথ্যপুস্তিকা ও আবেদনপত্র

এই কোর্সে ভর্তির আবেদনপত্র কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে তা জানা দরকার। ডাকযোগে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে, সরাসরি ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মনোনীত কিছু কাউন্টার থেকে এটি সংগ্রহ করা যাবে।

একসেট 'প্রসপেক্টাস'ও অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের দাম একসঙ্গে ১২৫ টাকা। এই টাকা পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে দাম দিতে হলে ড্রাফ্‌টটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সার্ভিস ব্রাঞ্চ, কোড নং-৭৬৮৭ নতুন দিল্লি শাখার ওপর হতে হবে। ড্রাফ্‌টটি ডিরেক্টর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নিউ দিল্লি-র অনুকূলে কাটতে হবে। তবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মনোনীত শাখাগুলি থেকে নগদ টাকার বিনিময়েও জোগাড় করা যাবে।

আবেদনপত্র ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে।

# বি. আই. টি-র বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা

মেসরার (রাঁচি) বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে ২৮ ও ২৯ মে।

## যোগ্যতা

ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার এবং ব্যাচেলর অব এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স সহ পাশ করতে হবে। ব্যাচেলর অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা বায়োলজিসহ পাশ করতে হবে। এইসব কোর্সে প্রার্থীর বয়স যেন ১ অক্টোবর '৯৪ তারিখের হিসেবে ২১ বছরের বেশি না হয়।

এম. বি.এ কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে আর্টস, সায়েন্স অথবা কমার্সে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করতে হবে। বি.ই, বি. টেক, বি. এসসি প্রভৃতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। এম. সি. এ. কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ১০+২+৩ পর্যায়ে ডিগ্রি স্তরে ম্যাথমেটিক্স কিংবা স্ট্যাটিসটিক্স যে-কোনও একটি মূল বিষয়সহ কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। এম. এসসি. (ইনফরমেশন সায়েন্স) বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে যে-কোনও শাখায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হতে হবে, তবে এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি-স্নাতকদের ক্ষেত্রে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া দরকার। এম. এসসি. (বায়ো মেডিক্যাল) কোর্সের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ১০+২+৩ পর্যায়ের পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্স অথবা বায়োলজি বিষয়সহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে বি. এসসি. পাশ করতে হবে।

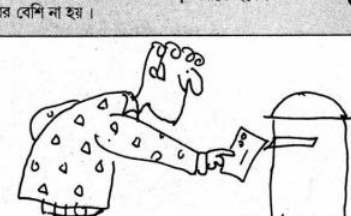

## ফর্ম কীভাবে সংগ্রহ করবেন

ডাকযোগে ফর্ম নিতে হলে বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মেসরা, রাঁচি-কে প্রদেয় ৭৫ টাকার রেখিত ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মেসরা, রাঁচি ঠিকানায় ১০ এপ্রিলের মধ্যে পাঠাতে হবে। অনুরোধপত্রের সঙ্গে দু' টাকার ডাকটিকিটযুক্ত ২৬×১২ সেন্টিমিটার মাপের নিজের নাম-ঠিকানা লেখা একটি খামও পাঠাতে হবে। খামের ওপর কোন বিষয়ের জন্য ফর্ম চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে ইনস্টিটিউটের ক্যাশ কাউন্টার থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল '৯৪।



ছবি : দেবাশিস দেব

বইয়ের খবর

## একটি সুন্দর বিজ্ঞানের বই

**বিজ্ঞানের বর্ণমালা**
*অরূপরতন ভট্টাচার্য*
*দি মিউ বুক স্টল*
*রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট*
*কলকাতা- ৯*
*দাম : ৮০ টাকা*

বিজ্ঞান আজ শুধু মানুষের আশ্চর্য আবিষ্কারই নয়, বিজ্ঞান আজ আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গী। বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এই কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা থেকেই সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের সব যুগান্তকারী আবিষ্কার, রহস্য উদঘাটিত হচ্ছে প্রকৃতির এক-একটি অপার বিস্ময়ের। বড়দের মতো বিজ্ঞান সম্পর্কে ছোটদেরও কৌতূহলের এবং প্রশ্নের শেষ নেই। বিজ্ঞান সম্পর্কে ছোটদের সেইসব প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর এই বইটি। বিজ্ঞানের সব জটিল এবং কঠিন বিষয়গুলিকে লেখক সুন্দরভাবে ছোটদের মতো করেই পরিবেশন করেছেন। যেমন—সূর্য কত গরম, সব গ্রহই কি দেখতে একই রকম, মোট কত গ্রহাণু আছে, সারা বছরে ক'টা গ্রহণ হয়— এইসব বিষয়ের পাশাপাশি আছে— পদার্থ কতরকমের, জ্বর ১০০ মানে কী, পরিবেশ কাকে বলে, ঝড় হয় কেন, রামধনু দেখা যায় কেন, মাটি কাকে বলে, মাটি হল কী করে— ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর আলোচনা। সঙ্গে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য রয়েছে প্রয়োজনমতো রঙিন ছবি। অরূপরতন ভট্টাচার্য একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-লেখক, তাই অনেক গম্ভীর বিষয়ও তাঁর লেখার গুণে সহজ হয়ে উঠেছে। লেখকের এই গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুদ্রণ-পারিপাট্য। বইটি সংগ্রহে রাখার মতো।

রতনতনু ঘাটী

## খুদে রাজপুত্রের গল্প

**খুদে রাজপুত্তুর**
রাহুল মজুমদার
*কিংবদন্তী, কলকাতা-৯*
*দাম : ১৫ টাকা*

'আঁতোয়ান দ্য স্যাঁতেক্সুপেরি'-র 'ল্য প্যতি প্রাঁস' অবলম্বনে রাহুল মজুমদারের 'খুদে রাজপুত্তুর' বইটি একটি ব্যতিক্রমী শিশুসাহিত্য। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। এক-এক ভাষাতেই একাধিক লেখক এই বইটির অনুবাদ করেছেন। সেদিক থেকে এই বইটি বিশ্ববিখ্যাত। আজকের অতি-হিসেবি যান্ত্রিক জগতের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুমন, তার স্বপ্ন, তার কল্পনার রঙিন পৃথিবী। ফ্যান্টাসির রাজ্যের বাসিন্দা বড়দের মেকি, ভণ্ড, নকল পৃথিবীর বিরুদ্ধে জেহাদ এই বইয়ের উপজীব্য। এই অভিযানে তার সঙ্গী এক ভিনগ্রহের খুদে রাজপুত্তুর। শ্লেষের তীক্ষ্ণতায়, ব্যঙ্গের চাতুর্যে হারিয়ে যায়নি লেখার সাবলীল গতি। সব মিলিয়ে বইটি চমৎকার। ছোটদের যেমন খুশি করবে, তেমনই ভাবনাচিন্তারও সুযোগ করে দেবে।

সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য

## রকমারি গল্প

**পুটিরাম পালোয়ান**
অমিয় দাস
*ইছামতী প্রকাশনী, কলকাতা-৭*
*দাম : ১২.৫০ পয়সা*

'পুটিরাম পালোয়ান' বইটিতে আছে ১৯টি ভিন্ন স্বাদের গল্প। এখানে ডাকাতের গল্প, ভূতের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। 'ভূতের লাথি', 'আবার স্টোনম্যান', 'দেশসেবা', 'মামা-ভাগনে' গল্পগুলি ছোটদের ভাল লাগবে। সবক'টি গল্পই খুব স্বল্প পরিসরে শেষ করা হয়েছে। ফলে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে রসচ্যুতি ঘটেছে, সন্দেহ নেই। ভাষা সম্বন্ধেও লেখকের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। বইটির প্রচ্ছদ, ছবি, ছাপা মামুলি ধরনের।

উজ্জ্বলকুমার দাস

## নদীর কথা

**নদী**
*দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*
*শিশু সাহিত্য সংসদ,*
*কলকাতা- ৯*
*দাম : ২৫ টাকা*

নদী সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর সুন্দর ও সরলভাবে বইটির পাতায় পাতায় তুলে ধরা হয়েছে। লেখক পেশায় ভূতাত্ত্বিক, সেজন্যই তাঁর নদীকেন্দ্রিক তথ্যগুলি কখনও অতিরঞ্জিত বা আরোপিত মনে হয়নি, বরং মনে হয়েছে প্রাসঙ্গিক ও নিখুঁত। অনন্তকাল ধরে নদী আমাদের সভ্যতাকে কীভাবে লালন করে আসছে, নদী কতটা জরুরি আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্নে, একদিকে যেমন আছে এই সব খুঁটিনাটি বিষয়, অন্যদিকে তেমনই আছে এক-একটি নদীর উৎপত্তির রহস্য। ভারতের বিখ্যাত বেশ কয়েকটি নদীর গতিপথ, সেইসব নদীর পাশে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শহরের বিবরণও পাওয়া যায় বইটির পাতায় পাতায়।

নীরদ রায়

## গল্পের বিষয় : চোর

**সব গল্পই চোরের**
সম্পাদনা : হিমানীশ গোস্বামী
*প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড*
*কল-১৩*
*দাম : ৬০ টাকা*

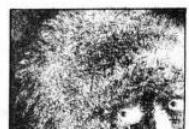

হাসির গল্প লেখেন হিমানীশ গোস্বামী। তিনি যখন চোরের গল্প সঙ্কলন-সম্পাদনা করেন, তখন সেখানে হাস্যরস ও মজাই যে প্রাধান্য পাবে, তা বলাই বাহুল্য। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "কোন চোরকে রাখি কোন চোরকে ফেলি ? ...খারাপ চোরই ভাল, নাকি ভাল চোরই খারাপ ? —গল্পের পক্ষে কোনটি ভাল ?" গল্পগুলি পড়লে ভাল-মন্দের প্রশ্ন উঠবে না। সম্পাদকের কথায়, পাঠকরাও সায় দেবেন ("তবু আমি খুশি এতগুলি চোরকে পেয়ে")। পাঠকরা তাঁদের প্রিয় অনেক লেখককেই এই সঙ্কলনে দেখতে পাবেন। চুরি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। তবু গল্পের চোরেরা অনেকেই শেষপর্যন্ত হাসির গল্পের এক-একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোট চোর ও বড় চোর' গল্পটি। এই গল্পটি কোনওদিন পুরনো হবে না। সেরা হাসির গল্পের সঙ্কলনেও এই গল্পটি নেওয়া যেতে পারে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নানারকম

## ধাঁধা

বইমেলায় অনেক বই দেখে রেখেছিল ছোট্কা। বিদেশি নয়, এগুলো সবই স্থানীয় প্রকাশনীর বই। বিদেশি বইপত্রগুলো ছোট্কা বইমেলাতেই কিনে ফেলেছিল। এগুলো তখন কেনেনি। এখন, বইমেলা শেষ হওয়ার পর, শনিবার-শনিবার সকালে বেরিয়ে, কলেজ স্ট্রিট পাড়া ঘুরে-ঘুরে, পছন্দ করা বইগুলো পর-পর কিনে আনছে ছোট্কা।

শুধু এবার বলে নয়, প্রতিবারই ছোট্কা এইভাবেই কেনে। ছোট্কার সব কাজেই যুক্তি থাকে। এ-কাজটাতেও রয়েছে। ছোট্কা বলে, বাইরে থেকে যারা বই নিয়ে এসেছে, তাদেরটা প্রথমেই কিনে ফেলি এই কারণে যে, তাদের বই পরে কিনতে গেলে বাইরেই হয়তো-বা যেতে হতে পারে। আর স্থানীয় যেসব বই কিনব, তা ধীরেসুস্থে বইপাড়া থেকে কিনে নিলেই চলে। পয়সা বরং বেশি বাঁচে এতে। কারণটা স্পষ্ট। কোনও-কোনও বইতে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ছোট্কা বেশি কমিশন পায়। পক্ষান্তরে বইমেলার কমিশন বাঁধা।

তো, ছোট্কার সঙ্গে একদিন আমিও গিয়েছিলাম বইপাড়ায়। সেই সূত্রে কফি হাউসে। কফি হাউসে ছোট্কা ব্ল্যাক-কফি খেল। ওখানে বলে 'ইনফিউশন'। আমি খেলাম চিকেন ওমলেট আর দুধ মেশানো কফি। আমার কফিতে দুধ আর চিনি ছোট্কাই মিশিয়ে দিয়েছিল। চিনি মেশাবার আগে ছোট্কা আমাকে প্রশ্ন করল, "ক' চামচ ?" ছোট্কা নিজের কফিতে এক চামচ চিনি মিশিয়েছিল, আমি দেখেছি। তাই বললাম, "এক চামচ।" ছোট্কা হেসে বলল, "না, তোমার এক চামচে চলবে না সতুবাবু। তোমার দেড় চামচ।"

নিজের ব্ল্যাক-কফির কাপে চুমুক দিয়ে ছোট্কা আমার দিকে তাকাল। মুখে দুষ্টুমি ভরা হাসি। তারপর বলল, "ব্ল্যাক-কফি নিয়ে একটা ধাঁধা মনে পড়ে গেল। শুনবি ?"

শুনব না আবার ! ছোট্কার ধাঁধাটা শোনারই মতো। শুনবে ?

**প্রথম ধাঁধা ॥** একজন খুঁতখুঁতে মানুষ একটা কফিশপে ঢুকে ব্ল্যাক-কফির অর্ডার দিলেন। কফি এল। সঙ্গে সুগার-পট। ভদ্রলোক আন্দাজমতো চিনি মিশিয়ে কফিতে চুমুক দিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, একটা পোকার মতো কী যেন ভেসে উঠেছে কফি কাপের ওপরে। বেয়ারাকে ডেকে তখনই জিনিসটা দেখালেন। বেয়ারাটি কাপসুদ্ধু কফি ফেরত নিয়ে চলে গেল। খানিক বাদে আবার নতুন করে পেয়ালা-পিরিচ রেখে গেল বেয়ারাটা। ভদ্রলোক, কী ভেবে, প্রথমেই কফিতে একটা চুমুক দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন যে, নতুন করে কফি বানিয়ে দেয়নি, শুধু পোকাটাকেই সরিয়েছে আর আগের পেয়ালাটাই রেখে গেছে। বলতে পারো, কীভাবে ব্যাপারটা আঁচ করলেন ভদ্রলোক ?

**দ্বিতীয় ধাঁধা ॥** কোন বিল সবসময় পরিষ্কার ?

**তৃতীয় ধাঁধা ॥** জট ছাড়াও—
তাজলকাল

**গতবারের উত্তর ॥** (১) সবমিলিয়ে লোকসানই হয়েছে। যে-বই সাড়ে সাতশো টাকায় বিক্রি করে শতকরা ২৫ টাকা হারে লাভ হয়, তার কেনা দাম নিশ্চিত ছ'শো টাকা। আর, যে-বই সাড়ে সাতশোয় বিক্রি, মানে শতকরা ২৫ টাকা হারে লোকসান, তার কেনা দাম হয় এক হাজার টাকা। তা হলে দুটো বইয়ের মোট কেনা দাম যোলশো টাকা আর বিক্রি হয়েছে মোট দেড় হাজার টাকায়। সব ছাপিয়ে একশো টাকা লোকসান। (২) যখন পদবি রাহা। (৩) ভীমপলশ্রী।

সত্যসন্ধ

## ভাবতে-ভাবতে

ইতিহাসের সেই যুগান্তকারী 'শিল্প-বিপ্লব'-এর পর থেকে পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান এবং শিল্প-সম্ভবের কাহিনী। দেশে-দেশে গড়ে উঠছে নতুন এবং আধুনিক শিল্প। ব্যবস্থা হয়েছে মানুষের জীবিকার, উন্নত হয়েছে সভ্যতার। এক-একটি দেশ এক-একটি শিল্পের ওপর নির্ভর করেই আর্থিক উন্নতির শিখরে উঠেছে। আমাদের ভাবতে-ভাবতে শিল্প নিয়ে।

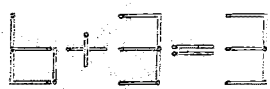

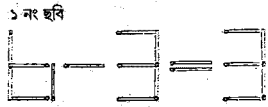



১। পৃথিবীতে বৃহত্তম শিল্প কোনটি—তেল, রসায়ন, অস্ত্রশস্ত্র এবং মহাকাশ ?

২। কোন শিল্পে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন—দেশলাই, খেলার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং কাগজ ?

৩। কোন শিল্পের ফলে পরিবেশগত দূষণ বেশি—পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কাগজ ?

৪। কোনটি সবচেয়ে শস্তা শিল্পে-ব্যবহৃত অ্যাসিড—সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ?

---

উত্তর : (১) তেল। (২) কাগজ। (৩) পেট্রোকেমিক্যাল। (৪) সালফিউরিক অ্যাসিড।

বর্ণপ্রিয়

## মজার খেলা

গতবারের মজার খেলাটা মনে আছে ? সেই যে, উনিশটা কাঠি দিয়ে একটা ভুল অঙ্ক টেবিলে সাজানো ? তারপর, একটা কাঠি এদিক-ওদিক করে বসিয়ে ভুল অঙ্কটাকে ঠিকঠাক অঙ্কের একটা চেহারা দেওয়া ? মনে আছে ? নেই ! বেশ তো, মনে যাতে পড়ে, তাই এক নম্বর ছবিতে দেখানো হল, কীভাবে খেলার শুরুতে উনিশটা কাঠি দিয়ে ভুল অঙ্ক একটা টেবিলে সাজানো ছিল। ছবিটা দেখে মনে পড়ে গেছে তো ? পড়বেই। তা, মনে পড়লেও যা, না পড়লেও তা। উনিশটা কাঠি দিয়ে এমন-একটা ভুল অঙ্ক নতুন করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে ফ্যালো।



১ নং ছবি



২ নং ছবি

বেশ। এবার একটা সহজ মজার খেলার কথা বলি। গতবার আমরা কী করেছিলাম ? একটা কাঠিকে এক জায়গা থেকে তুলে ফের অন্য জায়গায় এমনভাবে বসিয়েছিলাম যাতে কিনা অঙ্কটা একটা ঠিকঠাক অঙ্ক হয়ে ওঠে। কীভাবে করেছিলাম ? না, শেষের তিন থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে তিনকেই ৯-এর চেহারা দিয়েছিলাম। এই তো ?

এবার কিন্তু একটা কাঠি শুধু তুলে নিতে বলব। হ্যাঁ, এবারের মজার খেলার সমস্যা হল একটামাত্র কাঠি ওপরের ভুল অঙ্ক থেকে এমনভাবে সরিয়ে নিতে হবে, যাতে কিনা একটা ঠিকঠাক অঙ্ক থেকে যায় টেবিলের ওপরে।

এটা কি কোনও কঠিন সমস্যা ? জটিল কিনা তোমরা বলবে, কিন্তু মজার, খুবই মজার। দু' নম্বর ছবিটায় দ্যাখো, কতটা সহজ ছিল। শুধু যোগ চিহ্নকে বিয়োগ চিহ্ন করে তোলা, একটা কাঠি তুলে সরিয়ে ফেলে।

মজারু



ছবি : দেবাশিস দেব

# রোজের ধোলাই কাজে দাগ হটাবার কড়া ডিটারজেন্ট ব্যবহার ক'রে কপালে ভাঁজ ফেলছেন কি ?

আপনাকে স্বস্তি দিতে এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে আপনার পছন্দের সেই দুর্জয় ধোলাই শক্তি, 'ন্যাট' ডিটারজেন্ট পাউডার। যা ময়লার জঙ্গীপনা খতম করে অথচ কাপড়ের আয়ু কমিয়ে দেয় না।

**তাই আজই পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যান — নিয়ে আসুন আপনার পছন্দের সেরা ডিটারজেন্ট—'ন্যাট'।**

# ন্যাট

ডিটারজেন্ট পাউডার

*জঙ্গী ময়লাও নিমেষে উধাও*

Lookad

ANANDAMELA 16 FEBRUARY 1994 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C)731